উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১১ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 27 December 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 218 COB

নতুন বছরেই চিন সফরে মোদি

সাতের পাতায়

অর্পিতার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন পার্থ

পাঁচের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

নিরাশার বালুচরে দার্জিলিংয়ের আশা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওখানে দেওয়ালে ইংরেজিতে লেখা ‘হোপ’। লাল-সাদা আলোয়। ক্রিসমাসের টুপির রং। সান্তাক্লজের পোশাকের রং।

ওই চার ইংরেজি অক্ষরের সামনে না দাঁড়ালে মান থাকে না যেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে ওটা রেখে একটা সেলফি নেওয়া আজকাল বাধ্যতামূলক। নইলে পরিচিতরা নাকি বুঝবে না, আপনি এখন দার্জিলিংয়ে। নব্য প্রজন্মের ভাষায়, এটা ফেসবুকে না পোস্টালে মানইজ্জত নষ্ট হয়।

হঠাৎ কী করে, কবে থেকে ওই শব্দটি দার্জিলিংয়ের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছে নিঃশব্দে। ঠিক ওই গ্লেনারিজ রেস্তোরাঁর বিল্ডিংয়ের মতো। বাতাসিয়া লুপের মতো। ম্যালের মতো। রেস্তোরাঁর গেটের ওপর টাঙানো সেই হোপ।

কীসের হোপ হে? কীসের আশা?

ইতিহাসমাখা যে গ্লেনারিজে পা না রাখলে বাঙালির দার্জিলিং যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না, তার মালিক অজয় এডওয়ার্ড তাঁর পার্টির নতুন নাম দিয়েছেন। সঙ্গে নাটকীয় ঘোষণা, ‘এবার থেকে আলাদা রাজ্য তৈরির জন্য নিজেকে সঁপে দিচ্ছি।’ বাঙালিরাই তাঁর গ্লেনারিজের প্রধান ক্রেতা, ভক্ত। সমতলের মানুষই গ্লেনারিজকে গ্লেনারিজ করেছেন। অথচ অজয় বাংলায় থাকতে নারাজ। কার হুমকির প্রতিধ্বনি শুনি তাঁর কণ্ঠে?

কী পরিস্থিতিতে এমন হুমকি ভাবুন। বছর ছয়েক হল পাহাড় শান্ত। মসৃণ। স্নিগ্ধ। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে অগুনতি বঙ্গসন্তান পর্যটক। শিলিগুড়ির মল, মার্কেটগুলোতে সকাল থেকে ঘুরছেন বিভিন্ন এলাকার পাহাড়কন্যারা। পাহাড় থেকে বিন্দুমাত্র অশান্তির খবর আসছে না। শিলিগুড়ির মল বা রেস্তোরাঁয় পাহাড়ের তরুণ-তরুণীরাই বেশি।

আরও কিছু তথ্য যোগ করা জরুরি। শিলিগুড়ির সব বাঙালি পাড়ায় ভাড়া নিয়ে থাকছেন প্রচুর পাহাড়ি। সমতলের বহু বাঙালি পাহাড়ে হোমস্টে বা হোটেল চালাচ্ছেন লিজ নিয়ে। দার্জিলিং স্টেশনের গায়ে, কার্সিয়াং রেডিও স্টেশনের ঢালু পথে সমতলের মাছ কিনতে অপেক্ষায় পাহাড়িরা। সার্থক যুগলবন্দি তো এটাই। একেবারে আক্ষরিক অর্থে ‘হোপ’।

এমন অপার শান্তি, এত অসীম সুসম্পর্ক কি এডওয়ার্ড মশাইয়ের সহ্য হচ্ছে না?

নতুন পার্টি তৈরির দিন বাবু এডওয়ার্ড ছক্কা মেরেছেন সপাটে, ‘২০১৭ সালের পর পাহাড়ে আলাদা রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে কিছু হয়নি। আমরা এবার থেকে গোর্খাদের আবেগপূরণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করব।’

ভদ্রলোকের রেস্তোরাঁর খাবারের মান দিন-দিন কমছে। বেকারি আইটেম বাদে অন্য খাবার অতীব সাধারণ লাগে। রাজনীতিতে ডুবে তিনি রেস্তোরাঁ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছেন না? নাকি ভাবনাতেই গণ্ডগোল আর ডামাডোল?

এরপর দশের পাতায়

মনমোহন আর নেই

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : তাঁকে বলা হত ভারতে উদারীকরণের প্রাণপুরুষ। তাঁর হাত ধরেই দেশে অন্য প্রাণ পেয়েছিল মুক্ত অর্থনীতি।

সেই মনমোহন সিং আর নেই। দু’বারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন বৃহস্পতিবার রাত ন’টা একান্ন মিনিটে প্রয়াত হলেন। নয়াদিল্লির এইমসে তাঁকে রাত ৮টা ৬ মিনিটে আনা হয়েছিল। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ৯২ বছরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর।

চলতি বছরের এপ্রিলে তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হয়। শারীরিক কারণে তিনি রাজনীতি থেকে দূরত্ব রেখে চলছিলেন। এ বছরের জানুয়ারি মাসে তাঁকে শেষবারের মতো মেয়ের লেখা বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি রাজধানীর সরকারি বাংলোয় থাকতেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মনমোহন ২০০৪ ও ২০০৯ সালে পরপর দু’বার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট সরকারের নেতৃত্ব দেন। তার আগে পিভি নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রধান স্থপতি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের সময় ভারতের অর্থনীতি অভূতপূর্ব উন্নতি করেছিল। ভারতকে তিনি দ্রুত উন্নতিশীল অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

জন্ম : ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২
মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

তাঁর জমানাতেই মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা চালু হয়েছিল। দেশবাসীর তথ্য জানার অধিকার আইনের মতো যুগান্তকারী সামাজিক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি ঐতিহাসিক ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি নিয়েও আলোচনা চালিয়েছিলেন।

তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কম বিতর্ক হয়নি। টু-জি স্পেকট্রাম মামলা ও কয়লার ব্লক বরাদ্দ বিতর্কের মতো দুর্নীতি তাঁর ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছে।

অর্থমন্ত্রী হিসাবে মনমোহনের ভূমিকাকে দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মনমোহনের মৃত্যুতে বিভিন্ন দলের নেতাদের মন্তব্যে স্পষ্ট, কত সম্মান পেতেন তিনি। নরেন্দ্র মোদি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবার কথাতেই তা ধরা পড়েছে। মোদি লিখেছেন, ‘উনি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি তখন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়মিত কথা হত আমাদের।’ তাঁকে নরম মনের মানুষ বলে প্রশংসা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এনিয়ে রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়ে বিজেপি। মনমোহনের শরীর খারাপ শুনে হাসপাতালে যান প্রিয়াংকা গান্ধি। মৃত্যুসংবাদ প্রথম দেন প্রিয়াংকার স্বামী রবার্ট ভদরা। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি মুখপাত্র অমিত মালব্য। রবার্ট অবশ্য তা মুছে দেন।

প্ল্যান পাশ জালিয়াতির পান্ডাকে ঘিরে বিতর্ক

উত্তমকে দু’দিন ধরে জেরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তীকে টানা দু’দিন দিনভর থানায় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করল দিনহাটার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় উত্তমের পাশাপাশি আরও দুই পুরকর্মীকে বৃহস্পতিবার দিনহাটা থানায় জেরা করে পুলিশ। দিনহাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থানায় ডেকে পাঠানো হয় উত্তমকে। চলে গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশি জেরা। পুলিশের কাছে উত্তম আরও দুই পুরকর্মীর নাম বলায় তাদেরও ডেকে এনে জেরা করা হয়। তবে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে অবশ্য এখনও পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে, এই ব্যাপারে পুলিশ এখনই কোনওকিছু খোলসা করতে চায়নি। দিনহাটা থানার এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘তদন্তে অনেক কিছুই উঠে আসছে। তবে আমরা তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম বলতে পারছি না।’ তবে আরও কয়েকজন পুরসভার কর্মীকে যে তদন্তের আতশকাচের নীচে রাখা হয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তবে, এই তদন্ত প্রক্রিয়া যে টানা চলবে তা ওই আধিকারিক এদিন আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে, একজন পুরকর্মী কীভাবে এই জালিয়াতি কাণ্ড চালাত তা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন দিনহাটা পুরসভার এক কাউন্সিলার। তাঁর কথায়, ‘নতুন পুর বোর্ড গঠন হওয়ার পরই বোর্ড মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় কাউন্সিলাররা নিজ নিজ এলাকায় থাকা বিল্ডিংগুলিতে নজরদারি চালাবেন। কারও বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না হলে সেক্ষেত্রে তাঁদের প্ল্যান পাশ করতে হবে এই মর্মে জানাতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল পুরসভার তহবিল বাড়ানো।’

তিনি জানান, কাউন্সিলারদের চাইতে পুরসভার কর্মী উত্তম সহ আরও বেশ কয়েকজন কর্মী এই কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রীতিমতো রেইকি করে বেড়াত। এরপর যে সমস্ত বাড়ির বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়নি তাদের বাড়ি গিয়ে চলত জিজ্ঞাসাবাদ। এরপর সুযোগ বুঝে তাদেরকে দেখানো হত ভয়। আর এরপর সেইসব বাসিন্দারা তাদেরকেই বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানোর দায়িত্ব দিয়ে দিতেন। এই সুযোগকে তারা কাজে লাগাত। ওই কাউন্সিলারের অভিযোগ, এই ঘটনায় উত্তমের পাশাপাশি আরও কয়েকজন পুরসভার কর্মীর পাশাপাশি বড় মাথা জড়িত থাকতে পারে। একই অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

> আমাদের কাউন্সিলারই প্রথম এই দুর্নীতি সামনে এনেছিলেন। তাই আমাদের দল অন্তত দুর্নীতির সঙ্গে কোনওরকম আপস করতে রাজি নয়।
>
> **বিশু ধর**
> *শহর ব্লক সভাপতি, তৃণমূল*

পুলিশ অবশ্য এবিষয়ে এখনই খোলসা না করলেও প্রাথমিক তদন্তে ওই জালিয়াতি কাণ্ডে আরও কয়েকজন জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে তারা। ইতিমধ্যে দিনহাটা থানায় ডেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

সরকারি জমি দখল করে ক্লাব

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দিনহাটা শহরেই সরকারি জমি দখল করে ক্লাব বানিয়েছেন পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত পুরকর্মী উত্তম চক্রবর্তী। এমনটাই অভিযোগ। ওই ক্লাবের উদ্বোধন রয়েছে ১ জানুয়ারি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ক্লাব উদ্বোধনের আমন্ত্রণপত্রের

> একটি ক্লাব আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেই পারে। কিন্তু এখন যখন জানছি ক্লাবটি পুরসভার জমির ওপর গড়ে উঠেছে এবং এটি বেআইনি, সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

তালিকায় জ্বলজ্বল করছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে শুরু করে পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিখা নন্দীর নাম। তবে বিষয়টি জানাজানির পর এখন বেকায়দায় পড়ে নিজেদের বাঁচাতে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন তৃণমূল নেতা, পুরকর্তারা।

উদয়ন বলেন, ‘একটি ক্লাব আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেই পারে। কিন্তু এখন যখন জানছি ক্লাবটি পুরসভার জমির ওপর গড়ে উঠেছে এবং এটি বেআইনি, সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পুরসভাকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।’

অভিযোগ উঠছে, সবার চোখের সামনে সরকারি জায়গায় ক্লাব গড়ে উঠলেও বাধা দেয়নি কেউই। পুরসভার বক্তব্য অনুযায়ী ওই জমিটি সরকারি। কিন্তু ক্লাব গড়ে ওঠার কোনও অভিযোগ তাদের কাছে নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, ‘জমিটি এক নম্বর খতিয়ানে রয়েছে। অতএব সেটি সরকারি জমি। সেখানে একটি ঘর উঠেছে বলে শুনলাম। বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ আসেনি।’ এ বিষয়ে ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কল্যাণ নাথ জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

নতুন বছরের প্রথম দিনই ক্লাবের উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। লিফলেট তৈরি করে তা বিলি করা হয়েছে। দিনহাটার বিভিন্ন জায়গায় ব্যানারও টাঙানো হয়েছে। অতিথিগণ অবশ্য এখন দাবি করছেন ক্লাব গড়ে ওঠা নিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি তাঁরা কিছু জানতেন না, নাকি সবকিছু জেনে না জানার ভান করছেন?

দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোডে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওই ফাঁকা জায়গা পরিষ্কার করে ইতিমধ্যেই ক্লাব বানানোর পাশাপাশি আগামী ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছিল। মাঠের একদিকে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল মঞ্চ। মাঠের চতুর্দিক সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। এদিকে, ওয়ার্ডের ভিতরে একটি বড় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

ধাক্কা মেরে জরিমানা বিরাটের

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ব্যাট হাতে একেবারেই চেনা মেজাজে নেই বিরাট কোহলি। তার উপর বক্সিং ডে-তে প্রথমবার টেস্ট আঙ্গিনায় পা রাখা কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে জরিমানার মুখে পড়লেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও সমালোচনার ঝড় তুলেছেন বিরাটের আচরণ নিয়ে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, ইরফান পাঠান থেকে শুরু করে রিকি পন্টিং, মাইকেল ভনরা সকলেই একমত, বিরাট যে পর্যায়ের ক্রিকেটার তাঁর সঙ্গে এই আচরণ একেবারেই মানায় না। আইসিসি বিরাটের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করেছে। সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট।

বিস্তারিত এগারোর পাতায়

মথুরা বাগানে ধরা পড়া চিতাবাঘকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বক্সার জঙ্গলে। বৃহস্পতিবার।

‘ইন্ডিয়া’য় নয় কংগ্রেস, সরব আপ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : লোকসভা ভোটে জয় না পেলেও বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ বিজেপিকে জোর ধাক্কা দিয়েছিল। দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে সেই জোটেই বড়সড়ো ফাটলের ইঙ্গিত।

বুধবার দিল্লির আপ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে প্রদেশ কংগ্রেস ‘মওকা, মওকা হর বার ধোঁকা’ শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন সেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ‘ফরজিওয়াল’ বলে কটাক্ষ করেন। লোকসভা ভোটে দিল্লিতে আপের সঙ্গে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলেও তিনি জানান। মাকেনের মন্তব্যের জেরে আপ কংগ্রেসকেই ইন্ডিয়া থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানাল। দলের তরফে জানানো হয়েছে, কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস ক্ষমা না চাইলে ইন্ডিয়া থেকে তাদের বাদ দেওয়ার জন্য আপ দাবি জানাবে। কেজরিওয়ালের দল এজন্য কংগ্রেসকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। তবে তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিকের টানাপোড়েন থেকে দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে খারাপ ফলের পর থেকে বিরোধী জোটের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাতে থাকা উচিত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ার নেত্রী হিসাবে এনসিপি-এসপি নেতা শারদ পাওয়ার, আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব সহ অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে ইন্ডিয়ার বাইরে রাখার পক্ষে আপের সওয়াল তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

আপ নেতা সঞ্জয় সিং বলেন, ‘কংগ্রেস অজয় মাকেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। নয়তো আমরা কংগ্রেসকে সরাতে ইন্ডিয়া ব্লকের বাকি সহযোগীদের সঙ্গে কথা বলব।’ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর অভিযোগ, বিধানসভা ভোটে আপকে হারাতে কংগ্রেস তলে তলে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অজয় মাকেনের কড়া শাস্তির দাবি করে অতিশী বলেন, ‘কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি প্রদেশ কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে জড়িত না থাকে, তাহলে তাদের দিল্লির নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কংগ্রেসের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট যে ওরা বিজেপিকে সাহায্য করছে।’

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র সঞ্জয় দীক্ষিতকে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে। অতিশীর দাবি, সঞ্জয় সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনি খরচ বিজেপি বহন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কংগ্রেস যদি মনে করে যে আমরা দেশবিরোধী, তাহলে কেন আমাদের সঙ্গে জোট করে লোকসভা ভোটে ওরা লড়াই করেছিল? এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেস নেতারা আপকে হারাতে এবং দিল্লিতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে বোঝাপড়া করেছেন।’

এরপর দশের পাতায়

কেজরিওয়াল ‘ফরজিওয়াল’-এর জের

কর্ণাটকে নয়া সত্যাগ্রহ যাত্রায় রাহুল গান্ধি, সিদ্দারামাইয়া ও খাড়গে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের ১৭ বাড়ি পুড়ল

ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর : হিন্দুদের ওপর হামলা চলছিলই। এবার বাংলাদেশে মৌলবাদীদের নিশানায় আরও একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বড়দিনের সন্ধ্যায় বান্দরবন এলাকার একটি গ্রামে খ্রিস্টানদের অন্তত ১৭টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরই ইউনিয়নের অন্তর্গত লামা উপজেলায় অবস্থিত ওই গ্রামটিতে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা সবাই ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সদস্য। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ঘরছাড়া।

বুধবার রাতে ভয়ংকর আগুন লেগেছিল ঢাকার সচিবালয়ে। তার পিছনে কোনও চক্রান্ত রয়েছে বলে জল্পনা চলছে। তার মাঝে খ্রিস্টানদের ওপর হামলার ঘটনা পিছনে চলে গিয়েছে।

তাংঝিরি নতুন ত্রিপুরাপাড়া নামে ওই গ্রামের বাসিন্দারা যখন বড়দিন পালনের তোড়জোড় করছিলেন সেই সময় তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নেতা পায়সাশ্রু ত্রিপুরার দাবি, তাঁদের গ্রামে গির্জা না থাকায় অধিকাংশ বাসিন্দা প্রার্থনার জন্য পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে হামলা চালানো হয়। গ্রামের ১৯টি বাড়ির মধ্যে ১৭টিতে আগুন লাগানো হয়েছে।

ত্রিপুরার পরবর্তী মন্তব্য চাঞ্চল্যকর। তাঁর দাবি, কয়েকবছর আগেও তাঁদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইসময় বহুদিন গৃহহীন ছিলেন। সরকারি সাহায্য না মেলায় নিজেদের উদ্যোগে বাড়ি তৈরি করেন তাঁরা। বড়দিনে মাথার সেই ছাদটুকুও চলে যাওয়ায় ফের অনিশ্চয়তায় গ্রামবাসীরা।

ক্ষতিগ্রস্তদের একজন গুঙ্গামণি ত্রিপুরার আক্ষেপ, ‘বুধবার আমাদের সবচেয়ে খুশির দিন ছিল। সেই দিনটিকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা হল।’ হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বান্দরবনে হামলার নিন্দা করা হয়েছে। তবে প্রশাসনের অনেকে ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের পালটা অভিযোগ তুলছেন। যদিও এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার বা সংশ্লিষ্ট উপজেলার কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হননি। হামলাকারীদের সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন সরই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইদ্রিস।

এদিন প্রশাসনের তরফে গৃহহীনদের হাতে কম্বল, চাল সহ কিছু ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। লামা উপজেলা নির্বাহী আধিকারিক রূপায়ণ দেব এলাকা পরিদর্শনের পর বলেছেন, ‘আমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অভিযোগ দায়ের করতে বলেছি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

বাংলাদেশের সচিবালয়ে বিধ্বংসী আগুন। বুধবার রাতে।

সাপের কামড়ে অসুস্থ

ময়নাগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর: অজগর ধরে মোবাইলে ভিডিও করার সময় কামড় খেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জখমের নাম প্রদীপ মণ্ডল (১৬)। বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ি এলাকায়। সে বেতগাড়া চারেরবাড়ি এনএম উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে প্রদীপ ময়নাগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশেই ছিল প্রদীপ। সেসময় জঙ্গলের পাশে একটি বড় সাপ দেখতে পায় সে। কেরামতি দেখিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য মোবাইল বের করে অজগরের সঙ্গে ছবি তোলার চেষ্টা করে প্রদীপ। সেসময় সাপটি প্রদীপের হাতে কামড় দেয়। হাত চেপে ধরে সাপ নিয়েই লাফাতে থাকে প্রদীপ। কোনওভাবে আশপাশের লোকজন এসে সাপটিকে ছাড়ান। ততক্ষণে রক্তপাত শুরু হয়। তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিজন ও স্থানীয়রা। চিকিৎসকরা জানান, ছোবলের জেরে প্রদীপের হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য অমল রায় গিয়ে অজগরটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয়।

ত্বক সতেজ রাখবে 'রূপ'

নিউজ ব্যুরো, ২৬ ডিসেম্বর: ডাঃ এসসি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলা তথা দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। শীতের মরশুমে এসসি দেব বাজারে নিয়ে এল তাদেরই আয়ুর্বেদিক গবেষণাভিত্তিক প্রস্তুতি 'রূপ বডি মাসাজ অয়েল'। চন্দন সহ বিভিন্ন ভেষজ দ্বারা নির্মিত বডি অয়েলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সংস্থার প্রশাসনিক ভবনে। সংস্থার দাবি, শুধু শীতকাল নয়, সারাবছর ত্বককে কোমল ও নরম রাখতে সাহায্য করে রূপ বডি মাসাজ অয়েল। অলিভ অয়েলটি নিয়ে যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত সংস্থার কর্ণধার চঞ্চলচন্দ্র দেব। তিনি বলেন, 'ডাঃ এসসি দেবের প্রতিটি প্রস্তুতি তাঁর সন্তানতুল্য। তাই অলিভ অয়েলের নামকরণেও সেদিকটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভেষজ আয়ুর্বেদের ওপর ভরসা রেখেই এই প্রস্তুতির নির্মাণ।' রিউমালিন ট্যাবলেট এবং রিউমালিন ফোর্ট ট্যাবলেট সুনাম অর্জন করেছে।

লঞ্চ হল 'রূপ' বডি মাসাজ অয়েল। - সংবাদচিত্র

চাকরির পরীক্ষায় সফল ২ বোন

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর: পুণ্ডিবাড়ি গ্রামের মধ্য কালারায়েরকুঠির পিয়ালী দে এবং সুপ্রিয়া দে'র জীবনের মন্ত্র কী? এপিজে আবদুল কালামের বিখ্যাত উক্তি, 'যদি সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে চাও, তাহলে তোমাকে প্রথমে সূর্যের মতো পুড়তে হবে'। অভাবের আগুনে পুড়ে অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখলেন দুই বোন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের জিডি কনস্টেবল পরীক্ষায় পাশ করেছেন তাঁরা। পিয়ালী সিআরপিএফ বাহিনীর জন্য এবং সুপ্রিয়া সিআইএসএফ বাহিনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। পিয়ালী বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস ছিল, পরিশ্রম করলে একদিন না একদিন সাফল্য মিলবেই। ছোটবেলা থেকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখন সেই পরিশ্রমের ফল পেলাম।' একই বিশ্বাস সুপ্রিয়ারও।

অভাবকে হারিয়ে পিয়ালী এবং সুপ্রিয়ার এই সাফল্য মোটেও সহজ ছিল না। একচালা টিনের ঘরে কোনওরকমে বসবাস পিয়ালীদের। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তাঁদের বাবা রতন দে। কৃষিকাজ করে সংসার চালাতে হয়। বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করে কিছুটা সাহায্য করেন পিয়ালীদের মা শান্তি দে। দুই মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মা। তিনি বলেন, 'দুই মেয়েই খুব পরিশ্রম করত। পয়সার অভাবে ওদের ঠিকমতো টিউশন পড়াতে পারিনি। তবে এলাকার অনেকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন।'

সফল দুই বোন পিয়ালী ও সুপ্রিয়া।

পিয়ালী এবং সুপ্রিয়া দুজনে পার্শ্ববর্তী পুণ্ডিবাড়ি জিডিএল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। পিয়ালী কোচবিহার বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেছেন। সুপ্রিয়া বর্তমানে কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী।

পড়াশোনার পাশাপাশি দুই বোনেই পুণ্ডিবাড়িতে দুটি মেডিকেল ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। সেই টাকা দিয়েই নিজেদের পড়াশোনার খরচ যতটুকু চালানো যায়। তাতে অন্তত বাবার ওপর কিছুটা তো চাপ কমবে! পড়াশোনা, চাকরি করে আবার সরকারি চাকরির প্রস্তুতি! লড়াইটা সহজ না হলেও হাল ছাড়েননি কেউ। পিয়ালী এবার দ্বিতীয়বার চাকরির পরীক্ষায় বসেছিলেন। অন্যদিকে, বোন সুপ্রিয়া প্রথমবারেই বাজিমাত করে দিয়েছেন।

একই পরিবারের দুই বোনের সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা গ্রামে। এমনটা নয় যে, এই এলাকায় অন্য কেউ এর আগে চাকরি পায়নি। তবে, এই দুই বোনের লড়াই দেখে অন্যরাও হাজার প্রতিবন্ধকতা এলে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। স্থানীয় কিশোরী রুম্পার কথায়, 'দুই দিদি একসঙ্গে চাকরি পেয়েছে। মা-বাবা বলত, ওরা সারাদিন কেমন পরিশ্রম করছে। এবার থেকে আমরাও আরও মন দিয়ে পড়াশোনা করব।' পরিশ্রম করলেই তো মিলবে দুই বোনের মতো সাফল্য, বলছে প্রণীতা, কৃতিকারা।

> দুই মেয়েই খুব পরিশ্রম করত। পয়সার অভাবে ওদের ঠিকমতো টিউশন পড়াতে পারিনি। তবে এলাকার অনেকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন।
>
> **শান্তি দে, মা**

গরম গরম শেলরুটি।

নিমেষে বিকোচ্ছে শেলরুটি, কমলা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর: শীতের সন্ধ্যায় একদিকে যখন কানে ভেসে আসছে আদিবাসী গানের সুর তখন পাশেই স্টলে পাহাড়ি লংকার আচার ও আলুর তরকারির সঙ্গে গরম মুচমুচে শেলরুটি বিকোচ্ছে দেদার। পাশের স্টলে পাহাড় থেকে সদ্য আনা কমলালেবুর দরদাম করতে তখন ব্যস্ত কলকাতার একদল পর্যটক। দার্জিলিং চা থেকে শুরু করে পাহাড়ি হরেকরকম ক্যাকটাস ও ফুলের গাছের হাজারও সম্ভার সেখানে। নতুন বছরের দোরগোড়ায় শীত যত বাড়ছে ততই লাটাগুড়ি ম্যালে এশিয়ান ফোক ফেস্টের বিভিন্ন স্টলে, ভিড় উপচে পড়েছে পর্যটকদের। এক কথায় লাটাগুড়িতে জমজমাট হয়ে উঠেছে বছরের শেষ সময়টা।

লাটাগুড়ি ফোক ফেস্ট

পর্যটক টানতে গত মঙ্গলবার থেকে লাটাগুড়ি ম্যালে চলছে এশিয়ান ফোক ফেস্ট। যেখানে মালদার গম্ভীরা, মানব পুতুল থেকে নেপাল ও ভুটানের নানা লোকনৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যায়। নাচ, গান তো বটেই, লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা পর্যটকরা এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চেখে দেখছেন ভিন্ন ভিন্ন খাবার। কমলালেবু, নেপালি সম্প্রদায়ের শেলরুটি থেকে শুরু করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ছ্যাঁকা-পেলকা এবং ট্র্যাডিশনাল খাবারের স্বাদ নিতে পারছেন পর্যটকরা। এই সমস্ত স্টলে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। গরুবাথানের তোদে এলাকার বাসিন্দা সুকন্যা রাই তাঁর বাগানের কমলালেবু নিয়ে হাজির হয়েছেন এই এশিয়ান ফোক ফেস্টে। ১৫ টাকা গোটা একেকটি কমলালেবু তিনি বিক্রি করেছেন কয়েকশো।

গরুবাথানের গৃহবধূ স্মিতা রাই তাঁর স্টলে গরম গরম শেলরুটির সঙ্গে পাহাড়ের বিখ্যাত পাহাড়ি লংকার আচার ও আলুর তরকারি রেখেছেন। মুহূর্তের মধ্যেই তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পর্যটক টানতে গতবছর থেকেই লাটাগুড়িতে এই ফোক ফেস্টের আয়োজন করছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। গতবছর শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও, চলতি বছর নেপাল, ভুটানের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে আসেন এবং অংশ নেন। সঙ্গে বাহারি খাবারও থাকছে।

বিক্রয়

Sale Tata ACE-2022- WB-85-3916. Ph : 353 2950301. (C/114263)

কর্মখালি

শ্রীশ্রী নিত্যকমলানন্দ সারদা শিশু মন্দির, ধূপগুড়ি, জলঃ, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। যোগ্যতা- M.A. (B.Ed.), M : 9641951172. ধূপগুড়ি ব্লকের প্রার্থীরাই আবেদনযোগ্য। (A/B)

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে ডিস্ট্রিবিউটরের আন্ডারে Sales-এর জন্য স্থানীয় ন্যূনতম H.S. পাশ যুবক চাই। টু-হুইলার আবশ্যক। যোগাযোগ : 7699002803. (C/113984)

অ্যাফিডেভিট

My name is wrongly recorded in my driving license as Md. Kurban Hossain, S/o Md. Naimuddin Khan. Hence by affidavit at 1st J.M court on 26.12.2024, my name has been rectified from Md. Kurban Hossain, S/o Md. Naimuddin Khan to Kurban Khan, S/o Naimuddin Khan. Md. Kurban Hossain, S/o Md. Naimuddin Khan and Kurban Khan, S/o Naimuddin Khan is one and same identical person. (C/113733)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি Purnima Yadav, W/o Kuldip Yadav, গত 26/12/24 তারিখে LD. নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা, আমার পুত্র Sujay Yadav (যার স্ত্রী Puja Yadav ও তাদের দুই পুত্র Ayush Yadav ও Piyush Yadav)-কে আমার প্রতি খারাপ আচরণ এবং অত্যাচার করার কারণে, ত্যাজ্য করিলাম, তাকে এবং তার পরিবারকে আমার সমগ্র স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করলাম। (C/114262)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নারায়ণ বর্মন, পিতা- প্রসন্ন বর্মন, গ্রাম- পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, পো- শিলবাড়িহাট, থাকা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No 507/APD-1/2015/B-8/SC) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 7074534643. (C/113731)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-15 (2024-25) Memo no. 4725/BDO, dated-26.12.2024 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 06/01/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO Blg

ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমের বার্ষিক মেরামত চুক্তির ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন-২০২৪-কে-২৯, তারিখ : ২০-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : এক বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম (আইপিআইএস) -এর বার্ষিক মেরামত চুক্তির ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ১৬,২৯,৩৯০.৫০/- টাকা, বায়না মূল্য : ৩২,৬০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা ১৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবায়

মানববিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটসমূহের ইন্টারলকিং

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৪০-এলএমজি-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের গুয়াহাটি-ফরকাটিং জংশন এবং চাপরমুখ জংশন-শেনচোয়া জংশন-আমনি খণ্ডে ইএলবি এবং জরুরীকালীন স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সহিত ০৯ টি মানব নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৩৫,২২,৮০৩.৯১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫,১৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপনের চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এডিভিটি-আরজিজে-কেএজে। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা। দিন: ১০৯৫;

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-কেআইআর-কেএজে-ওএইচ-১৯০-২৪-১ (এডভার্টাইসিং-আউট অফ হোম)	৩ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে নির্দিষ্ট/নির্ধারিত স্থানে কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ওল্ড মালদা জংশন এবং সামসি রেলওয়ে স্টেশন/কাছাকাছি রেলওয়ে এলাকায় স্টেশনে পিপি শেড, আরইউবি গার্ড এবং এলসি গেট (ওভার লোড স্টপার) -এ বোর্ড/হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য চুক্তি বরাদ্দ।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবায়

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৩০/২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫১০৫/ওটি/ ২৫২/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এনজি ক্যারিয়েজ বোগি কম্পোনেন্টস (পরিশিষ্ট-১ অনুসারে (ক্রমিক নং. ২৪ ছাড়া ৩২ আইটেমের অন্তর্ভুক্তিতে) এবং ড্রয়িং সংলগ্ন করা হয়েছে)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১০ সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৩০০০০৩৬২০০১৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৮৯৫/ওটি/২৫৩/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পিভিসি ইলেক্ট্রোড ডায়া ২ মিলিমিটার = ৫০ মিটার প্রতি রোল সহিত রোল সাইজ - ২ মিলিমিটার × ১.৬২ মিটার × ১৪ মিটারএ পিভিসি, খেডস এবং প্যাটার্নস-আরডিএসও সেম্পল এনএসি এফএলজি ০২, রং-নীলা, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৬/সিজি-১২ (আরইভি.১) জুলাই, ২০১৯ এর সংশোধনী ৫ সহিত। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০০০.০০ মিটার, ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৮০০.০০ মিটার, পিএল. সংখ্যা. ৭৫৬১৩৮৩৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৫৫১এ/ওটি/২৫৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিউরিথেন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্ব্লী। ডিআরজি নং. আরডিএসও অনুমোদিত ড্রয়িং নং. এএএল-০২১১০১, এএলটি-৮, এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ নবেম্বর, ২০২২ এর ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ আরইভি-০২। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১), পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩৯১ সেট, ২) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৩৪৭ সেট, পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১০৬৫২৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/০৫৯৭ডি/ওটি/২৫৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিআরজি নং. এন/এ স্পেসিফিকেশন নং. ইডিটিএস-১০৫ (আরইভি-ই) সংশোধনী-১, ২ এবং ৩ অনুসারে আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৭১৩০০ এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৭৭ (আরইভি. ১) ২০১৩ অনুসারে কাপলিং সকেট এসেম্ব্লী. কমপ্লিট (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫ টি, ২) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৪৫১৫০২৪২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৩২৫/ওটি/২৫৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ওয়াগন/পথ বাহনে যথোচিতভাবে লোড করা আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৬ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুরূপে (টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত অনুসারে) মোনো ব্লক প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট লাইন স্লীপারের নির্মাণ এবং যোগান (প্রি-টেনশন টাইপ)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৩৭৭৪২ টি, ২) পরিমাণ: ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৪২২৩২৯ টি ৩) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯৪৪৯ টি ৪) পরিমাণ: ডিআরএম/ডব্লিউ/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৭১৪১২ টি ৫) পরিমাণ: সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯৫০৮৬ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩০১৬০০৯০০১৪৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০০০৩এ/ওটি/২৫৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এফআইআর মূল্যবান সামগ্রী আকারঃ ২৪৪০ মিলিমিটার × ১২২০ মিলিমিটার × ৩ মিলিমিটার ঘনত্ব সহিত ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিনথেটিক রেজিন বণ্ডেড ল্যামিনেটেড শীটস। ৭ সংশোধনী সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সি-কে৫১৪ অনুসারে। সংশোধনী নং. জুন ২০১৫ এর ১ সহিত এবং আগস্ট ২০১৬ এর অন্তিম সংশোধনী ৭। আরডিএসও অনুমোদিত সেম্পল কোড এসি এসপি০২ অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে, ৩০৯ টি (২) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৮৭৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৭৫৪০০২৫০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৬৩৬/ওটি/২৫৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সাইড বিয়ারার প্যাড অসেম্বলীর জন্যে পলি রিংস-৩। ড্রয়িং-এএএল-০২১১০১। আইটেম-৫এমএএলটি-৮। এমএটি. স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ (আরইভি.২)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৯৯১ টি ২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭০৬ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৮১০৬৫৩০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/৫৪২৭/ওটি/২৫৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ১৭৭৩৫৪৯/২০২৩/৩/৩ ইডি/বিএনএস/আরডিএসও অনুসারে ২৮ এমএম ডায়া হুক বোল্টের জন্যে এম-২৭ আকারের পুনরব্যবহারযোগ্য সেলফ-লকিং স্প্রিং ইনসার্টেড স্টীল নাট সিঙ্গল পিস এর যোগান। ০১ নং উপযুক্ত বাক্স রেঞ্চ/৫০ টি. নাট। স্পেসিফিকেশনের বিবরণ. এলএন-৩৭.৫ এমএম, এসএন-৪১.০ এমএম, এইচএন-২২.০ এমএম, বিএন-৪১.০ এমএম, সিএন-৪৭.৩ এমএম, প্লেটিং-ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড অথবা হট- ডিপ গ্যালভানাইজড অথবা নিকেল এলয়। এনএএস৩৩৫০ ভাইব্রেশন পরীক্ষণ প্রমাণপত্র যথোপযুক্ত ওইএম/অনুমোদিত প্রমাণপত্র সহিত আবশ্যক হবে। মেকঃএসএপিইআর লক অথবা সেইধরণের (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/ডালখোলা, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৫০০ টি, ১) পরিমাণ- এসএসই/পি-ওয়ে/সামসি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৫০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৭৩১৩০১৬৯০০১২

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৪৭৬/ওটি/২৬০/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নাট. সম্পন শ্রেণী ৪.৬ র জন্যে (চার পয়েন্ট সিক্স) আইএসঃ ১৩৬৩-পিটি-III-২০০২ এবং বোল্টের জন্যে স্পেসিফিকেশন. বিআইএস স্পেসিফিকেশন নং.: স্টীল, আইএস-১৩৬৩, পিটি-১-২০০২ অনুসারে নাট সহিত বোল্ট এমএস হেক্স হেড এম১৬ × ৫০ (নোটের জন্য এফপিআর বোল্ট এবং ৫ (পাঁচ))। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইডিভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১ (১) পরিমাণ-নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১০০০ কেজি ২) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০০০ কেজি ৩) পরিমাণ: পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০০ কেজিএস ৪) পরিমাণ-নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৯০০০ কেজিএস। পিএল. সংখ্যা. ৭৩০৩১৩৭৯।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

রোশনাই (১ ঘণ্টার মহাপর্ব) রাত ১০.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ বদলা, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.৩০ প্রেমী, রাত ১০.৩০ রাখে হরি মারে কে

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শত্রু মিত্র, ২.৩০ রূপবান, বিকেল ৫.৩০ ভালোবাসা, রাত ১১.৩০ ইনস্পেকটর নটি কে

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সিঁথির সিঁদুর, বিকেল ৪.৩৫ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরম্পর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সংঘর্ষ

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫১ জুরম, দুপুর ১.৫২ মুকদমা, বিকেল ৪.৩৫ বাল ব্রহ্মচারী, সন্ধে ৭.৩০ স্পাইডার, রাত ১০.১১ মিস্টার বন্ড

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ২.২২ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৫.১৫ কোয়লা, রাত ৮.০০ ওয়েলকাম ব্যাক, ১০.৪৬ ওরু পেরু ভৈরাভাকোনা

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.১৯ দিল তেরা আশিক, দুপুর ১.৫২ হর দিল জো পেয়ার করেগা, বিকেল ৪.৩৪ টাইগার জিন্দা হ্যায়, সন্ধে ৭.৫৬ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ১১.০৪ অন্দাজ অপনা অপনা

ভালোবাসা
বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা সিনেমা

ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি
রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

টাইগার জিন্দা হ্যায়
বিকেল ৪.৩৪ সোনি ম্যাক্স টু

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.২৫ রিও, ১.৫৫ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, বিকেল ৩.৫০ নাও ইউ সি মি-টু, ৫.৫০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধে ৭.২০ আইস এজ-টু, রাত ৮.৪৫ দ্য হবিট-দ্য ব্যাটল অফ দ্য ফাইভ আর্মিজ, ১১.০৫ দ্য লাস্ট স্ট্যান্ড

ব্রাদারহুড অফ লায়ন্স
দুপুর ১২.৪৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

Superhit 5th week at
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.30, 4.15, 7.45 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Baby John (H)
*ing: Varun Dhawan, Salman Khan, Jackie Shroff
Time : 12.30 & 3.30 P.M.
Pushpa-2 (H)
Time : 6.30 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন, সেই কাজ আজ শেষ হবে। চোখের সমস্যা কেটে যাবে। **বৃষ :** সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কাটবে। আগুন থেকে সতর্ক থাকুন। **মিথুন :** অকারণে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য। **কর্কট :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের অসুখে সমস্যা বাড়বে। **সিংহ :** আপনার কোনও গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ায় অসম্মানিত হতে পারেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কন্যা :** পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। **তুলা :** অতিরিক্ত খেয়ে অসুস্থ হতে পারেন। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃশ্চিক :** বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝবেন। **ধনু :** সারাদিন আনন্দে কাটবে। অন্যায়ভাবে কেউ আপনাকে ঠকিয়ে দিতে পারে। **মকর :** দাঁতের ব্যথায় ভোগান্তি। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। **কুম্ভ :** বারবার যে কাজে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই কাজ আজ শুরু করে সফল। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **মীন :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে যেন আনন্দ। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৬ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১ পুহ, সংবৎ ১২ পৌষ বদি, ২৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৬। শুক্রবার, দ্বাদশী রাত্রি ১।৩৪। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৮।২১। ধৃতিযোগ রাত্রি ১১।৫। কৌলবকরণ দিবা ১২।৪১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।৩৪ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি দশা, দিবা ১।৪৭ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৮।২১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।২১। গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৩৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১।৩৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৭ গতে ৯।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।৫৮ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, রাত্রি ১।৩৪ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।৫৩ মধ্যে একাদশীর পারণ। নিম্বার্কমতে একাদশীর উপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২২। মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিস্তায় থালা, প্লাস্টিকের গ্লাস

মেখলিগঞ্জে পিকনিক স্পটের দাবি বাসিন্দাদের

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : জয়ী সেতু তৈরির পর থেকে সারাবছরই সেখানে পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। আর বড়দিন উপলক্ষ্যে সেই ভিড় আরও বেড়েছে। সেতু সংলগ্ন তিস্তা নদীর তীরে পিকনিক শুরু হয়েছে। কেউ বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে আসছেন। আবার অনেকে সেখানেই রান্না করছেন।

খাবার পর পর্যটকরা সেখানেই থালা, গ্লাস সহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের প্যাকেট ফেলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পড়ে থাকছে মদের ভাঙা বোতলও। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে। তাঁরা জানিয়েছেন, এতদিন হয়েছে সেতু তৈরি হয়েছে।

তবে এখনও সেখানে আবর্জনা ফেলার জন্য একটা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেখানে পিকনিক স্পট করে পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তবে পিকনিক স্পট তৈরি করার মতো টাকা যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান গীতা অধিকারী। তাঁর কথায়, 'পিকনিক স্পট তৈরি করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে যে খরচ হবে তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবুও নদী দূষণ রোধে অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না তা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আগামী বৈঠকে আলোচনা করব।' শীত পড়তেই শুরু হয়েছে পিকনিকের হিড়িক। জয়ী সেতু থেকে তিস্তা নদীর তীরে প্রতিদিন বহু মানুষ আসছেন।

এলাকার বাসিন্দা জাবেদ আলি বলেন, 'বড়দিন থেকে মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা পিকনিক খাওয়ার পর মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস, রান্নার বিভিন্ন সামগ্রীর প্যাকেট নদী তীরেই ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন। এতে এলাকায় দূষণ বাড়ছে।'

পর্যটকদের এই নিয়ে সচেতন করেও লাভ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে পিকনিক স্পট তৈরি করে দিলে সমস্যা মিটবে বলে মনে করছেন অনেকে।

পাশাপাশি নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের একটি নতুন পথ খুলবে। আরেক বাসিন্দা শিবা সাহা বলেন, 'তিস্তা নদী ও জয়ী সেতু মেখলিগঞ্জের গর্ব। সেতুর পাশে নদীর তীরে মানুষ পিকনিক করতে আসছেন তা ভালো। কিন্তু আবর্জনা সেখানে ফেলে যাওয়া কখনোই সচেতন মানুষের কাজ হতে পারে না। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেখানে আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা উচিত।'

> পিকনিক স্পট তৈরি করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে যে খরচ হবে তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবুও নদী দূষণ রোধে অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না তা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আগামী বৈঠকে আলোচনা করব।
>
> **গীতা অধিকারী**, প্রধান, নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত

পিকনিকের পর তিস্তা নদীর তীরে পড়ে মদের বোতল, খাবার প্লেট।

ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা

নিশিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : গাড়ি করে একজনকে ডাক্তার দেখাতে শিলিগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথদুর্ঘটনা বাকিদেরও নিয়ে গেল হাসপাতালে। এক বাইকচালককে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জমিতে পড়ে যায় একটি ছোটগাড়ি। বৃহস্পতিবার বিকেলে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়িতে ঘটা এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন গাড়িতে থাকা দুজন যাত্রী।

এদিন চিকিৎসা সূত্রে দিনহাটা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন চালক সহ ৩ জন। নিশিগঞ্জ হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ গাড়িটির সামনে চলে আসে একটি বাইক। চালককে বাঁচাতে গিয়ে পাশের আলুখেতে নেমে যায় গাড়িটি। রাস্তার পাশে জলের পাইপলাইনে ধাক্কা লেগে দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ।

প্রচণ্ড শব্দে গাড়িটিকে আলু জমিতে নেমে যেতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। চালক আহত না হলেও জখম তিন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের মধ্যে হায়দর আলি ও হিমাদ্রি বর্মনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হায়দরকেই শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল চিকিৎসা করাতে।

গাড়িচালক মিলন সেন বলেন, 'অসুস্থ একজনকে ডাক্তার দেখাতে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। পথে এই বাইককে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।' পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। তবে দুর্ঘটনার পর বাইকচালক পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, স্থানীয় মহলে অভিযোগ, নিশিগঞ্জ বাজার পার হয়ে নেতাজি সুভাষ সদন থেকে হিমঘর হয়ে দোলং মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্ত ও ফাঁকা থাকে। তাই গাড়িগুলি গতি বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। ফলে মাঝেমধ্যেই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে।

সিটকিবাড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি।

নিজের ফাঁদে গ্রেপ্তার লরিচালক

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : একেই বলে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়া। বুধবার সকালে ছিনতাইয়ের অভিযোগ জানাতে শীতলকুচি থানায় আসে এক লরিচালক। তবে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই থানায় অভিযোগ নিয়ে আসা সেই লরিচালককেই গ্রেপ্তার করল শীতলকুচি পুলিশ। ধৃত মোবারক হোসেন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার গাজীনগরের বাসিন্দা।

চালকের প্রাথমিক অভিযোগ ছিল কিছুটা এরকম, মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে ভাটারহাট সংলগ্ন এলাকায় দিনের আলোয় বাইক নিয়ে দুই দুষ্কৃতী এসে তার গাড়ি আটক করে এবং মোবাইল ফোন সহ নগদ ২৬ হাজার টাকা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগ শোনামাত্রই চালককে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান মাথাভাঙ্গার সিআই অজয়কুমার মণ্ডল সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু সেখানে পৌঁছে স্থানীয়দের মুখে শোনেন একেবারে ভিন্ন কাহিনী। তাঁরা জানান, এলাকায় এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। এভাবে প্রকাশ্যে ছিনতাই হলে নিশ্চয়ই তাঁদের নজর এড়াত না বলে দাবি করলেন স্থানীয়রা। ফলে অভিযোগকারী লরিচালককে ফের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। কয়েক ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আসল ঘটনা জানতে পারে পুলিশ। শেষমেশ চালক স্বীকার করে শীতলকুচি থানায় জানিয়েছে, আসলে সে একটি অনলাইন গেম খেলে টাকা হেরেছে। ফলে পকেট থেকে বেরিয়েছে মোটা অঙ্কের খেসারত। সেই হিসেব মালিককে কীভাবে দেবে সেই কিনারা করতে পারছিল না সে। অবশেষে উপায় না পেয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সে।

জালিয়াতি

- ছিনতাইয়ের অভিযোগ জানাতে শীতলকুচি থানায় আসে এক লরিচালক
- ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ জানতে পারে, এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি
- এরপর জেরায় ওই ব্যক্তি স্বীকার করে যে, অনলাইনে গেম খেলে টাকা খুইয়ে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে
- পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়

ঘটনার সত্যতা যাচাই করে পুলিশকে হয়রানি ও মিথ্যা অভিযোগের দায়ে লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে শীতলকুচি থানার পুলিশ। এদিন মাথাভাঙ্গার সিআই জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হবে।

স্কুলে ছ'মাস ধরে বন্ধ সোলার পাম্প

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ২৬ ডিসেম্বর : পড়ুয়াদের পানীয় জলের সংকট মেটাতে স্কুলে বসানো হয়েছিল সৌরবিদ্যুৎচালিত একটি পানীয় জলপ্রকল্প। কিন্তু মাস ছয়েক ধরে সেটি বন্ধ থাকায় স্কুলে আবার সেই পুরোনো ভোগান্তির ছবি।

প্রশাসনের উদ্যোগে বছর দেড়েক আগে মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই জলপ্রকল্পটি চালু হয়। কিন্তু গত ছ'মাস ধরে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে সেটি। ফলে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। পরিস্থিতিতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ অভিভাবকরাও।

তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দীপাঞ্জন রায়ের কথায়, 'আমাদের স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও জলে অতিরিক্ত আয়রন। কিন্তু সোলার পাম্পটি চালু হওয়ার পর আমাদের সেই সমস্যা মিটেছিল। তখন বেশ কিছুদিন আমাদের জল নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ সোলারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আবার সেই জলসংকট ফিরে এসেছে।' ফের প্রকল্পটি চালু করার দাবি জানিয়েছে সে।

দেড় বছর আগে বিডিও অফিস মারফত টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সোলার প্রকল্পটি তৈরি হয়। একথা বলে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি অভিধান তরফদার জানালেন, বিষয়টি লিখিতভাবে বিডিওকে জানানো হবে। সোলার পাম্পটি চালু হলে পড়ুয়ারাও এই জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। সমস্যার কথা জানানো হলে অবশ্যই খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল দাস বললেন, 'প্রকল্পটি চালু থাকায় বিদ্যুৎ বিলে অনেক সাশ্রয় হয়েছিল। এছাড়া মাঠে স্কুলের বাইরেও অনেক বাচ্চা খেলাধুলো করে। প্রয়োজনে ওরাও তেষ্টা মেটাতে পারত ওই জলে। কিন্তু হঠাৎ সেটি বন্ধ হওয়ায় বেশ কতগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনে প্রকল্পটি শীঘ্র চালু করার চেষ্টা করছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাড়ি ফেরার পালা।। *জটেশ্বরে ছবিটি তুলেছেন রাহুল চক্রবর্তী।*

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৬ ডিসেম্বর : পাচারের আগে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ল চার গাঁজা পাচারকারী। তিনসুকিয়া থেকে ট্রাকে কাচের গুঁড়ো ও ভাঙা কাচ যাচ্ছিল ফরিদাবাদে। কাচের আড়ালে গাঁজা পাচার হচ্ছে বলে খবর পায় এসটিএফ। পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে হাইরোড চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় ট্রাককে আটক করে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং : ইএল-এসডিএএইচ-কন-টিআরডি-১৬৫-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নং : ইএল-এসডিএএইচ-কন-টিআরডি-১৬৫-২০২৪, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অশোদারি সংস্থা প্রমুখ যাদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে তাদের যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিকট থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ (ক) মালদা ডিভিসনের গোজ্জাতে অবস্থিত পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণকে উন্নত করে এলএইচবি রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে পরিণত করার জন্য ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ, ৫০ হার্জ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার প্রভৃতির নকশা নির্মাণ, অঙ্কন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সুচনার কাজ এবং (খ) পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে কেপিএ ওয়ার্কশপের বিভিন্ন শপে ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ/টি-কার-এর পিওএইচ ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ, ৫০ হার্জ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার প্রভৃতির নকশা নির্মাণ, অঙ্কন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য : ৩,৭৯,১১,৮২১.৬০ টাকা। বায়না অর্থ : ৩,৩৯,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথি মূল্য : শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : ০৯ (নয়) মাস। বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় : ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সর্বদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-81/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন। @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অঙ্গনওয়াড়িতে নেই ছাউনি, বিদ্যুৎ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৬ ডিসেম্বর : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অর্ধেক অংশে ছাউনি নেই। এতে পড়াশোনা চালাতে খুবই সমস্যা হয়। বৃষ্টি এলে মিড-ডে মিলের চাল, ডাল এবং অন্যান্য সামগ্রী ভিজে যায়। নেই পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাও। শৌচাগারের অবস্থাও শোচনীয়। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে পাঁচানিপাড়া ১৬১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে গেলে এরকমই ছবি চোখে পড়বে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে বেশ কয়েকবার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সংস্কারের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবার তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে তুফানগঞ্জ-২ এর বিডিও দালাকি লামা আশ্বাস দিয়েছেন।

ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচানিপাড়ার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বাম আমলে তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুর সংখ্যা ১১০। এদের মধ্যে ছয় মাস থেকে তিন বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা ৭৫। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ৩৫টি শিশু রয়েছে। রয়েছেন চারজন প্রসূতিও।

এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও গত পাঁচ বছরে প্রশাসন কেন্দ্রটির সংস্কারের বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রখর রোদে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বসে থাকতে শিশুদের কষ্ট হয়। বৃষ্টি হলে সেখানে জল জমে যায়। কর্মীদের কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হয়। এই কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। শৌচাগার থাকলেও দরজা না থাকার জন্য শৌচকর্ম করতে কর্মীদের পাশে একজনের বাড়িতে যেতে হয়। নলকূপ না থাকায় জলের জন্যও পাশের বাড়ির ওপর ভরসা করতে হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী মুর্শিদা বিবি বললেন, 'বছর পাঁচেক আগে ঝড়ে টিনের ছাউনির অর্ধেক অংশ উড়ে গিয়েছিল। ঘরের বারান্দা তারও অনেক আগে ভেঙেচুরে যায়। এখন বৃষ্টি হলেই ঘরে জল জমে। চড়া রোদে শিশুদের পড়ানো সম্ভব হয় না। পানীয় জল, শৌচাগার সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ করলে ভালো হয় বলে জানালেন তিনি। বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। তার ওপর পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ভোগান্তির সীমা থাকে না। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, 'সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ঝড়ে উড়ে গিয়েছে ১৬১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চাল।

কালভার্টের কাজ শুরু

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : এলাকাবাসীদের আন্দোলনের ফলে অবশেষে কালভার্ট তৈরির কাজে হাত দিল পঞ্চায়েত। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শুটিং ক্যাম্প বাজার থেকে খাগড়িবাড়ি যাওয়ার রাস্তার কালভার্টটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। আর তার জেরে সমস্যায় পড়তে হত খাগড়িবাড়ির বাসিন্দাদের। এলাকাবাসী স্বদেশ পুরকায়স্থ জানালেন, এই রাস্তা দিয়ে খাগড়িবাড়ি, রসমতি, ছাট সিঙ্গিমারি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু কালভার্টের এমন অবস্থা থাকায় এখন শুধু বাইক, সাইকেল নিয়ে মানুষের জমির ওপর দিয়ে চলাচল করতে হয়। বড় গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করতে হলে ছয় থেকে সাত কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

বছরখানেক আগে পঞ্চায়েতের তরফে কালভার্টটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বালি-পাথর সহ বিভিন্ন সামগ্রীও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও কাজ শুরু না হওয়ায় এর আগে অনেকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এবিষয়ে প্রধান নাসিরুদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হওয়ায় তা করা যায়নি। এরপর বর্ষা চলে আসায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।'

বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি জীবন দাস বলেন, 'এই রাস্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কালভার্ট বেহাল থাকায় সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। তবে কাজ শুরু হলেও কবে শেষ হবে তার ঠিক নেই।' বাসিন্দা বিপিন বর্মন জানালেন, গত এক বছর ধরে এই কালভার্ট ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। কালভার্টের পাশের জমি দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়ে চলাচল করতে হয়। অবশেষে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নতুন করে কালভার্ট তৈরি শুরু করেছেন। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কালভার্টটি মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জওয়ানের মৃত্যু

নয়ারহাট, ২৬ ডিসেম্বর : এক বিএসএফ জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে তিনি আত্মঘাতী হন বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চেনাকাটা ক্যাম্পে ঘটনাটি ঘটে। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ প্রথমে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়।

ধারা রাম (৪৭) নামে ওই বিএসএফ জওয়ান রাজস্থানের নাগাউর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তবে কী কারণে তিনি চরম পদক্ষেপ করলেন তা জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর ১৫৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ওই জওয়ানের মৃতদেহ বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘরের টাকা ঢোকার খবরে ব্যাংকে গ্রাহকরা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : তখন সকাল ১১টা। বাড়ির সমস্ত কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে খাগড়াবাড়ির একটি ব্যাংকে আসেন রাজারহাটের সাবিনা ইয়াসমিন। ব্যাংকের এক কর্মীর কাছে পাসবইটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা, আমার পাসবইটা একটু চেক করে দেখুন তো ঘরের টাকা ঢুকল কি না।'

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ব্যাংকগুলিতে ওই আবেদন নিয়ে হাজির হচ্ছেন গ্রাহকরা। ভিড় বেড়েছে গ্রাহক সেবাকেন্দ্রগুলিতেও। অধিকাংশ গ্রাহকের একই আবেদন, 'দেখুন না ঘরের টাকাটা ঢুকল কি না!'

আবাস যোজনার সমীক্ষা শেষের পর এরকমই ছবি ধরা পড়ছে। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্ত বলেন, 'কোচবিহার জেলায় ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকতে শুরু করেছে।'

দীর্ঘদিন ধরে আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টানাপোড়েন চলেছে। শেষপর্যন্ত রাজ্যের তরফে ঘোষণা করা হয় ওই প্রকল্পের টাকা রাজ্যই দেবে। সেই হিসেবে ২৪ নভেম্বর থেকে কোচবিহার জেলায় সমীক্ষার কাজ শুরু হয়।

সমীক্ষা শেষে বহু নামই মূল তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অনেক যোগ্য উপভোক্তার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ায় আবার জেলাজুড়ে কখনও বিক্ষোভ, পথ অবরোধ আবার কখনও সরকারি আধিকারিকদের হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে।

সব পরিস্থিতি কাটিয়ে অবশেষে গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, তিনটি কিস্তিতে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।

প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার, পরের দুই কিস্তিতে ৪০ ও ২০ হাজার টাকা পাবেন গ্রাহকরা।

> আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। সেজন্য রাজ্য সরকারের তরফে মোবাইলে মেসেজও এসেছে। তাই এখানে এসেছি দেখতে যে টাকা ঢুকেছে কি না।
>
> **বীরেন্দ্র বর্মন**, পারডুবির গ্রাহক

গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষই মোবাইলে সড়োগড়ো নন।

তাই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকল নাকি না, তা জানার জন্য একমাত্র ভরসা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা বাড়ির কাছের সিএসপি (গ্রাহক সেবাকেন্দ্র)। তাই অনেকেই প্রায় প্রতিদিনই একবার করে ঢুঁ মারছেন সেখানে। ব্যাংকের পাসবই পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছেন টাকা ঢুকল কি না।

পারডুবির একটি সিএসপিতে আসা গ্রাহক বীরেন্দ্র বর্মন বলেন, 'আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। সেজন্য রাজ্য সরকারের তরফে মোবাইলে মেসেজও এসেছে। তাই এখানে এসেছি দেখতে যে টাকা ঢুকেছে কি না।'

আরেক গ্রাহক ভারতী বর্মন বলেন, 'সব জায়গাতেই শুনছি ঘরের টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে। প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকেছে কি না সেটাই দেখতে এসেছিলাম।'

সিএসপিতে আবাস যোজনার উপভোক্তারা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা মনজিত প্রামানিক - কে 26.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 52C 87977 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর আমি এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছিলাম যা আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছিলাম। এটি আমার জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রিপোর্ট জমা বিশবাঁও জলে

এমজেএন মেডিকেলে হুমকি, মারধরের তদন্তে কমিটি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : পেরিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস। আসছে একের পর এক হুমকি। ঘটছে মারধরের ঘটনাও। কিন্তু তদন্তই শেষ করতে পারছে না এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 'থ্রেট কালচার' বিষয়ক তদন্তকারী কমিটি। তাহলে কী সর্ষের মধ্যেই ভূত? মেডিকেলের অন্দরে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

থ্রেট কালচারের অভিযোগগুলির তদন্তে গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম পাঁচ সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সেই কমিটি আজ আবধি রিপোর্ট জমা করতে পারেনি। এরই মধ্যে গত ১৯ ডিসেম্বর রাতে হস্টেলের ভিতরেই এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ ওঠে কিছু ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে। পরদিনই নয় সদস্যের আরও এক তদন্তকারী কমিটি তৈরি করা হয়। তাঁদেরও সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওই কমিটি তদন্তের জন্য বাড়তি সময় চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে চিঠি জমা করে। আরজি করের ঘটনার পর এমজেএন মেডিকেলে 'থ্রেট কালচার' কিছুটা বন্ধ হলেও সম্প্রতি ফের তা সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে তদন্তকারী কমিটির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ছবি : জয়দেব দাস

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল অবশ্য বলেছেন, 'হস্টেলে পড়ুয়াকে মারধরের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ করছে। তারা আমাকে চিঠি দিয়ে আরও কিছুটা সময় চেয়েছে। আগের তৈরি কমিটি অবশ্য এখনও চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি।'

উত্তরবঙ্গ লবির 'থ্রেট গ্যাং' এমজেএন মেডিকেলে ফের সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ। থ্রেট কালচার প্রকাশ্যে আসার আগে এই গ্যাংই হস্টেলে কে কোথায় থাকবে, কে কোন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বা নেবেন না, কে কোথায় যাবে, সবই তারা ঠিক করত। তাদের কথা না শুনলে পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার হুমকিও আসত। অধ্যাপকদের অনেকেই বলছেন, থ্রেট গ্যাংয়ের হাত এতটাই লম্বা ছিল যে, বিশেষ কিছু পড়ুয়ার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে ফোন আসত। মেডিকেলের প্রতিটি ক্লাস থেকে কিছু প্রতিনিধি ছিলেন। সেই 'ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর)'-রা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিত্ব করতেন। অভিযোগ, সেই সিআর-দের একাংশই থ্রেট কালচারে যুক্ত। থ্রেট কালচার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠলেও এখন পর্যন্ত কোনও অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। মেডিকেলের কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে তদন্তকারীরা দ্রুত তদন্ত শেষ করুক, এখন পড়ুয়া মহল থেকে সেই দাবি উঠেছে।

'থ্রেট' চলছেই

- হুমকির অভিযোগের তদন্তে ২৫ সেপ্টেম্বর পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন হয়
- তিন মাস পেরিয়ে গেলেও জমা পড়েনি রিপোর্ট
- এরই মধ্যে ১৯ ডিসেম্বর হস্টেলে এক পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ ওঠে কিছু ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে
- সেই তদন্ত কমিটিও বাড়তি সময় দাবি করেছে

ধরলা নদীর ভাঙন প্রতিরোধে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ। মাথাভাঙ্গার নেন্দারপাড় গ্রামে। - সংবাদচিত্র

গতবারের মতো এবারও সাফল্য

ভাঙন রোধে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গায় ধরলা নদীর ভাঙন রোধে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ ব্যবহার করছে সেচ দপ্তর। গত বছরও ধরলা নদীতে এমন ব্যাগে মাটি ভরে ভাঙন প্রতিরোধে সাফল্য পেয়েছিল সেচ দপ্তর। সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের পাশে নেন্দারপাড় গ্রামে ধরলা নদীর ১১০ মিটার এলাকার ভাঙন প্রতিরোধে ওই প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হয়েছে। সাদা জিও সিন্থেটিক ব্যাগে মাটি ভরে ধাপে ধাপে বসিয়ে সেচ দপ্তর জোরকদমে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করছে।

দপ্তরের মাথাভাঙ্গার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ জানান, জরুরিভিত্তিতে নদীভাঙন রোধে কম খরচে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ অত্যন্ত কার্যকর। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম শিলিগুড়ির দাগাপুরে পঞ্চনইয়ের নদীভাঙন রোধে জিও সিন্থেটিক ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়েছিল এবং সাফল্যও মিলেছিল।

যদিও নেন্দারপাড় গ্রামে ধরলা নদীর ভাঙন রোধে বোল্ডারের বদলে জিও সিন্থেটিক ব্যাগের ব্যবহারে খুশি নন এলাকাবাসী। নেন্দারপাড়ের বাসিন্দা ক্ষীরোদ বর্মন, বিজয় বর্মন, বাচ্চানি বর্মনদের অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে ধরলার ভাঙনে প্রচুর কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়েছে। তাঁদের দাবি, ভাঙন রোধে বোল্ডার দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানো হোক। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, সাদা ব্যাগে মাটি ভরে থরে থরে সাজিয়ে সেগুলি নদী পাড়ে বসিয়ে ভাঙন মেরামত করা হচ্ছে। বর্ষায় নদীর স্রোতে এসব ভেসে গিয়ে নতুন করে ভাঙন শুরু হবে বলে তাঁদের আশঙ্কা। গত বছর ভাঙন রোধে ওই ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবুও বেশকিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে।

সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ বলেন, 'নদীভাঙন প্রতিরোধে বোল্ডার দিয়ে পার বাঁধাইয়ের অনেক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। তহবিল এলে কাজ শুরু হবে। বোল্ডার দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধ যে অনেক বেশি কার্যকর, এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে জরুরিভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধে এফডিআর ফান্ড থেকে জিও সিন্থেটিক ব্যাগ দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধ করা হচ্ছে। নেন্দার পাড়ে ১১০ মিটার ভাঙন মেরামতের কাজ শেষ হলে ওখানে আরও ১২০ মিটার এলাকায় জিও সিন্থেটিক ব্যাগের মাধ্যমে ভাঙন রোধের কাজ শুরু হবে।' ফলে ভাঙনে দুশ্চিন্তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবেন স্থানীয়রা বলে মনে করছেন তিনি।

নায়েব আলি টেপুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল প্রবাদপ্রতিম ভাওয়াইয়াশিল্পী নায়েব আলি টেপুর ১১৫তম জন্মজয়ন্তী। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জের চৌকুশি বলরামপুর গ্রামে শিল্পীর জন্মভিটায় এদিন শ্রদ্ধা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ। উদ্যোক্তা নায়েব আলি টেপু স্মরণ সমিতি। এদিন ভাওয়াইয়া সংগীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

আগামী ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর বলরামপুরে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে দু'দিনের ভাওয়াইয়া গানের আসর। সেখানে অসম ও উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পীরা উপস্থিত থাকবেন। স্মরণ কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এবছরও শ্রদ্ধার সঙ্গে নায়েব আলি টেপুর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। তাঁর লেখা একাধিক গান শোনান উপস্থিত শিল্পীরা।' এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'প্রতি বছর এই প্রবাদপ্রতিম ভাওয়াইয়াশিল্পীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এবছরও জন্মভিটায় শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।'

১৩১৬ বঙ্গাব্দে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার চৌকুশি বলরামপুরে জন্ম হয়েছিল শিল্পীর। তিনি মোট ২৭টি ভাওয়াইয়া গান তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেছিলেন। প্রথম রেকর্ড ছিল 'আঙ্গিনা সামটোঙ খুড়ুত খুড়ুত।' তাঁর বিখ্যাত গানগুলির অন্যতম 'দিনের শোভা সুরজ রে ভাই, আইতের শোভা চান।'

টুকরো খবর

হঠাৎ আগুন

হলদিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : বাড়ির ভিতরে রাখা পাটকাঠির স্তূপে আগুন লাগল। বৃহস্পতিবার এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সরকারপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকার বাসিন্দা আকবর আলির উঠোনে থাকা পাটকাঠির স্তূপে আগুন লাগে। খবর যায় হলদিবাড়ি দমকলে। তবে দমকলকর্মীরা আসার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। রক্ষা পায় আকবর সহ লাগোয়া বেশকিছু বাড়ি।

দুর্ঘটনায় জখম

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোঁচাবাড়ির তরুণ রথীন বর্মন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে সাহেবগঞ্জ-খোঁচাবাড়ি রোডে। বাইকে সাহেবগঞ্জ থেকে খোঁচাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। সেসময় অতর্কিতে একটি কুকুর সামনে এসে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রাই উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করান।

গাঁজা গাছ নষ্ট

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় গাঁজা গাছ কেটে ফেলল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা গাঁজা নিধন অভিযানে ২০ বিঘারও বেশি জমির গাছ কেটে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ। লাগাতার এই ধরনের কর্মসূচি চলবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চুরিতে ধৃত ৪

মেখলিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ধাপড়া বাজারের এক দোকান থেকে বাচ্চাদের খেলনা সহ পুরোনো টিন চুরির অভিযোগ ওঠে। বুধবার সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে কুচলিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করে

বাঁশ কাটা নিয়ে কাকা-ভাইপোর বিবাদে জখম ৩

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৬ ডিসেম্বর : জমি নিয়ে কাকা-ভাইপোর বিবাদ চলছিল। তার মধ্যে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে উভয় পরিবারে তুমুল গণ্ডগোল বাধে। লাঠিসোঁটা নিয়ে একে অন্যকে মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় উভয়পক্ষের তিনজন মাথা ফেটে জখম হন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশরাজা গ্রামে।

এই ঘটনার জেরে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই পরিবার থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ জানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁশরাজা গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ দাস ও ভাইপো শান্তিরাম দাসের মধ্যে জমির সীমানা নিয়ে অনেকদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এজন্য মাসছয়েক আগে তুফানগঞ্জ শহরে অন্য বাড়িতে থাকতেন শান্তিরাম।

পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার বিতর্কিত জমির বাঁশ কেটে এক পাইকারের কাছে বিক্রি করে দেন শান্তিরাম। সেই বাঁশ বিক্রিতে বাধা দেন আনন্দ। এনিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। ঘটনাস্থলে আসেন দুই পরিবারের লোকজন। নিমিষেই সেই বচসা হাতাহাতিতে গড়ায়। গণ্ডগোলে মাথা ফাটে আনন্দ, শান্তিরাম সহ আরেক ভাইপো স্বপন দাসের। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তাঁরাই প্রথম আহতদের উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আনন্দ দাস। বৃহস্পতিবার।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আনন্দ বলেন, 'আমার জমির বাঁশ বিক্রি করছিল শান্তিরাম। প্রতিবাদ করায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'

অভিযোগ অস্বীকার করেন শান্তিরামের ছেলে শুভম দাস। তিনি বলেন, 'আমাদের জমিতেই বাঁশ কাটা চলছিল। সেই সময় বাবার ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমি আর মা বাবাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে আমাদেরও মারধর করা হয়। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

ফের ছাই খড়ের গাদা।। কয়েক মাসের মধ্যে একই জায়গায় একাধিকবার আগুন লাগার ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ ছড়িয়েছে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গি এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মোস্তফা আলির খড়ের গাদায় আগুন লাগে। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও হলদিবাড়ি পুলিশ। খবর চাউর হতেই সেখানে ভিড় করেন গ্রামবাসী।

দমকলকর্মীদের দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মহম্মদের কথায়, 'গবাদিপশুর জন্য মজুত রাখা সাত থেকে আট বিঘা জমির ধানের খড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।' তবে অদ্ভুতভাবে এবারও আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। মাস চারেক আগে সেখানে খড়ের গাদায় আগুন লেগে সমস্ত ছাই হয়ে যায়। সেই আগুন লাগার কারণ নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি। গৃহকর্ত্রী রেজিয়া খাতুনের অভিযোগ, 'কেউ হয়তো হিংসা থেকে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটাচ্ছে। না হলে বারবার কেন একই জায়গায় আগুন লাগবে?' হলদিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কর্মীসভা

দিনহাটা ও ফুলবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বুথভিত্তিক কর্মীসভা করল তৃণমূল। সভায় দলের বামনহাট-১ অঞ্চল কমিটির সভাপতি তাপস বসু, বর্ষীয়ান নেতা সুধীরচন্দ্র বর্মন উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন খামতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই সভা করা হয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির ৫ নম্বর বাজারের দলীয় কার্যালয়েও এদিন তৃণমূল কর্মীসভা করে। সভায় বাংলার আবাস যোজনা নিয়ে কথা হয় বলে খোকন জানান।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পুণ্ডিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বরচক্রের কার্জিপাড়া গার্লস এপি স্কুলের বৃহস্পতিবার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উদ্বোধন করেন আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অন্নচন্দ্র রায়। প্রধান শিক্ষক কুন্তল চাকি জানান, ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগাসন ইত্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের মিড-ডে মিলের মেনু বদলে পরিবেশিত হয় ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, চাটনি ও মিষ্টি। অনুষ্ঠান ঘিরে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

অভিযান

মাদারিহাট, ২৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মাদারিহাট হাইস্কুল সংলগ্ন খাওয়ার দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়। তামাকজাত পণ্য বিক্রি বন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন খাওয়ারের মান যাচাই করেন তাঁরা। জেলা টোব্যাকো সোশ্যাল ওয়ার্কার সঞ্জীবকুমার সরকার বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ২০টি দোকানে অভিযান চালিয়েছে।W'

জেলার খেলা

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সাগ্নিক কর।

চ্যাম্পিয়ন নাট্য

ট্রফি নিয়ে উল্লাস নাট্য সংঘের। ছবি : জয়দেব দাস।

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : দেওচড়াই ইউনিট ক্লাবের নৈশ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহারের নাট্য সংঘ। বুধবার রাতে তারা ফাইনালে ২৫-২০, ২৫-২১ পয়েন্টে বলরামপুর সিক্সকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে বলরামপুর ২-০ সেটে জোড়াই মোড় সুপার সিক্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নাট্য একই ব্যবধানে দিনহাটা সুপার সিক্সকে হারিয়েছে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা নাট্যর শাহিদ আলম।

সাগ্নিকের ৫২

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড ক্লাব ১৬ রানে মাড়োয়ারি যুব মঞ্চকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ইউনাইটেড ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সাগ্নিক কর ৫২ রান করেন। নিলয় বর্মন ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে যুব মঞ্চ ৯ উইকেটে ১৫১ রানে আটকে যায়। কুমার সঞ্জীব নারায়ণ ৩৪ রান করেন। সাগর কার্জি ৩৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শুক্রবার খেলবে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ও বোঞ্জের ক্লাব।

কাবাডি, উশু, যোগাসন

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : বিএসএফ-এর গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের উদ্যোগে আন্তঃফ্রন্টিয়ার কাবাডি, উশু ও যোগাসন প্রতিযোগিতা বৃহস্পতিবার শুরু হল। চারদিন ধরে বিএসএফ-এর রূপনগর, গোপালপুর ও তল্লিগুড়ি ক্যাম্পে প্রতিযোগিতা হবে। বৃহস্পতিবার রূপনগর ক্যাম্পে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) রাজীব সিনহা। দেশের ১১টি ফ্রন্টিয়ারের ৫৪৭ প্রতিযোগী এখানে অংশ নেবেন।

অনুপমের ৪৩

জামালদহ, ২৬ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০২০-'২১ ব্যাচ ২০০০-'০৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ৪৩ রান করেন ম্যাচের সেরা ২০২০-'২১ ব্যাচের অনুপম অধিকারী। ২০১৭-'১৯ মাধ্যমিক ব্যাচ ২০১১-'১৩ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১১-'১৩ ব্যাচ ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। জবাবে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৮ ওভারে ৮৭ রান তুলে নেয়। ৩ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা কল্লোল। ২০১৪-'১৬ মাধ্যমিক ব্যাচ ৫০ রানে ১৯৫২-'৯৯ মাধ্যমিক ব্যাচকে হারিয়েছে। ৪৭ রান করেন ম্যাচের সেরা শাশ্বত মিত্র।

রূপমের ৫ শিকার

নিশিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০১৭ ব্যাচ ৮ রানে ২০১৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৭ ব্যাচ ৮ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। জবাবে ২০১৯ ব্যাচ ৬ উইকেটে ১৩০ রানে আটকে যায়। ২৩ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন ম্যাচের সেরা রূপম বল। ২০১৩ ব্যাচ ৭১ রানে ২০১৬ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১৩ ব্যাচ ৩ উইকেটে ১৫৯ রান তোলে। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৮.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৮ রানে আটকে যায়। ২০২১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৫ ব্যাচ ৬ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। জবাবে ২০২১ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। ৫৯ রান করেন ম্যাচের সেরা দিবাকর দেবকুমার।

বিনোদের দাপট

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ৩৪ রানে এনআইআই শিলিগুড়িকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে কল্যাণ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সৈকত সূত্রধর ৫৬ রান করেন। সায়ন মণ্ডল ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এনআইআই ১৮.৩ ওভারে ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায়। বসন্ত ছেত্রী ৩৪ রান করেন। বিনোদ সিং ৩১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শুক্রবার খেলবে স্বাধীন ক্লাব ও শান্তিকুটির ক্লাব।

রূপমের ৫২ রান

নিশিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০০৪ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২০০২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০২ ব্যাচ ৪ উইকেটে ৬৪ রান তোলে। জবাবে ২০০৪ ব্যাচ ৬.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৬৫ রান তুলে নেয়। পরের ম্যাচে ২০১০ ব্যাচ ৬ রানে ২০১৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১০ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১১২ রানে আটকে যায়। ৫২ রান করেন ম্যাচের সেরা রূপম বর্মন। ২০১৫ ব্যাচ ৩ উইকেটে ২০১২ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১২ প্রথমে ৪ উইকেটে ৯৯ রান তোলে। জবাবে ২০১৫ ব্যাচ ৮.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১০০ রান তুলে নেয়।

রামকৃষ্ণের ক্রিকেট শুরু

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শীতলকুচি জুনিয়ার একাদশ ১০ রানে আয়োজকদের হারিয়েছে। টসে হেরে জুনিয়ার ২০ ওভারে ১৬৭ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা বিল্লু ৫৬ রান করেন। মহেন্দ্র বর্মন ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রামকৃষ্ণ ১৯.৫ ওভারে ১৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৪১ রান করেন উত্তম দত্ত। তন্ময় ধর ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শুক্রবার খেলবে মাথাভাঙ্গা নবজীবন সংঘ ও শীতলকুচি একাদশ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

৭ উইকেট ম্যাচ সেরা রানার

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ১৭৯ রানে বক্সিরহাট ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে মাস্টার্স ৩৪.৩ ওভারে ২১৫ রান তোলে। ৩২ করেন পঙ্কজ দাস। জবাবে বক্সিরহাট ১৪.৪ ওভারে ৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। ৭ উইকেট পেয়েছেন ম্যাচের সেরা রানা দাস।

জমিজটে আটকে স্বাস্থ্য পরিষেবা

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোগত সমস্যা বিশেষ নেই। স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার ঘরও পর্যাপ্ত। খামতি নেই পানীয় জল এবং শৌচাগারের বন্দোবস্তেও। তারপরও সেখান থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পিকনিধারার বাসিন্দারা। বঞ্চিত সাবেক ছিটমহল করলাও। বাধ্য হয়ে পরিষেবা পেতে স্থানীয়দের ছুটতে হচ্ছে ২-৩ কিমি দূরে নয়ারহাটে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের অস্থায়ী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এদিকে, পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন।

পরিকাঠামোয় কোনও ত্রুটি না থাকলে পরিষেবা মেলে না কেন? এই অদ্ভুত পরিস্থিতির নেপথ্যে জমিজট। দিনহাটা-২ বিএমওএইচ কেশবচন্দ্র রায় বলেন, 'পুরো বিষয়টি বিডিও, বিএলএলআরও সহ প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়েছে। একাধিকবার জট কাটানোর চেষ্টা হলেও সাফল্য আসেনি।' স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন অবশ্য সমস্যা মেটার আশ্বাস দিলেন।

২০০৬-২০০৭ সালে পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়ার শর্তে জমিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরির অনুমতি দেয় পিকনিধারার ওই পরিবারটি। দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সীমান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থে ভবন তৈরি করে পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়। পিকনিধারার তিনটি, করলার ছয়টি মৌজার প্রায় ১০ হাজার মানুষ এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিষেবা পাচ্ছিলেন। সেখানে চিকিৎসা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন তিনজন এএনএম এবং সাতজন আশাকর্মী। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও চাকরি না পাওয়ায় দুই বছর আগে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মীদের ঢুকতে না দিয়ে তালা ঝোলান জমিদাতারা। পরবর্তীতে দু'পক্ষের আলোচনা হলেও জটিলতা কাটেনি। বিপাকে পড়েন এলাকার মানুষগুলো। সাবেক ছিট করলার আলিমা পারভিনের কথায়, 'জমি নিয়ে ঝগড়ায় সেই যে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটা বন্ধ হল, আর খুলল না।'

বন্ধ পিকনিধারার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

কেন বন্ধ

- পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়ার শর্তে এক স্থানীয়র জমিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরির অনুমতি
- দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির বরাদ্দ অর্থে ভবন তৈরি করে পরিষেবা শুরু
- এত বছরেও প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় বছরদুয়েক আগে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা

পরিষেবা দিতে তাই সমস্ত পরিকাঠামো গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের একটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন দুপুরে সেখানেই গিয়েছিলেন আবদুল মিয়াঁ।

বৃদ্ধের গলায় আক্ষেপের সুর, 'বাড়ির পাশে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। দু'পা ফেলতে মিলত সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা। এখন টোটো করে আসতে হয়।'

পিকনিধারায় যেতে নজরে এল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালাবন্ধ ভবনটি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় দেওয়ালের রং চটে গিয়েছে এবং চত্বরেও আগাছা জন্মেছে। এলাকায় যেতেই সরে পড়লেন জমিদাতার পরিবার। মুখে কুলুপ পড়শিদেরও। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ভুঁইয়া পরিবারের বাড়িতেই ছিল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরিবারের সদস্যের চাকরি না হওয়ায় তালা পড়ে সেখানে। সমস্যার কথা স্বীকার করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা আফরুজা বিবির মন্তব্য, 'উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সরানোয় অনেক মানুষ বিপাকে পড়েছেন। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে জমির দান সংক্রান্ত নথি থাকতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তর সেসব খতিয়ে দেখুক।'

রক্ষাকবচে 'না'

পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে নিম্ন আদালতের পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকেও রক্ষাকবচ পেলেন না চিকিৎসক।

রাস্তা বন্ধ

২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে যশোর রোড। কাজিপাড়ায় নতুন রেললাইন পাতার জন্যই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ট্রাফিক পুলিশের।

মৃতদেহ উদ্ধার

নন্দীগ্রামে দোকানের ভিতর থেকে তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃত পরিচারিকা

কলকাতায় গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া গয়না পাওয়া গেল ক্যানিংয়ে। চুরি করে পুকুরপাড়ে পুঁতে রেখেছিলেন পরিচারিকা। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

আরজি কর কাণ্ডের রিপোর্টে নয়া মোড়

নির্যাতন একজনেও সম্ভব, দাবি বিশেষজ্ঞদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আঘাতের চিহ্নগুলি বিশ্লেষণ করে তা একজনের পক্ষেও সম্ভব বলে রিপোর্টে উল্লেখ করল দিল্লির বিশেষজ্ঞ দল। আরজি করের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই সুরতহাল রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ভিডিওগ্রাফি, অকুস্থল সহ একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই বিষয়গুলি থেকে সংশয় দূর করতে দিল্লি এইমসের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আদর্শ কুমারের নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের কাছে ৯টি প্রশ্ন রাখে সিবিআই। এই বিশেষজ্ঞ দল 'মাল্টি ইনস্টিটিউশনাল মেডিকেল বোর্ড' ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সহ অন্যান্য রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট পাঠায়। সেই রিপোর্টে বেশকিছু বিষয় স্পষ্ট করেছেন বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা। তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্যাতিতার মুখে, ঘাড়ে এবং যোনিতে যে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তা একজনের পক্ষে করা সম্ভব। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তাঁরা।

সিবিআইয়ের তরফে ৯টি প্রশ্নের জবাব অন্তর্বর্তী রিপোর্টে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তাঁরা একমত হয়েছেন যে, নির্যাতিতাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তাঁদের ধারণা নির্যাতিতার মৃত্যু হয়েছে ৯ অগাস্ট রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে। ময়নাতদন্ত ৬.১০ মিনিটে শুরু হয়, ৭.১০ মিনিট পর্যন্ত চলে। ময়নাতদন্তের সময় দেহের বেশকিছু অংশে পচন ধরেছিল। তরুণীকে ধর্ষণের একাধিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। নির্যাতিতার হাইমেনের ডানপাশে যোনিতে ক্ষতচিহ্ন ছিল। হাইমেন থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর থুতনিতে এবং গলার ওপর কামড়ের ক্ষত ছিল। তাঁর শরীরের সমস্ত আঘাতের চিহ্ন মৃত্যুর আগেই করা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শ্বাসরোধের ফলে তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। নাকের কাছে চশমা ভেঙে যাওয়ার কারণে আঘাত হতে পারে।

এমনকি যোনিতে যে আঘাত তা বলপ্রয়োগের ফলে হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মত, যোনিতে জোর করে পুরুষাঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও অঙ্গ বা ভোঁতা কোনও বস্তু প্রবেশ করানো হতে পারে। তাঁর যোনিতে বীর্য পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর যোনি থেকে সংগ্রহ করা নমুনায় বীর্য না থাকার একাধিক কারণও থাকতে পারে। নির্যাতিতার দাঁতে ব্রেস থাকার কারণে মুখের ভিতরে ও ঠোঁটে আঘাত বেশি হয়েছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তীব্র প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন নির্যাতিতা। অভিযুক্তের দেহে প্রতিরোধের ফলে আঘাত রয়েছে। ময়নাতদন্তের সময়ও কিছু নিয়ম মানা হয়নি বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের দাবি, ময়নাতদন্ত চলাকালীন সেখানে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে ভিডিও রেকর্ড করেছেন ও ছবি তুলেছেন, যা করা যায় না। ১১ সদস্যের এই বিশেষজ্ঞ দল চারবার বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠক করেছে। তারপর সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়।

সিবিআই তদন্তের একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে অতিরিক্ত হলফনামা কলকাতা হাইকোর্টে দিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। তাতে বলা হয়েছে, ওইদিন ১০ নম্বর লিফটের নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। কারণ, ওই লিফট প্রথম তলা থেকে সাত তলা পর্যন্ত চলাচল করত। গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি ওয়ার্ডে ওইদিন যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকেও সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়নি। তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়নি। নেফ্রোলজি এবং সেমিনার হলের করিডর রাস্তার কাছাকাছি ছিল। চার্জশিটে বা কেস রেকর্ডে স্পেশাল ৩টি রুম বন্ধের কারণ এবং সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসগুলির উল্লেখ করা হয়নি। সমগ্র বিল্ডিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে কোনও তদন্ত হয়নি। এক ডাক্তারের পরস্পর বিরোধী বয়ান নিয়েও কোনও পদক্ষেপ করেনি সিবিআই।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় ভিড়। বৃহস্পতিবার তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সব জেলায় শপিং মল, দাবি মমতার

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : 'শুধু কলকাতাতেই বড় বড় শপিং মল তৈরি হয়েছে। কই জেলাগুলিতে তো হয়নি। কলকাতায় যাঁরা বড় বড় শপিং মল করেছেন, আমি তাঁদের বলব, জেলাতেও শপিং মল করুন। ওখানকার লোকও চায় এসব।' বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে শপিং মলে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, আগামী এক বছরে প্রতিটি জেলায় শপিং মল তৈরি হবে ও সেখানে সাধারণ মানুষ কাজে যোগ দেবে। শপিং মল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা শপিং মল তৈরি করলে অনেক তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়। আপনাদেরও লাভ হয়। কেন করছেন না?'

বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। চর্মশিল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের যে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে, সেকথাও তিনি জানিয়ে দেন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতায় এতগুলি শপিং মল রয়েছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা ভিড় করছেন, জেলা থেকেও অনেকেই কলকাতায় আসছেন। কিন্তু সবার তো সুযোগ হয় না। জেলাগুলিতে কেন শপিং মল হচ্ছে না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা জেলাতেও শপিং মল করুন। আমরা আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা করব।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাগুলিতে বড় বড় শপিং মল করার জন্য রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে টেন্ডার ডাকবে। রাজ্য সরকার চাইছে, ওই শপিং মলগুলিতে একদিকে বিনিয়োগ, অন্যদিকে কর্মসংস্থান। এর ফলে ইতিমধ্যেই কলকাতায় থাকা বড় শপিং মলের কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। বর্ধমান, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর শহরে শপিং মল খোলার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন ওই উদ্যোগপতিরা।

সদস্য করতে মোদি জ্যাকেট, নগদের প্রস্তাব

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যপূরণ করতে এবার মোদি জ্যাকেট আর নগদ টাকার অফার দিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। নিজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দানার প্রস্তাবের জেরে জেলা ও রাজ্য বিজেপিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। খবর প্রকাশ্যে আসতেই নীলাদ্রিকে কার্যত ভর্ৎসনা করে দল জানিয়ে দিয়েছে, এটা বিধায়কেরই বিচ্যুতি। তাঁর এই কাজকে সমর্থন করে না দল। এদিকে, নীলাদ্রির পোস্টকে কার্যত লুফে নিয়ে বিজেপির সদস্যতা অভিযানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

সদস্যতা অভিযানের লক্ষ্যপূরণে রাজ্যে বিজেপি অকৃতকার্য হয়েছে বলে আগেই মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে। এদিন, সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যপূরণে জ্যাকেট ও নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে নতুন বিতর্ক তৈরি করলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। নিজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নীলাদ্রি লিখেছেন, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলার যেসব বুথ ও মণ্ডল সভাপতি ১৫০ জন সদস্য করতে পারবেন তাঁদের মোদি জ্যাকেট, আর যাঁরা ৭৫ জন সদস্য করতে পারবেন তাঁদের নগদ ১০০ টাকা দেওয়া হবে। দানার এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই তা নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায় জেলায়। সদস্য করতে এভাবে নগদ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মধ্যে পড়েন বিধায়ক।

তবে, মুখে চাপের বিষয়টি মানতে চাননি দানা। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এদিন দানা বলেন, 'বলেছি তো কী হয়েছে? কর্মীদের উৎসাহিত করা কি অন্যায়?' কিন্তু দলেরই একাংশের প্রশ্ন, উৎসাহের নামে তাই বলে নগদ টাকার প্রলোভন? যদিও, একে আদৌ প্রলোভন বলেই মানতে চান না নীলাদ্রি। তাঁর দাবি, এটা কোনও প্রলোভন নয়। উলটে অযথা বিতর্ক তৈরি করার জন্য সংবাদমাধ্যমকেই দুষেছেন তিনি।

জেলা বিজেপি সভাপতি বলেন, 'সদস্য সংগ্রহে কর্মীদের উৎসাহ দিতে যাঁরা ভালো কাজ করছেন, তাঁদের সংবর্ধিত করা যেতেই পারে। কিন্তু কে কীভাবে উৎসাহিত করবেন, সেটা একান্তই বিধায়ক বা নেতাদের বিষয়। দল কোনওভাবেই কোনও নগদ দেওয়াকে সমর্থন করবে না।'

বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়কের কাজকে যে মোটেই ভালো চোখে দেখছে না দল, এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু

অর্পিতার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন পার্থ

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হতেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছে ইডি। পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ৫০ কোটি টাকা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বলেই দাবি ইডি'র। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অর্পিতার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যবহার করতেন পার্থই। বৃহস্পতিবার থেকে নিম্ন আদালতে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় প্রথম রয়েছেন পার্থ। দ্বিতীয় অভিযুক্ত অর্পিতা। এই মামলায় মোট অভিযুক্ত রয়েছেন ৫৪ জন।

আদালতগুলিতে এখন শীতের ছুটি চলছে। কিন্তু চার্জ গঠনের জন্য বৃহস্পতিবার বিশেষ আদালত বসে ব্যাংকশালে। অভিযুক্তরা নিয়ম অনুযায়ী এদিন সশরীরে হাজিরা দেন। তারপরই কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে তা পড়ে শোনাতে থাকেন ইডি'র আইনজীবী। তখনই অভিযুক্তের তালিকায় থাকা পার্থর বিরুদ্ধে ইডি দাবি করে, এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড পার্থ। অর্পিতাকে সামনে রেখে আড়ালে দুর্নীতি চালাত পার্থ।

একাধিক ভুয়ো সংস্থা খুলে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেরায় অর্পিতা তা স্বীকার করেছেন বলে দাবি ইডি'র। পার্থ অন্যের নামে মোবাইলও ব্যবহার করতেন। তবে এদিন ইডি'র মামলা থেকে ছাড় চেয়ে আবেদন জানান পার্থ।

নিয়ম অনুযায়ী, যাঁরা মামলা থেকে ছাড় পাওয়ার আর্জি আগে জানান, তাঁদের চার্জ গঠনের শুনানি আগে হয়। এদিন পার্থ ছাড়াও বেশ কয়েকজন মামলা থেকে অব্যাহতি চান। মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, অয়ন শীল, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, সুশীল মোহতারাও অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়েও আদালতে ইডি'র দাবি, তাঁর সঙ্গে পার্থর লেনদেন হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে পার্থ ছাড়াও মানিক ভট্টাচার্য, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষের যোগ পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার ফের চার্জ গঠনের শুনানি রয়েছে। চার্জ গঠনের শুনানি শেষ হলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

গঙ্গাসাগরে নতুন ঘাট

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। মকরস্নানের পুণ্য অর্জনে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন ভক্তরা। কিন্তু এবছর গঙ্গাসাগরের মূল মেলা প্রাঙ্গণের বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। ফলে পুণ্যার্থীদের স্নানের ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা হবে। এজন্য সাগরের দুই ও তিন নম্বর তট বন্ধ রাখা হবে। এখানে স্নান করতে পারবেন না পুণ্যার্থীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেলা প্রাঙ্গণের খানিক দূরে এক নম্বর তটটিকেই সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

বিল বিতর্কে কাঞ্চনের পাশে দাঁড়ালেন কল্যাণ

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্না অবস্থানের সময়সীমা বাড়াতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। শুনানি চলাকালীন নাম না করে আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের সন্তান জন্মানোর সময় ডাক্তারদের ধার্য করা ফি-এর প্রসঙ্গও তোলেন তিনি।

২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থানে বসেন ডাক্তাররা। বৃহস্পতিবারই আদালত নির্ধারিত দিন পেরিয়েছে। তাই এদিন সকালে কলকাতা হাইকোর্টের শীতাবকাশকালীন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাক্তারদের সংগঠন। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামিম আহমেদ আদালতে জানান, ২৬ ডিসেম্বরের পরও ধর্না চালিয়ে যেতে চাইছেন ডাক্তাররা। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের থেকে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দিয়ে ওই এলাকা থেকে ধর্না অবস্থানের অস্থায়ী কাঠামো সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। ওই নির্দেশ খারিজের আবেদন করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ধর্না প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই ওই স্থানে আরও কিছুদিন ধর্না চালিয়ে যেতে চাইছেন ডাক্তাররা। তখনই আদালতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে ৬ পাতার হলফনামা দিয়ে জানানো হয়, ডাক্তারদের সংগঠন আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে। গার্ডরেল সরানো হয়েছে। আদালত নির্ধারিত জনসংখ্যার চেয়ে অধিক মানুষের ভিড় করানো হয়েছে। এরপরই কাঞ্চনের প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণ বলেন, 'ডাক্তাররা প্রসবের বিল ৬ লক্ষ টাকা ধার্য করছেন। ডাক্তারদের ফি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনই ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা উচিত।'

জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দের নাম না করে তিনি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমের কাছে ইমেজ তৈরির জন্য অনেকে এমনটা করছেন। আন্দোলন করবেন, আবার মডেলিং করবেন।' তাঁর আরও দাবি, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। সিবিআই তদন্ত করছে। তাই এভাবে কেউ হস্তক্ষেপের দাবি তুলতে পারে না। যদিও জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর ধর্নার অনুমতির দিন বাড়াল হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস নির্দেশ দিলেন, ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে ধর্না। তবে ১০০ জনকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ১১ ঘণ্টা ধর্না করতে হবে।

ভুয়ো পাসপোর্ট

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির জন্য প্যাকেজ সিস্টেমে কাজ চালাত অভিযুক্তরা। পাসপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় নথিপত্র বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিতে ৩ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্যাকেজ ছিল। ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডের তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট এবং গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে এমন বিস্ফোরক তথ্যই উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির জন্য একটি চক্র কাজ করত। একজনের মারফত আর এক হাত হয়ে মূলচক্রী বা দলের নেতার কাছে পৌঁছোতে হত। ওই দলের মাথা সমরেশ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

গেরুয়া শিবিরে চলছে দক্ষ সংগঠকের খোঁজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : দক্ষ সংগঠক হিসাবে সবাইকে নিয়ে চলতে পারবেন, এরাজ্যে দলের এমন রাজ্য সভাপতি বাছতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতে না পারলে দলের শক্তিক্ষয় রোধ করা যে আদৌ সম্ভব নয়, এটা তাঁরা বুঝছেন। নেতৃত্ব বদলের বিষয়টিও অনেকদিনই বকেয়া। হচ্ছে-হবে করেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বদল সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঝুলেই রয়েছে। সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গে দলের সভাপতি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে দল যে পশ্চিমবঙ্গে আগের মতো চলছে না বলে শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চিত। রাজ্য নেতাদের মধ্যে তেমন সমন্বয় নেই বললেই চলে। যে যার নিজের মতো চলছেন, এতেই ঘোর আপত্তি শীর্ষ নেতাদের।

দলের এই গোলমেলে অবস্থায় রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান মার খেয়েই চলেছে। ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের পর থেকে দলের বিপর্যয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সামাল দিতে রাজ্যে দুজন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেও লাভ কিছু হয়নি। শুধু দুর্নীতি, আরজি কর এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বঙ্গ বিজেপির দু'একজন শীর্ষ নেতার বিচ্ছিন্ন আন্দোলনও তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিশ্চিত ধারণা, বঙ্গ বিজেপির প্রকৃত নেতৃত্বহীনতাই দলকে দিন দিন রাজ্যে পিছিয়ে দিচ্ছে। যার একমাত্র দাওয়াই হতে পারে রাজ্য নেতৃত্বের

এগিয়ে দিলীপই

পরিবর্তন। সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলার মতো উপযুক্ত রাজ্য সভাপতির খোঁজে তাঁরা। দক্ষ সংগঠক হিসাবে ভরসা করা যায় এমন কাউকে দরকার। রাজ্যে পরিষদীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের ভরসা আদায় করে নিয়েছেন তিনি। তবে দলে শীর্ষস্থানীয়দের সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলার পরীক্ষায় এখনও পর্যন্ত 'পাশমার্ক' নেই তাঁর ঝুলিতে বলেই দিল্লিতে দলের অন্দরমহলের খবর। এক্ষেত্রে দলে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ। সরাসরি এই দুজনের মধ্যে লড়াই বোঝা না গেলেও তাঁদের দুজনের ভূমিকায় বিষয়টি মাঝেমধ্যেই স্পষ্ট হয়। দক্ষ সংগঠক হিসাবে দিলীপের ভূমিকা তাঁর পক্ষে 'প্লাস পয়েন্ট' হলেও সকলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াটা তাঁর বিশাল 'মাইনাস পয়েন্ট' বলেই মনে করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপিতে একজন দক্ষ সংগঠক সভাপতি হিসাবে দিলীপ অনেকটাই এগিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চোখে। দিলীপ, শুভেন্দু ছাড়াও রাজ্যে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর মতো দু'একজন শীর্ষ নেতাও বঙ্গ বিজেপির নয়া সভাপতির দৌড়ে আছেন। তবে তাঁদের পক্ষেও দলের নেতৃত্বের বিবিধ চাহিদায় খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। সেদিক থেকে দক্ষ সংগঠক হিসাবে দিলীপ তুলনায় কিছুটা এগিয়ে। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত। অতীতে রাজ্যে তাঁর সভাপতিত্বেই বিজেপি ২০১৮-র লোকসভা সহ অন্যান্য ভোটে ভালো ফল করেছে।

আগুন পোহানো নিয়ে সতর্কতা

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই চেতলার এক বস্তিতে আগুন ধরেছিল। গৃহহীন হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিরিক্ত ঠান্ডার জন্য আগুন পোহাতে গিয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগুন পোহাচ্ছেন পোহান। কিন্তু দেখুন তার জন্য যেন অন্যের ক্ষতি না হয়।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাঝেরহাট ব্রিজ করতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তাই সকলকে অনুরোধ করছি, দেখেশুনে আগুন পোহান।'

সন্দেশখালি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : বছরের শেষে ৩০ ডিসেম্বর 'সান্তাক্লজ'-এর ভূমিকায় সন্দেশখালিতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানকার সরকারি মঞ্চ থেকে স্থানীয় মানুষজনকে শীত বস্ত্র উপহার দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই কর্মসূচির কথা নিজেই জানিয়েছেন। ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেশখালির কর্মসূচির পর রাতে টাকিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে অতিথি নিবাসে থাকার কথা আছে তাঁর। ৩১ ডিসেম্বর টাকি ও বসিরহাট শহরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।

উষ্ণতম বড়দিন

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : গত দশ বছরের মধ্যে এবছর উষ্ণতম বড়দিন পালন করল কলকাতা। বুধবার কলকাতা শহরাঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে রীতিমতো গরম অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে ঢুকতে পারে আরও একটি ঝঞ্ঝা। ফলে তাপমাত্রা আরও বাড়বে।

কমেছে দূষণ

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা কি কমছে? 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (জিআরএপি)-র রিপোর্ট অন্তত তাই বলছে। গত পাঁচ বছরের তুলনায় কলকাতায় এবছর ডিসেম্বর মাসে বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে কম ছিল। ফলে মানুষ অনেক বেশি ভালোভাবে শ্বাস নিতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় বায়ুদূষণ পর্ষদের গত পাঁচ বছরের 'এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স'-এ দেখা যায়, এবছরের ডিসেম্বর মাসের বায়ুদূষণ সবচেয়ে কম।

বড়দিনের পরে কলকাতা ময়দানের হাল। বৃহস্পতিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

'আশঙ্কা কতদূর সত্য জানি না'

শুভেন্দুর ওপর হামলা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার আশঙ্কা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষ বলেন, 'এই আশঙ্কা কতদূর সত্য তা জানি না।' সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা শুভেন্দুর ওপর হামলার আশঙ্কা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে। তার জেরেই শুভেন্দুর নিরাপত্তা বাড়ায় কেন্দ্র। যেহেতু বিরোধী দলনেতা রাজ্য সরকারের সুরক্ষা নেন না, সেই কারণে বাড়ানো হয়েছে শুভেন্দুর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। তাঁর বাড়ির সামনেও মোতায়েন হয়েছে সিআরপিএফ। এদিকে, হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে এদিনও কোলাঘাটে সভা করেছেন তিনি। তবে, বাইরে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা থাকলেও, বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশাধিকার না থাকায় বিধানসভায় নিরাপত্তা নিয়ে ইতিপূর্বেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু। এদিন সেই আশঙ্কার প্রসঙ্গেই অধ্যক্ষ বলেন, 'শুভেন্দুর ওপর হামলা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বা একটা আশঙ্কা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা কতদূর সত্য আমরা বলতে পারব না।'

বিধানসভার ভিতরে বিরোধী দলনেতার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়ে বিমানের দাবি, আমরা যথেষ্ট সতর্ক আছি। বিধানসভার অভ্যন্তরে যদি নিজেরা কেউ উসকানি দিয়ে গণ্ডগোল না পাকান তাহলে কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

বিমান আরও বলেন, 'সরকার পক্ষ বা বিরোধী কারোর ওপরেই আক্রমণ হোক আমরা চাই না। কারণ, শেষপর্যন্ত তিনি এই রাজ্যের নাগরিক।' অধ্যক্ষের মনোভাবের সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপির মতে, অধিবেশন চলাকালীনই বিধানসভার অভ্যন্তরে হেনস্তা করা হয়েছে বিরোধী দলনেতাকে। তারপরে অধ্যক্ষের এই দাবি মানায় না। এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ বাসুদেব দেবনানি।

শুক্রবার, ১১ পৌষ ১৪৩১, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৮ সংখ্যা

করের অর্থে যথেচ্ছাচার

প্রবাদ আছে, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! জনপ্রতিনিধিদের যেন ভূতে টাকা জোগায়। নজরানার পাহাড় জমা হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বলে কথিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে টাকার পাহাড় ছিল। সেই টাকার উৎস এখনও নিশ্চিত হয়নি। বিচারে শাস্তি হবে কি না জানা নেই। তবে দিনের পর দিন জেলে থেকে একরকম শাস্তি ভোগ করছেন একসময় রাজ্যের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী- পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

নিয়োগ থেকে শুরু করে র‍্যাশনের চাল চুরি, দুর্নীতির অঙ্ক জানলে গরিবের মাথা ঘুরে যেতে পারে। শুধু একজনের কাছ থেকে প্রাক্তন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় দু'কোটি টাকা ঘুষ বাবদ নিয়েছিলেন বলে ইডি সূত্রে খবর। এরকম আরও কতজনের কাছে অনৈতিক অর্থ আদায় হয়েছে কে জানে! চাকরি দেওয়ার নাম করে হোক আর সরকারের চাল বেচে সংগৃহীত অর্থ আসলে কারও না কারও রক্ত জল করা পরিশ্রমে উপার্জিত।

জনপ্রতিনিধি হলে আইনেই কতরকমের যে সুবিধা! সাংসদ, বিধায়করা বিনা ভাড়ায় ট্রেনে, বিমানে যাতায়াত করতে পারেন। আরও নানাবিধ ভাতা নির্ধারিত তাঁদের জন্য। অসুস্থ হলে চিকিৎসা খরচ মেলে পরিবারের অন্যদের জন্যও। এমনকি চশমার দাম, সন্তান প্রসবের খরচ ইত্যাদিও। সবই তো জনগণের করের টাকা। সেই টাকা যথেচ্ছ খরচের টাটকা উদাহরণ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সংবাদমাধ্যমে।

সম্প্রতি বাবা হয়েছেন তৃণমূলের উত্তরপাড়ার তারকা-বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। তাঁর স্ত্রীর সন্তান প্রসবের খরচ বাবদ বেসরকারি হাসপাতালের ৬ লক্ষ টাকার বিল তিনি বিধানসভায় পেশ করেছেন। জনগণের করের টাকার যথেচ্ছ খরচে বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিদের ভেদাভেদ কমই থাকে। বাম জমানায় বুদ্ধ মন্ত্রীসভার সদস্য মানব মুখোপাধ্যায় চশমার দাম বাবদ ৩০ হাজার টাকার বিল পেশ করায় প্রবল হইচই হয়েছিল। যার জেরে তিনি আর সেই টাকা নেননি।

তৃণমূল জমানার শুরুর দিকে মমতা মন্ত্রীসভার সদস্য সাবিত্রী মিত্রও চশমার দাম বাবদ ১ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বিধানসভার তহবিল থেকে। যা আসলে জনসাধারণের টাকাই। সেবারও বিতর্ক তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করলে সাবিত্রী টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধায়কদের বেতন বাড়িয়েছে কিছুদিন আগে। বেতন ছাড়া বিভিন্ন ভাতা বাবদ আরও ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা পান তাঁরা। এরপরেও রয়েছে চিকিৎসা ও ওষুধ বাবদ খরচ।

জনগণের করের টাকায় এসব সুবিধা থাকার পরেও অনৈতিক উপায়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ ওঠে আকছার। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, অন্য রাজ্যেও। এমন আয়বহির্ভূত অর্থে পুষ্ট হওয়ার অভিযোগে লালুপ্রসাদ যাদব থেকে শুরু করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, হেমন্ত সোরেন জেল খেটেছেন। হেমন্তের বাবা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রাণপুরুষ শিবু সোরেনের জেলবাস হয়েছিল একই কারণে। পশ্চিমবঙ্গে দুজন মন্ত্রী বিচারাধীন অবস্থায় জেলে বন্দি রয়েছেন।

এঁদের সকলের বিরুদ্ধে জনগণের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ স্পষ্ট। অথচ বিচারে শেষপর্যন্ত এই জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজার উদাহরণ সংখ্যায় খুব কম। তাছাড়া তদন্ত প্রক্রিয়াতেই এত সময় চলে যাচ্ছে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী সাজার মেয়াদের বেশ কিছু সময় তাঁরা জেলে কাটিয়ে দিচ্ছেন বিচারাধীন অবস্থায়। এতে স্পষ্ট, জনগণের টাকা লুট করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন অনেকে।

দেশের স্বার্থে কাজ করলেও নিজের ও পরিবারের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিদের নিশ্চয়ই বেতন ও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু সেই সুবিধার যথেচ্ছ অপব্যবহার যেমন কাম্য নয়, তেমনই দুর্নীতিতে জড়িয়ে অনৈতিক উপায়ে অর্থ জোগাড় কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্ভাগ্য যে, এই নীতিকথা জনপ্রতিনিধিরা মনে রাখেন না।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

– শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

অসম, বাংলাদেশ এবং জঙ্গি নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব কতটা পড়েছে অসমে? সীমান্ত সেখানে অনেক কম, তবু সমস্যা অন্যরকম।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

অসমের বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসের ঘটনার অতীত অতীব ভয়ংকর। জঙ্গি সংগঠন আলফার বাড়ন্ত একটা সময় দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ভয়াবহ সব সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে গুয়াহাটি এবং অসমের একাধিক অঞ্চল।

গুয়াহাটিতে আমরা যারা থাকি, তারা একটা কথা জানি। নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে অসমের বুকে ইসলামিক সন্ত্রাসের বাড়ন্ত হতে শুরু করে। অহমিয়া আস্মিতাকে ভিত্তি করে আলফা যে সন্ত্রাসের আবহকে অসমের বুকে তৈরি করেছিল, তারই পালটা শক্তি হিসাবে যেন উঠে এসেছিল ইসলামিক সন্ত্রাস।

অসমের বুকে এই সন্ত্রাসের আবির্ভাব যে জঙ্গি সংগঠনের হাত ধরে হয়েছিল তার নাম মাল্টা। পুরো নাম মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অসম। অসমের মূলত চার এলাকা- ধুবড়ি, বরপেটা, নগাঁও এবং করিমগঞ্জে ছিল মাল্টার জঙ্গি নেটওয়ার্ক। তবে, এখনও পর্যন্ত অসমের কোথাও মাল্টার নামে নাশকতার অভিযোগ নেই। এই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের কাজই ছিল ইসলামিক সন্ত্রাসের জিহাদি তৈরি করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই জঙ্গিদের নাশকতার কাজে ব্যবহার করা।

মাল্টা এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু মাল্টা তৈরি করা স্লিপার সেল এবং জিহাদিদের নিয়ে গত তিন দশকে অসমের বুকে গড়ে উঠেছে একের পর এক জঙ্গি নেটওয়ার্ক। যার অন্যতম সংযোজন আনসারুল্লা বাংলাদেশি টিম।

অসমের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ২৬২ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগিতে এই সংখ্যাটা একেবারে নীচের দিকে। কারণ, বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে বড় সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের- ২২১৭ কিলোমিটার। এরপর রয়েছে ত্রিপুরা। বাংলাদেশ-ত্রিপুরার মধ্যে সীমান্তরেখা ৮৫৬ কিলোমিটার। মেঘালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ৪৪৩ কিলোমিটার, মিজোরাম ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্তের বিস্তার ৩১৮ কিলোমিটার।

প্রশ্ন উঠবে, অসম মাত্র ২৬২ কিলোমিটার সীমান্ত বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ করেও কেন ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেলের অন্যতম বড় নেটওয়ার্কে পরিণত?

আসলে বাংলার পর অসমের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের ভৌগোলিক অবস্থান সবচেয়ে সহজ এবং সরল। খুব সহজেই বাংলার মতো অসমেও বাংলাদেশ থেকে ঢুকে পড়া যায়। তাছাড়া অসম ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষের একই ধরনের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ব্যবহারিক আচার। এই ধরনের মিল ত্রিপুরায় থাকতে পারে, তবে মেঘালয় এবং মিজোরামের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের সঙ্গে নেই। মেঘালয়-মিজোরামের সীমান্ত পাহাড়ি এবং দুর্গম এলাকা। আর বাংলাদেশের বুকে যে ইসলামিক সন্ত্রাসের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে তা মূলত বাংলা এবং অসমের সীমান্তে। তবে এবার ত্রিপুরার বুক থেকে এবিটি জঙ্গি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দারা মনে করছেন, বাংলাদেশের এবিটি যে বৃহত্তর ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা বলছে তাতে ত্রিপুরার নামও রয়েছে। ওই রাজ্যেও এখন স্লিপার সেল তৈরির কাজ শুরু করেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম।

অসম এবং বাংলার বুকে জঙ্গি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির পিছনে সবচেয়ে বড় মদত দিয়ে এসেছে আইএসআই। একটা সময় শেখ হাসিনা আইএসআই-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। বাংলাদেশে যে ইসলামিক সন্ত্রাসকামী সংগঠনের বাড়ন্ত তাতে আইএসআই-এর হাত রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন হাসিনা। সন্ত্রাসের মদতদাতা রাষ্ট্র হলে তার পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা ২০১৬ সালে ঢাকার গুলশনে হোলি আর্টিজান হামলা দেখিয়ে দিয়েছে। হোলি আর্টিজান হামলা মোকাবিলায় ভারত সরকারে নিরাপত্তা এজেন্সি বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। যদিও, সরকারিভাবে তা কোনওদিনই ভারত সরকার স্বীকার করেনি।

হোলি আর্টিজেন হামলার পর বাংলাদেশ সরকারও সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কঠোর হয়। যার প্রেক্ষিতে সেই সময় বাংলাদেশে বহু জামাত জঙ্গি ধরা পড়ে এবং জামাতের নেটওয়ার্ককে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এপার বাংলাতেও বহু জামাত জঙ্গি যারা নানা ভুয়ো পরিচয়ে আত্মগোপন করেছিল তাদের ধরা হয় এবং পরে তাদের বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করা হয়। ফলত ২০১৬ সালের পর থেকে আইএসআই-এর মদতে জঙ্গি নেটওয়ার্কের বাড়ন্তে অনেকটাই ভাটা পড়েছিল।

কিন্তু কোভিডের সময় থেকে ফের মাথাচাড়া দিতে থাকে বাংলাদেশের মৌলবাদী সন্ত্রাস। গত কয়েকবছর বাংলাদেশেও যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয় তাতে আরও সুবিধা পায় সন্ত্রাসীরা। এই সুযোগেরই ফায়দা তুলতে তৎপর হয়ে পড়ে পাকিস্তানের সরকারি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আল-কায়দা জঙ্গি সংগঠন। ভারতের বুকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে আল-কায়দা বরাবরই চেষ্টা করে চলেছে। এর আগে সিমির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আল-কায়দা একাধিক সংস্থার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু, ভারত সরকারের সন্ত্রাস মোকাবিলার কঠোর পদক্ষেপ সেই সব সংস্থাকে ভেঙে দিয়েছে।

সম্প্রতি কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে আল-কায়দা নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেখানকার অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সরকারের কাছাকাছি আসার পুরো ফায়দা তুলতে ফুল ফর্মে নেমে পড়েছে আল-কায়দা। আর তাদের এই কাজে সাহায্য করছে আইএসআই। সেই কারণে আল-কায়দা তাদের নিজস্ব শাখা সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমকে আরও শক্তিশালী করতে শুরু করেছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সম্প্রতি বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এবিটি প্রধানের সঙ্গে অসম এবং বাংলায় এবিটি'র স্লিপার সেলের কয়েকজন মাথার বৈঠক। যার মধ্যে অন্যতম শাদ রাডি। যাকে কেরল থেকে গ্রেপ্তার করেছে অসমের এসটিএফ।

রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে অসমের জীবন অনেকটাই নিস্তরঙ্গ। আর বিশেষ করে আলফার সময়কালে অসমের মানুষ সন্ত্রাসের এতটাই বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছে যে এটা যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে এখানকার মানুষের। অসমে জঙ্গি নেটওয়ার্কের বৃদ্ধিতে এই সামাজিক আচরণ যেমন একদিকে দায়ী, তেমন মূলত চার জেলার মুসলিম জনসংখ্যা জঙ্গি স্লিপার সেলের বাড়ন্ততে সাহায্য করছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অসম সরকারও এ নিয়ে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছে। হেমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশাসন সাফ জানিয়েছে, এনআরসি-তে আবেদন না করলে কোনওভাবেই আধার কার্ড পাওয়া যাবে না। বাংলার মতোই অসমেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা মুড়িমুড়কির মতো আধার কার্ড তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছে। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভিড়ে মিশে যাচ্ছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা। যারা পরবর্তী সময়ে স্লিপার সেলের মদতে ভারতের বুকে সন্ত্রাসের জাল তৈরির চেষ্টায় লেগে পড়ছে।

অসমে গত দেড় দশকে একের পর এক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান হয়েছে। ২০২২ সালের ৮ অগাস্ট অসম পুলিশ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই অভিযানে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। এনআরসি নিয়ে এই সময়ে অসমের পরিস্থিতি যথেষ্টই উত্তেজনায় ভরা ছিল। বিশেষ করে বহু মুসলিম অভিযোগ করেছিল যে অসমের বুকে তাদের উপর এনআরসি'র নামে অত্যাচার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আল-কায়দার তৎকালীন প্রধান আল জাওয়াহারির একটি ভিডিও বার্তা চাঞ্চল্য ফেলে। এই ভিডিও বার্তায় আল জাওয়াহারি অসমের মুসলিমদের রক্ষা করার ডাক দিয়েছিলেন। আর এর কিছুদিন পরেই পুলিশি অভিযানে ধরা পড়ে আনসারুল্লা বাংলা টিমের একাধিক সদস্য।

অসমের বুকে কীভাবে জাল ছড়াচ্ছে ইসলামিক সন্ত্রাস? বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা বরাবরই বাংলা, অসম-ত্রিপুরা-মায়ানমার নিয়ে বৃহত্তর ইসলামিক রাষ্ট্রের দাবি করছে। অসমের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অসমের নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করছে তারা। ১৯৯৯ সালে অসমের বুকে সামনে এসেছিল হরকত উল মুজাহিদিনের কাজকর্ম। ২০০৩-'০৪ সালে অসমে অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের শাখার জন্ম হয়- হরকত উল জিহাদ অল ইসলামি বা হুজি।

২০১১-'১২ নাগাদ অসমেই জন্ম নেয় জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি'র শাখা সংগঠন। ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে অসমে সামনে আসে হিজবুল মুজাহিদিনের সক্রিয়তার। ২০১৮ থেকে ২০২০ সালেও হিজবুল মুজাহিদিনের সক্রিয়তার প্রমাণ মেলে অসমে। এরা সবই মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অসমের নেটওয়ার্কেই একের পর এক স্লিপার সেল বানাচ্ছে।

কতদিন এমন চলবে? অনেক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

(লেখক গুয়াহাটির বাসিন্দা। সাংবাদিক)

আজ

১৯৯২

শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৬৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সলমন খান।

আলোচিত

কলকাতাকে বাদ দিয়ে অন্য সব জেলার হেড কোয়ার্টারে একটা বড় শপিং মল করা হবে। সরকার এক একর জমি দেবে। দুটো তলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে। বাকি যে ক'টা তলা হবে, সেগুলো বাজার হবে।

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ওয়ান্ডি ওয়াং একজন চিনা প্যারাগ্লাইডার। ডাইনির পোশাকে তাঁর প্যারাগ্লাইডিংয়ের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। হ্যারি পটার যেমন জাদু ঝাড়ুতে বসে ঘুরতেন, তেমনই তিনি একটি ঝাড়ুর ওপর বসে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

বিশ্বজুড়ে চলছে ক্রিসমাস পালন। সেই উৎসবে মাতলেন ইসকনের সদস্যরা। একদল ইসকন সদস্য সান্তার পোশাকে জাপানের রাস্তায় খোল, করতাল বাজিয়ে ও হাততালি দিয়ে 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' গাইতে গাইতে যাচ্ছেন 'জিঙ্গল বেলস'-এর সুরে।

জনমন জনমত

মেলা-পিকনিক সবাই করেন, কেউই মাঠ পরিষ্কার করেন না

কিছু নাগরিকের কর্মকাণ্ড দেখলে সত্যিই বিচলিত হতে হয়। এঁদের দায়িত্ববোধ বলতে কিছু নেই। সম্প্রতি ফুলবাড়ি-শিলিগুড়ি সাব-ক্যানালের পাশের মাঠে মেলা বসেছিল। মেলা শেষে ওই মাঠ পলিথিন, ডিমের খোসা সহ অন্যান্য আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। দেখতে তো খারাপ লাগছে অবশ্যই, তার চেয়ে বড় কথা, ওই মাঠে প্রতিদিন প্রচুর গবাদিপশু ঘাস খায়। এত পলিথিন জমে রয়েছে যে, গবাদিপশুগুলো পলিথিন খেয়ে ফেললে ওদের বিপদ হতে পারে। এভাবে মেলা, পিকনিক করে সবাই চলে যান, কিন্তু কর্তব্য পালনে একেবারে উদাসীন। পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব সকল নাগরিকের নয় কি? অপরিচ্ছন্ন মাঠের কথা কেউ ভাবছে না। বলা সত্ত্বেও মাঠ পরিষ্কার করছে না।

এভাবে পরিবেশকে অপরিচ্ছন্ন করে রেখে দেওয়ার মানে কী? এঁরা মোটেও সুনাগরিক নন। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হয়। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সব নাগরিকের। কর্তব্যজ্ঞানহীন নাগরিকদের কাছে অনুরোধ, মেলা করুন। পিকনিক করুন। কিন্তু পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কখনও এড়িয়ে যাবেন না। পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব সব নাগরিকের।

কৃষ্ণা দাস
ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি।

আলো দূষণ

রাস্তায় চলতে গেলে অবশ্যই আলোর প্রয়োজন। দিনে তো দিবাকর আছে, কিন্তু রাতে? তার জন্য বাইক কিংবা টোটোতে যা আলোর ব্যবস্থা আছে তা অনেক সময়ই মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হয়। কিছু বাইকে দেখা যায় আলোর বিচ্ছুরণ এমনভাবে হয় যে, অন্যদিক থেকে আসা পথচলতি মানুষ বা সাইকেল কিংবা বাইক আরোহীর চোখধাঁধিয়ে দেয়। এটা কি কোম্পানির দেওয়া আলো, নাকি সাইলেন্সর বদলের মতো কোনও ব্যাপার - আমার ঠিক জানা নেই।

আবার টোটোগুলোতে দেখা যায়, নিজের পছন্দমতো তিনটে-চারটে লাইট লাগিয়েছেন চালক। কিছু টোটোতে এত উঁচুতে লাইট লাগানো থাকে যার ফোকাস রাস্তায় নয়, উলটোদিক থেকে আসা মানুষের চোখে। এতে বিপাকে পড়ি আমরা অনেকেই।

যে আলো আমাদের পথ দেখাবে সেই আলোর সঠিক ব্যবহার আমাদের করা উচিত। নইলে পরিবেশ দূষণের রচনায় নবসংযোজন হবে 'আলো দূষণ।' এ ব্যাপারেও প্রশাসন যদি পদক্ষেপ করে, তাহলে অনেক পথচলতি মানুষের চোখ ভালো থাকবে এবং অনেক অঘটন থেকেও দূরে থাকবে।

শিবচন্দ্র বর্মন, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ট্রেনযাত্রা তৈরি করে মানুষ চেনার চোখ

কোচবিহার-কলকাতা নিয়মিত যাতায়াতে চোখে পড়ে ট্রেনের ক্লাসের সঙ্গে সহযাত্রীদের ক্লাসের ব্যস্তানুপাতিক পরিবর্তন।

চিরদীপা বিশ্বাস

'আমরাও তো কাজ করছি স্যর, একটু বুঝুন', 'ওসব রাখো তো, আমাদের ঠিকঠাক সার্ভিসটা দাও।'

কথাগুলোর মাঝে প্রচ্ছন্ন এক প্রভুত্বের গন্ধ যেন পেলাম। বিগত এক বছর ধরে ঘনঘন কোচবিহার-কলকাতা ট্রেনে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা রয়েছে। চোখে পড়েছে, ট্রেনের ক্লাসের সঙ্গে সহযাত্রীদের ক্লাসের ব্যস্তানুপাতিক পরিবর্তন। ফার্স্ট এসি, সেকেন্ড এসির পাশাপাশি স্লিপারে আরএসিতেও যাত্রার সৌভাগ্য হয়েছে। সৌভাগ্যই বটে, কারণ স্রেফ এই ট্রেন যাত্রাগুলো প্রতিবারই কোনও না কোনওভাবে মানুষ চেনার চোখ তৈরি করেছে। শিখিয়েছে উচ্চশিক্ষিত হলেই কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। পারে না অর্থ দিয়ে মান, হুঁশ কিনতে।

ছোট থেকে শুনেছি শিক্ষা নাকি মানুষকে নম্র, সভ্য, মার্জিত হতে শেখায়। কিন্তু, সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত এলিটরা এসি কামরাগুলোকে নিজেদের সাময়িক সম্পত্তি মনে করেন। রেলের কর্মীদের সারাদিনের কাজকে অনায়াসেই 'ওসব জানা আছে' বলে অবহেলা করতে পারেন। তাঁদের কাছে এসি কামরা 'সার্ভিস' পাওয়ার জায়গা আর 'স্লিপার' হল গাদাগাদি, ভিড়।

ওঁরা কেউ কেউ আবার শুরুর কথা কাটাকাটিকে 'এন্টারটেইনমেন্ট' বলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেন। প্ল্যাটফর্মের ঝালমুড়ি বা চা-কে 'আনহাইজেনিক' বলে নাক সিঁটকোন। এঁরাই আবার সুইগি, জোম্যাটোর খাবারে ট্রেনে রাতের আহার সারেন। অন্যদিকে অত্যন্ত অবাক করে এঁরা এঁদের দামের ট্যাগ লাগানো দামি সাইড ব্যাগ থেকে জীবনানন্দের বই বের করে পড়তে পড়তে সুখনিদ্রায় চলে যান।

একদিকে বাংলাদেশের হিন্দু নিধন এঁদের কাঁদায়, অন্যদিকে এঁরাই আবার মনে করেন প্রতিবাদস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক! কী সুন্দর মার্জিত, উদার মানসিকতার পরিচয় তাই না! শিক্ষিত, বৈভবী, সমাজ-সংস্কৃতির ধারক বাহক এসব লোকেদের এমন ব্যবহার, মনোভাব সত্যিই ভীষণ আঘাত দেয়।

শিক্ষা অমূল্য এক ধন, যার সঠিক ব্যবহারই শেষে আর্থিকভাবেও মানুষকে ধনী করে তোলে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে অর্থ লোলুপতায় আমরা এতটাই মত্ত হয়ে উঠি যে, নিজের পায়ের পাতাটা কখন মাটি ছেড়ে শূন্যে ভাসতে থাকে, তা আমরা খেয়াল করি না। খালি চোখে দেখলে এই স্বাভাবিক ট্রেনযাত্রা বা রাস্তাঘাটের চলাফেরাতে আমাদের তেমন কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে মনে হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের এই ছোটখাটো উপাদানের মতো বড় শিক্ষক দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

আজকের এই জেটযুগে ঠোকর খেয়ে শেখাটা আরও বেশি করে জরুরি যেখানে মানুষরূপী কিছু অমানুষেরা মুখোশ পরে প্রতিনিয়ত আমাদের ঠকাচ্ছে। ক্লাসরুমের চার দেওয়ালে আবদ্ধ ব্রিলিয়ান্ট কিছু মাথা অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের বাহবা ছাড়া সমাজে নেমে 'মানুষ হয়ে উঠি চলো'র ভিড়ের একজন হতে পারছে না কিছুতেই। তবে হ্যাঁ, দিন-দিন এলিট শ্রেণি বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু এখনও 'মাস'কে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

শুধু একটিবারের জন্যও যদি এই এলিটরা এসি কোচের প্রাইভেট কামরার আরাম থেকে বেরিয়ে আকাশের থেকে উদারতা, বাতাসের থেকে কর্মঠ বা খোলা মাঠের থেকে দিলখোলা হওয়ার শিক্ষাটা নিতে পারেন, তা হলে ভালো। তাহলে বুঝতে পারবেন, স্লিপার ক্লাসের ওই গাদাগাদির মধ্যেও এক অন্যরকম বন্ধুতা, আত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে। যা মানুষ হওয়ার পথে রসদ জোগায়।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২৪

পাশাপাশি : ১। লেখালেখির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৩। আকাশের চাঁদ ৫। সুলক্ষণ বিশিষ্ট ৬। ইসলাম মতে অপবিত্র বস্তু ৮। বাটির চেয়ে আকারে বড় পাত্র ১০। হঠাৎ হাওয়ার বেগ ১২। মৌমাছির মতো পতঙ্গ ১৪। নিজস্ব অথবা সরকারের অধিকারভুক্ত ১৫। পুজোয় বাজানো হয় যে শঙ্খ ১৬। অলংকরণ বা প্রসাধন।

উপর-নীচ : ১। কাজ শুরু বা আরম্ভ করা ২। যে মালা দিয়ে ইষ্টনাম জপ করা হয় ৪। যে ফুলের ফলে কাঁটা থাকে ৭। ঘরের ঝুল, কালি বা কলঙ্ক ৯। একেবারে ধবধবে সাদা রং ১০। অতিরিক্ত খাওয়ার পর আইঢাই অবস্থা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। এপিডেমিক বা মহামারি।

সমাধান ■ ৪০২৩

পাশাপাশি : ১। পবন ৩। অগ্রদানী ৪। কুশল ৫। সটকানো ৭। তাজ ১০। কবি ১২। আকছার ১৪। বানর ১৫। পারাপার ১৬। খণ্ডাতি।

উপর-নীচ : ১। পতিব্রতা ২। নকুল ৩। অলসতা ৬। কার্মুক ৮। জম্বুক ৯। দরবার ১১। বিদ্যাপতি ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

সুনামির দু'দশক কান্নায় ভাসলেন স্বজনহারারা। দিনটি এলেই আজও অনেকের বুক কেঁপে ওঠে। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। প্রথমে ভয়াবহ ভূমিকম্প। এরপর ততোধিক ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। চোখের পলকে ভাসিয়ে দেয় জনপদের পর জনপদ। মৃত্যু হয় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের। ২৬ ডিসেম্বর দুই দশক পূর্ণ হল সেই সুনামির। বৃহস্পতিবার শোকের দিনটিকে স্মরণ করলেন সুনামিতে স্বজনহারানো ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের বাসিন্দারা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চেন্নাইয়ের সেন্ট মেরিনা দ্বীপে বিলাপরত এক মহিলাকে। বৃহস্পতিবার।

মানচিত্র বিতর্কের ছায়ায় শুরু বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : বেলাগাভিতে কংগ্রেসের নবসত্যাগ্রহ বৈঠক ঘিরে উত্তপ্ত কর্ণাটকের রাজনীতি। দলের বর্ধিত কর্মসমিতির ২ দিনের বৈঠক উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে ভারতের মানচিত্র সহ পোস্টার টাঙানো হয়েছে। তবে এই মানচিত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীর (গিলগিট) ও আকসাই চিনকে অন্তর্ভুক্ত না করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ও জেডিএস। দু-দলের নেতাদের দাবি, দেশের মানচিত্র বিকৃত করে ভোটব্যাংকের রাজনীতি করছে কংগ্রেস।

বিজেপির বক্তব্য, গিলগিট ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।গেরুয়াশিবিরের দাবি, এটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি কংগ্রেসের অবজ্ঞা। এ বিষয়ে বিজেপির এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছে, 'রাহুল গান্ধির 'ভালোবাসার দোকান' চিনের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে। কংগ্রেস দেশকে ভাঙতে চায়।' জেডিএসের তরফে বলা হয়েছে, 'দেশের মানচিত্র বিকৃত করার গুরুতর অপরাধ করেছে কংগ্রেস। এজন্য ডিকে শিবকুমারই দায়ী।'

পালটা তোপ দেগেছে কংগ্রেসও। অসুস্থতার কারণে বেলাগাভি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তাঁকে দেখাশোনার কারণে কর্ণাটক

কংগ্রেসের নবসত্যাগ্রহ মঞ্চে গরহাজির সোনিয়া, প্রিয়াংকা

সফর বাতিল করেছেন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও। তবে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ অন্যান্য নেতারা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এদিন এক বার্তায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির আদর্শকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন সোনিয়া।

তিনি বলেন, 'মহাত্মা গান্ধির আদর্শকে রক্ষা এবং প্রচারের জন্য আমরা নিজেদের নতুন করে উৎসর্গ করছি। তিনি আমাদের চিরকালের অনুপ্রেরণা। তাঁর দেখানো পথেই আমরা এগিয়ে যাব। আজ দিল্লিতে ক্ষমতাসীনদের কারণে গান্ধিজির আদর্শ ও মূল্যবোধ সংকটে পড়েছে।' সোনিয়ার আরও অভিযোগ, 'যে সমস্ত সংগঠন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেনি তারাই মহাত্মার বিরোধিতা করেছিল। তাদের তৈরি করা পরিস্থিতির কারণে তাঁকে খুন হতে হয়। গান্ধিজির হত্যাকারীকে

বেলাগাভিতে নবসত্যাগ্রহ বৈঠকে রাহুল, খাড়গে সহ অন্য শীর্ষনেতারা।

গৌরবান্বিত করার চেষ্টাও চলছে। আজ দেশের গান্ধিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রমণের শিকার। তাই এই বৈঠককে নব সত্যাগ্রহ বলা যেতে পারে। আপসহীন মনোভাব নিয়ে আমাদের এইসব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে।'

মানচিত্র বিতর্ক প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার বলেন, 'যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তা সংশোধন করা হবে। আমরা ওই পোস্টার সরিয়ে দিচ্ছি। বিজেপি অযথা কাদা ছুড়ছে।

> মহাত্মা গান্ধির আদর্শকে রক্ষা এবং প্রচারের জন্য আমরা নিজেদের নতুন করে উৎসর্গ করছি। তিনি আমাদের চিরকালের অনুপ্রেরণা। তাঁর দেখানো পথেই আমরা এগিয়ে যাব। আজ দিল্লিতে ক্ষমতাসীনদের কারণে গান্ধিজির আদর্শ ও মূল্যবোধ সংকটে পড়েছে।
>
> -সোনিয়া গান্ধি

আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করাই তাদের উদ্দেশ্য।' রাতে মনমোহনের প্রয়াণের পর এই বৈঠক হয়তো আর হবে না। রাহুল ও খাড়গে দুজনেই নয়াদিল্লি যাচ্ছেন।

তিব্বতে বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ চিনের

বেজিং, ২৬ ডিসেম্বর : তিব্বতের পূর্বপ্রান্তে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে চিনের। ইতিমধ্যে বাঁধ নির্মাণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং বাংলাদেশের জলপ্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

চিনের পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনের ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী, ইয়ারলুং জ্যাংবো নদীর নিম্নপ্রবাহে এই বাঁধ তৈরি হবে। আর এই প্রকল্প থেকে বার্ষিক ৩০ হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হল চিনের মধ্যাঞ্চলীয় থ্রি গর্জেস বাঁধ। এই প্রকল্পের পরিকল্পিত ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৮২০ কিলোওয়া-ঘণ্টা। তিব্বতের প্রকল্পে এর তিনগুণেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে নকশা করা হবে। থ্রি গর্জেস বাঁধের চেয়ে এই প্রকল্পের খরচও অনেক বেশি। কারিগরি খরচ সহ সব মিলিয়ে এই প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে ৩,৪৮৩ কোটি মার্কিন ডলার। প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন ব্যয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বুধবার চিনের বার্তা সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে চিনের লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই প্রকল্প।

এছাড়া প্রকল্পের হাত ধরে তিব্বতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

প্রাকৃতিক কারণে ইয়ারলুং জ্যাংবো নদীকে নতুন প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে মাত্র ৫০ কিলোমিটার গতিপথের মধ্যে ২০০০ মিটারের বেশি গভীরতায় নদীর জল পতিত হয়। ফলে এখানকার স্থিতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের বিপুল সম্ভাবনার পাশাপাশি অসংখ্য কারিগরি সমস্যাও রয়েছে।

এই প্রকল্পের কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হওয়া মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুসংস্থান এই তিব্বত উপত্যকায় প্রস্তাবিত বাঁধের পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

অবশ্য শি জিনপিং সরকারের দাবি, প্রস্তাবিত প্রকল্পে পরিবেশ বা ভাটির জলপ্রবাহে মারাত্মক কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে ভারত ও বাংলাদেশ চিনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নয়াদিল্লি ও ঢাকার মতে, ব্রহ্মপুত্র নদে জলপ্রবাহে পরিবর্তন ঘটলে স্থানীয় পরিবেশ এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

তিব্বতের সীমানার বাইরে এই ইয়ারলুং জ্যাংবো নদীটি ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। তিব্বত থেকে বেরিয়ে এই নদী ভারতের অরুণাচলপ্রদেশ ও অসমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ঢোকে।

১৭ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে অতি সম্প্রতি দিল্লি থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তারের পর এবার মহারাষ্ট্র থেকে ধরা পড়ল সেই দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। ধৃতরা সংখ্যায় ১৭। তাদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা। মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)-এর সহায়তায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে।

এটিএস আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মুম্বই, নবি মুম্বই, থানে ও নাসিক থেকে ধৃত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। মিলেছে জাল আধার ও প্যান কার্ড। তারা পরচয় গোপন করে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এটিএস গোপন সূত্রে জানতে পারে, কিছু বাংলাদেশি মহারাষ্ট্রে বৈধ নথিপত্র ছাড়াই বাস করছে। সেই সূত্র ধরে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় এটিএস ও স্থানীয় পুলিশ। অভিযানে নেমে কয়েকজন সন্দেহভাজনের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। পুলিশ তাদের কাছে আধার ও প্যান কার্ড চায়। তখনই এটিএস ও পুলিশের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, বিনা অনুমতিতে ভারতে প্রবেশ করা ও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই এদেশে থাকার কারণে এই ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, বিদেশি আইন ১৯৪৬, পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯৫০ এবং পাসপোর্ট আইন ১৯৬৭-র আওতায় অন্ততপক্ষে ১০টি মামলা করা হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।

আল্লু অর্জুনকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর : পুষ্পা ২-র প্রিমিয়ারে পদপিষ্টের ঘটনার জেরে তেলুগু চলচ্চিত্র জগৎ ও তেলেঙ্গানা প্রশাসনের মধ্যে টানাপোড়েন বেড়েছে। জট কাটাতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে দেখা করেছিল প্রযোজক দিল রাজুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। সেই বৈঠকে স্পষ্টভাবে 'রাজধর্ম' পালনের বার্তা দিয়েছেন রেবন্ত রেড্ডি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনওরকম আপস করবে না তাঁর সরকার। সেলেব্রিটি হলেও আল্লু অর্জুন যে সরকারের তরফে বিশেষ সুবিধা পাবেন না, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সিনে জগতের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রশাসন চলচ্চিত্র তৈরিতে সবরকম সাহায্য করবে। তবে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাকে হালকাভাবে নেওয়া হবে না।'

ষড়যন্ত্র নাকি নজর ঘোরানোর চেষ্টা, প্রশ্ন

পুড়ে ছাই ঢাকা সচিবালয়

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর : ৫ অগাস্টের পালাবদলের পর থেকে নিত্যদিন খবরের শিরোনামে বাংলাদেশ, যার ব্যতিক্রম হল না বৃহস্পতিবারও। বুধবার গভীর রাতে লাগা ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান সচিবালয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে এদিন বেলা গড়িয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে সচিবালয়ে রাখা বহু নথি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। আগুন নেভানোর সময় রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় সোহানুর জামান নয়ন নামে এক দমকলকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহেদ কামাল জানিয়েছেন, সচিবালয়ে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের ১৯টি ইঞ্জিনকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু জায়গার অভাবে মাত্র ১০টি ইঞ্জিন কাজ করতে পেরেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লেগেছিল। ওই বাড়িটিতে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার,

পল্লি উন্নয়ন, সমবায়, শ্রম ও কর্মসংস্থান, অর্থ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অফিস রয়েছে। আগুনে প্রচুর নথি এবং কম্পিউটার পুড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে সেনা, বিজেবি ও পুলিশ। অনির্দিষ্টকালের জন্য সচিবালয়ের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদেরও দপ্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে দোষারোপের পালা। অগ্নিকাণ্ডকে ষড়যন্ত্র, নাশকতা বলে বর্ণনা করেছেন ইউনূস সরকারের একাধিক উপদেষ্টা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, সচিবালয়ের ঘটনায় নাশকতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে ৫-১১ জনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সামাজিক মাধ্যমে করা একটি পোস্টে লিখেছেন, 'মন্ত্রণালয়ে বিগত সময়ে হওয়া অর্থ লোপাট, দুর্নীতি নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কয়েক হাজার কোটি টাকা লুটপাটের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। আগুনে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখনও জানা যায়নি। আমাদেরকে ব্যর্থ করার এই ষড়যন্ত্রে যে বা যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না।' নাম না করলেও ইউনূস শিবিরের অভিযোগের তির যে শেখ হাসিনার সমর্থকদের বিরুদ্ধে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

আওয়ামি লিগের একাধিক সূত্র অবশ্য সচিবালয়ে আগুন লাগার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত দলের নেতাদের মতে, শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলেও আদালতে সেসব অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন। আওয়ামি লিগের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধেও যেভাবে অগণিত ভুয়ো মামলা দায়ের হয়েছে তা নিয়েও জনমানসে ক্ষোভ রয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও দ্রুত নির্বাচনের জন্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন অবস্থান কী হয় তা নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের অন্দরে উদ্বেগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে সচিবালয়ে আগুন লাগানো হয়েছে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামি লিগের একাধিক নেতা। যদিও তাঁদের কেউই এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব নাকচ সোনুর

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর : সোনু সুদ পরোপকারী। তাঁকে মানবমিত্র বললেও বেশি বলা হয় না। করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে পেয়েছিলেন মসিহা তকমা। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও অতিমারির ত্রাতা সোনু সুদকে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এমনকি অতি সম্প্রতি রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এক সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছেন বলিউড অভিনেতা। সোনু জানিয়েছেন তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন না। তিনি রাজনীতির বাঁধনকে ভয় পান। সোনু মুক্ত বাতাস চান। বলেছেন, 'মানুষকে সাহায্যের জন্য আমার দরকার মুক্ত বাতাস। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা হারাতে চাই না।' তিনি এও বলেছেন, দুটো কারণে মানুষ রাজনীতিতে যোগ দেয়। একটি কারণ হল অর্থ। দ্বিতীয়টি ক্ষমতা।

নতুন বছরেই চিন সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : ভারত নতুন বছরে বিশ্ব কূটনীতির কেন্দ্রেই থাকবে। ২০২৫-এর বিদেশনীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে মোদি সরকারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তা নিয়ে বছর শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকায় গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারেন।

অন্যদিকে, ২০২৫-এ ভারত সফরে আসতে পারেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আসতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সূত্রের খবর, আমেরিকায় পাঁচ দিনের সফর চলাকালীন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে জয়শংকরের। ভারত সরকারের তরফে তিনি ট্রাম্পকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে বসছেন ট্রাম্প। তারপর চতুর্দশীয় অক্ষ কোয়াড সম্মেলন হচ্ছে ভারতে। শোনা যাচ্ছে, ওই সম্মেলনে যোগ দিতে এদেশে আসতে পারেন রিপাবলিকান নেতা।

আগামী বছর রাশিয়ার সঙ্গে

ভারতের বার্ষিক সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যোগ দিতে পারেন। চিনে এসসিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগদানের কথা রয়েছে। সম্মেলনের ফাঁকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা, চিন ছাড়া ফ্রান্সেও যেতে পারেন মোদি। জানুয়ারির মাঝামাঝি ভারতে আসছেন সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট। তারপর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের এদেশে আসার কথা।

আসাদপন্থীদের হামলা, হত ১৪ নিরাপত্তাকর্মী

দামাস্কাস, ২৬ ডিসেম্বর : সিরিয়ায় আসাদ অনুগতদের অতর্কিত আক্রমণে বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ জন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হল। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহম্মদ আবদেল রহমান বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন। মারা গিয়েছেন আসাদ অনুগত তিন সেনাও। মহম্মদ আবদেল রহমান গতকালের ঘটনাকে 'আসাদ শাসনের অবশিষ্টাংশ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দেশের নিরাপত্তা ও নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করা, শান্তি প্রক্রিয়ায় আঘাত হানা ও ভবিষ্যৎ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা যারা করবে, তাদের শেষ করা হবে।' মঙ্গলবার থেকেই দু'তরফের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। রাজধানী দামাস্কাসের পাশাপাশি উপকূলীয় শহর তারতুস, হোমসেও সংঘর্ষ চলছে। দামাস্কাসের সেদনায়া কারাগারে বন্দি নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত পূর্বতন সরকারের এক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্য নিয়ে তারতুসে অভিযান চালানো হয়। তাতেই দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুর হয়। এই বক্তব্য অন্তর্বর্তী সরকারের।

সামনেই কুম্ভমেলা। প্রয়াগরাজে ভিড় করেছেন নাগা সন্ন্যাসীরা। -পিটিআই

শিশুকে বাঁচাতে এলেন 'নিষিদ্ধ' র‍্যাটহোল মাইনাররা

জয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর : ৭০ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও তিন বছরের চেতনাকে রাজস্থানের কোটওয়ালে ৭০০ ফুট গভীর কুয়ো থেকে উদ্ধার করা যায়নি। রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ। শেষ চেষ্টা হিসাবে এবার মাঠে নামলেন দক্ষ খনি-শ্রমিকরা। নিষিদ্ধ 'র‍্যাটহোল

৭০ ঘণ্টা পার

মাইনিং' অর্থাৎ ইঁদুর-গর্ত খনন পদ্ধতিতে শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করবেন তাঁরা।

কী এই 'র‍্যাটহোল মাইনিং'? কেনই বা খনিতে তা নিষিদ্ধ? আসলে এই পদ্ধতিতে ইঁদুরের কায়দায় সংকীর্ণ গর্ত খুঁড়ে অভীষ্ট খনিজদ্রব্য তুলে আনা হয়। এককালে খনি থেকে আকরিক উত্তোলনের কাজে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। শাবল-গাঁইতি দিয়ে খুব সংকীর্ণ গর্ত খুঁড়ে এগোতেন শ্রমিকরা। তবে এই প্রক্রিয়া বেশ বিপজ্জনক। কারণ, এই পদ্ধতিতে খোঁড়াখুঁড়ির জেরে ধস নামার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। একের পর এক দুর্ঘটনার কারণে ২০১৪ সাল থেকে 'র‍্যাটহোল মাইনিং' নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও গত বছর নভেম্বরে উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য নিষিদ্ধ র‍্যাটহোল পদ্ধতিরই আশ্রয় নিতে হয়েছিল প্রশাসনকে। এবার রাজস্থানের রাজপুত শিশু চেতনাকে উদ্ধারের কাজেও সেই পদ্ধতিই নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের কোতপুতলি জেলার সরুন্ড এলাকায় সোমবার দুপুরে খেলতে খেলতে ৭০০ ফুট গভীর একটি খোলামুখ কুয়োতে পড়ে যায় তিন বছরের চেতনা। কিন্তু কুয়োর মুখ অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় সমস্যায় পড়েন উদ্ধারকারীরা। এরপরেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ২১.৬ কোটি টাকা ট্রান্সফার করে।

অফিসের নথি নিয়ে প্রতারণা, গায়েব ২১ কোটি

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর : মাসিক বেতন ১৩ হাজার টাকা। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরের সরকারি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের চুক্তিভিত্তিক কর্মী হর্ষলকুমার ক্ষীরসাগর। এই মাসিক আয়েই প্রেমিকাকে উপহার দিলেন ৪ বিএইচকে ফ্ল্যাট, বিএমডব্লিউ গাড়ি, বাইক। অভিযোগ, অফিসের নথি ব্যবহার করে হর্ষল ২১ কোটি টাকা চুরি করেছে। সেই অর্থেই উপহার।

খবর প্রকাশ্যে আসতেই বেপাত্তা হর্ষল কুমার। হর্ষলকে মদত দেওয়ার অভিযোগে তার সহকর্মী ও তাঁর স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে হর্ষলের কেনা নতুন সম্পত্তি। হর্ষল কোম্পানির পুরোনো লেটার হেড ব্যবহার করে ব্যাংককে ই-মেল করে পুরোনো ই-মেল অ্যাকাউন্ট বদলানোর অনুরোধ জানায়। নিজে অন্য একটি ই-মেল অ্যাকাউন্ট খুলে অফিসের ই-মেলে লিঙ্ক করায়। ব্যাংক সেই নতুন ই-মেল সংস্থার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করায় কোম্পানির যাবতীয় ওটিপি হাতে পায় হর্ষল। তারপরেই ১৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ২১.৬ কোটি টাকা ট্রান্সফার করে।

বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আস্তানা (কাজাখস্তান), ২৬ ডিসেম্বর : আজারবাইজানের যাত্রীবাহী বিমান কাজাখস্তানে ভেঙে পড়ে কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

প্রাথমিকভাবে পাইলটের ত্রুটি বা প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে এটি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে। আজারবাইজান সরকার ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিমানটি আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে রাশিয়ার গ্রোজনি শহরে যাচ্ছিল। মাঝপথে এটি কাজাখস্তানের আকতু শহরের কাছাকাছি ক্যাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে জরুরি অবতরণ করার চেষ্টা করে এবং বিধ্বস্ত হয়।

বিমান ভেঙে পড়ার আগে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন বলে দাবি কাজাখস্তানে দুর্ঘটনায় বেঁচে ফেরা এক যাত্রীর। আর এখান থেকেই সন্দেহ এবং নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি হামলার শিকার হয়েছিল আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের বিমানটি? সেই সন্দেহকে আরও দৃঢ় করেছে বিমানের গায়ে বড় একটি ছিদ্র।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ জানিয়েছেন, খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিমানটি তার পথ পরিবর্তন করে। তবে দুর্ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত চলছে। অন্যদিকে ব্রিটেনের অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি ফার্ম ওসপ্রো ফ্লাইট সলিউশনস এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানটি

মত বিশেষজ্ঞদের

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হতে পারে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানের ভিডিও এবং এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতের ইঙ্গিত দেয়। ইউক্রেনের নিরাপত্তা কর্মকর্তা আন্দ্রি কোভালেঙ্কো দাবি করেছেন, 'বিমানটি রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রোজনি শহরের আকাশসীমা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল রাশিয়া।'

রাশিয়ার বিমান পরিবহণ সংস্থা বিমান ধ্বংসের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরেই বিমানটি ভেঙে পড়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিমানের গতিপথ এতটা বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয়। কিছু ফুটেজে বিমানের ল্যাজের অংশে ছিদ্র দেখা গিয়েছে, যা ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতের সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে। কাজাখস্তানের পরিবহণ প্রসিকিউটর জানিয়েছেন, বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করা হয়েছে, যা দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে সহায়ক হবে। আজারবাইজান ও কাজাখস্তান যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

তারাদের কথা

মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রস্তাবে না সোনুর

অভিনেতা সোনু সুদ মানুষের জন্য সব সময়েই হাত বাড়িয়ে দেন, তা সে ছাত্রদের পড়ার খরচ দেওয়া হোক, লকডাউনে প্রবাসে আটকে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হোক বা দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা হোক—তিনি আছেন। তাঁর এই ইমেজকে ব্যবহার করতে চেয়েছে অনেক রাজনৈতিক দল। সম্প্রতি তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাকে মুখ্যমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নিইনি। এরপর উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এবং রাজ্যসভায় যাওয়ার প্রস্তাব পাই, তাও নিইনি। প্রভাবশালীরা আমাকে বলেছেন, ভোটে দাঁড়াতে হবে না, শুধু রাজনীতিতে যোগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকো। অনেকেই টাকা ও ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে। আমার এসবে আগ্রহ নেই। রাজনীতির বাঁধনকে আমি ভয় পাই। আমি সাধ্যমতো মানুষকে সাহায্য করি, ব্যস!' উল্লেখ্য, এখন তিনি তাঁর আগামী ছবি ফতেহ-র প্রচার নিয়ে ব্যস্ত।

ক্যানসারের পরও

অভিনেত্রী হিনা খান ক্যানসারের চিকিৎসা করাচ্ছেন। এই লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি অভিনয় করবেন বলে জানা গিয়েছে। ওয়েব সিরিজ গৃহলক্ষ্মীতে তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর সঙ্গে আছেন চাঙ্কি পাণ্ডে, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, রাহুল দেব প্রমুখ। ক্যানসারের তৃতীয় পর্যায়ে আছেন তিনি, কেমো চলছে। যাঁরা এই অবস্থাতেও কাজ করেন, তাঁরাই হিনার প্রেরণা বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

ক্রিসমাসে দেখা দিল দুয়া

দু মাস বয়সী মেয়ে দুয়া। রীতিমতো পাপারাৎজিদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে দেখালেন রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। তবে শর্ত বা অনুরোধ একটাই, মেয়ের ছবি তোলা যাবে না। ইন্সটাগ্রামে তাঁদের বিশেষভাবে সাজানো বাড়ির ছবি পোস্ট করেছেন দীপিকা। তাতে তাঁদের নামের সঙ্গে দুয়ার নামও আছে, সঙ্গে ক্যাপশন, আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। অনেকে ভেবেছিলেন মেয়ের মুখ এদিন তাঁরা প্রকাশ্যে আনবেন, তা হল না অবশ্য। ছোট্ট দুয়াকে কোলে করে নিয়ে আসেন দীপিকা, সে এদিক ওদিক দেখে মাকে জড়িয়ে ধরে। নতুন বাবা-মা বলেছেন মেয়ের মুখ দেখাবেন, তবে দুয়া আর একটু বড়ো হোক, তারপর।

ফিরে দেখা ২০২৪

বছরের সেরা বিতর্ক

বছর ফুরোল। 'নটেগাছ'টাকে তাই ফিরে দেখা। ক্যালেন্ডার বদলির আগেই। চলতি বছরে বিনোদন জগতে ঘটে যাওয়া বহুকিছুকে আরেকবার আতসকাচের নীচে রাখা। সাফল্য, ব্যর্থতা এবং কিছু বিতর্কও। চোখ রাখা যাক বিতর্কে।

সলমনকে বিষ্ণোইয়ের হত্যা-হুমকি

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য গত কয়েক বছর ধরেই সলমন খানকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের নেতা লরেন্স বিষ্ণোই। চলতি বছর নতুন করে সলমনকে হত্যার হুমকি দেয় লরেন্স। তাতেই প্রশাসন ও সলমনের পরিবারের উৎকণ্ঠা বাড়ে। মিয়াঁর জন্য জোরদার হয়েছে নিরাপত্তা। মিডিয়ার মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল এই ঘটনা।

নয়নতারা, ধনুষ বিবাদ

দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারার তথ্যচিত্র নয়নতরা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারি টেল-এ দক্ষিণেরই ধনুষ পরিচালিত ও অভিনীত ছবির ক্যামেরার পিছনের ছবি ব্যবহার করেছেন তাঁর অনুমতি না নিয়েই—এই অভিযোগে ধনুষ নয়নতারার কাছ থেকে চুক্তিভঙ্গের জন্য ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনি চিঠি পাঠান। এই তথ্যচিত্র নেটফ্লিক্সে প্রদর্শিত হয়।

কঙ্গনার এমারজেন্সি

এই ছবি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রযুক্ত এমারজেন্সি নিয়ে তৈরি। ছবিতে শিখ সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ জানায় এই সম্প্রদায়। এরপর সেন্সর বোর্ড ছবির নির্ধারিত তারিখে মুক্তি আটকে দেয়। ছবির বেশ কিছু অংশ বাদ দিতে নির্দেশ দেয়। সেসব মেনে নিয়ে ছবির মুক্তি হচ্ছে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে।

রহমানের বিচ্ছেদ

অস্কারজয়ী এ আর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নার্গিসের বিবাহবিচ্ছেদ হয় চলতি বছর। এর সঙ্গে রহমানের বেস গিটারিস্ট মোহিনী দে-রও বিচ্ছেদ হয়। গুজব ওড়ে মোহিনীই রহমানের বিচ্ছেদের জন্য দায়ী। পরে দু-পক্ষই এই গুজব উড়িয়ে দেয়, তবে এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল।

স্ত্রী ২-এর কৃতিত্ব নিয়ে বিবাদ

ছবি দারুণ সফল হলেও নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুর ও নায়ক রাজকুমার রাও আলাদা আলাদাভাবে দাবি করেন যে তিনিই ছবির সাফল্যের কারণ। পরে অবশ্য শ্রদ্ধা বলেন, সামগ্রিকভাবে সকলের প্রচেষ্টায় ছবি হিট হয়েছে।

পুনমের মৃত্যু

টিভি অভিনেত্রী ৩২ বছরের পুনম পাণ্ডের সার্ভিকাল ক্যানসারে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর রটেছিল। তাঁর ম্যানেজার এই খবরটি দেন। পরে পুনম বলেন, তিনি জীবিত আছেন। জানা যায় এটি পাবলিসিটি স্টান্ট ছিল।

first লুক

শেষভাগে প্রিয়াংকা

অস্কার-এর শেষ পর্যায়ের মনোনয়নের দৌড়ে প্রিয়াংকা সরকার অভিনীত হিন্দি ছবি দ্য জেব্রাজ। পরিচালক অনীক চৌধুরীর এই ছবিতে আছেন শরাব হাশমি, ঊষা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেরা পরিচালক, সেরা চিত্রনাট্য, সেরা অভিনয়ের বিভাগে লড়ছে এই ছবি। অভিনেত্রী ও পরিচালক উচ্ছ্বসিত এই খবরে। ছবির বিষয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

মুক্তির তারিখ

২০২৫ সালের ১৬ মে মুক্তি পাচ্ছে আমার বস। নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির প্রধান আকর্ষণ রাখি গুলজার। শিবপ্রসাদও অভিনয় করেছেন ছবিতে। অনেকদিন পর আবার রাখিকে বাংলা ছবিতে পাওয়া যাবে। শেষবার তাঁকে ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি শুভ মহরৎ-এ দেখা গিয়েছিল। গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইতিমধ্যেই এই ছবি প্রশংসিত।

বর্তমান প্রজন্ম কি বইবিমুখ, কী বলছেন কৃতী পড়ুয়ারা

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : খুঁজছে উত্তর, খুঁজছে সুখ, বর্তমান প্রজন্ম কি বইবিমুখ? কোচবিহার জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বাউলের প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় ও কোচবিহার বইমেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে কোচবিহারের বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আলোচনা হল। আলোচনা সভায় মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম চন্দ্রচূড় সেন, উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী অঙ্কিতা ঘোষ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সৌম্যদীপ সরকার, এবিএনশীল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের ছাত্রী ঋতু সরকার সহ ৯ জন কৃতী পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। আধুনিক সমাজেও যথার্থ জ্ঞান অর্জন ও একজন ভালোমানুষ হওয়ার জন্য কেন বই পড়া প্রয়োজন, কেন বইয়ের কোনও বিকল্প নেই, সেমিনারে প্রত্যেকে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়াও বইয়ের প্রতি কেন ছাত্রছাত্রীদের একাংশ বিমুখ হয়ে উঠছে, তার পেছনে কি শুধু তাদেরই দোষ রয়েছে, না সমাজের আরও অন্যদের ভূমিকা রয়েছে, আলোচনায় সেই বিষয়গুলিও সযত্নে তাঁরা তুলে ধরেন।

সেমিনারে শুধু পড়ুয়ারাই নয়, বিশ্লেষক হিসাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক পার্থপ্রতিম রায়, আলিপুরদুয়ারের ডিআই (মাধ্যমিক) ডঃ আহসানুল করিম, শিক্ষক ডঃ তপন দাস, সঞ্চালক সঞ্জয় মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

শোভাযাত্রা

হলদিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : হলদিবাড়ি সত্যনারায়ণ গোশালার উদ্যোগে শুরু হল ভাগবত পাঠের আসর। বৃহস্পতিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য কলসযাত্রার মাধ্যমে তা শুরু হয়। গোশালা থেকে কলস নিয়ে মহিলাদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। ঢাক, ঢোল, ট্যাবলো সহযোগে শোভাযাত্রাটি হলদিবাড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ।

কম্বল বিতরণ

হলদিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : হলদিবাড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার সংগঠনের দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কম্বল বিতরণ করা হয়। হলদিবাড়ি ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস জানান, এলাকার প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক মৃণাল গোবিন্দ বৈষ্ণবের স্মরণে এদিন ৩০ জন দুঃস্থের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

ঘর সংস্কার

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুরোনো কিছু ঘর সংস্কার করা হল। বৃহস্পতিবার সংস্কার করা ঘরগুলির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন হয়। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ওই ঘরগুলি পরিত্যক্ত অবস্থাতেই ছিল। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ত। পুলিশকর্মীদের ব্যবহারের জন্য সেগুলি সংস্কার করা হয়েছে।

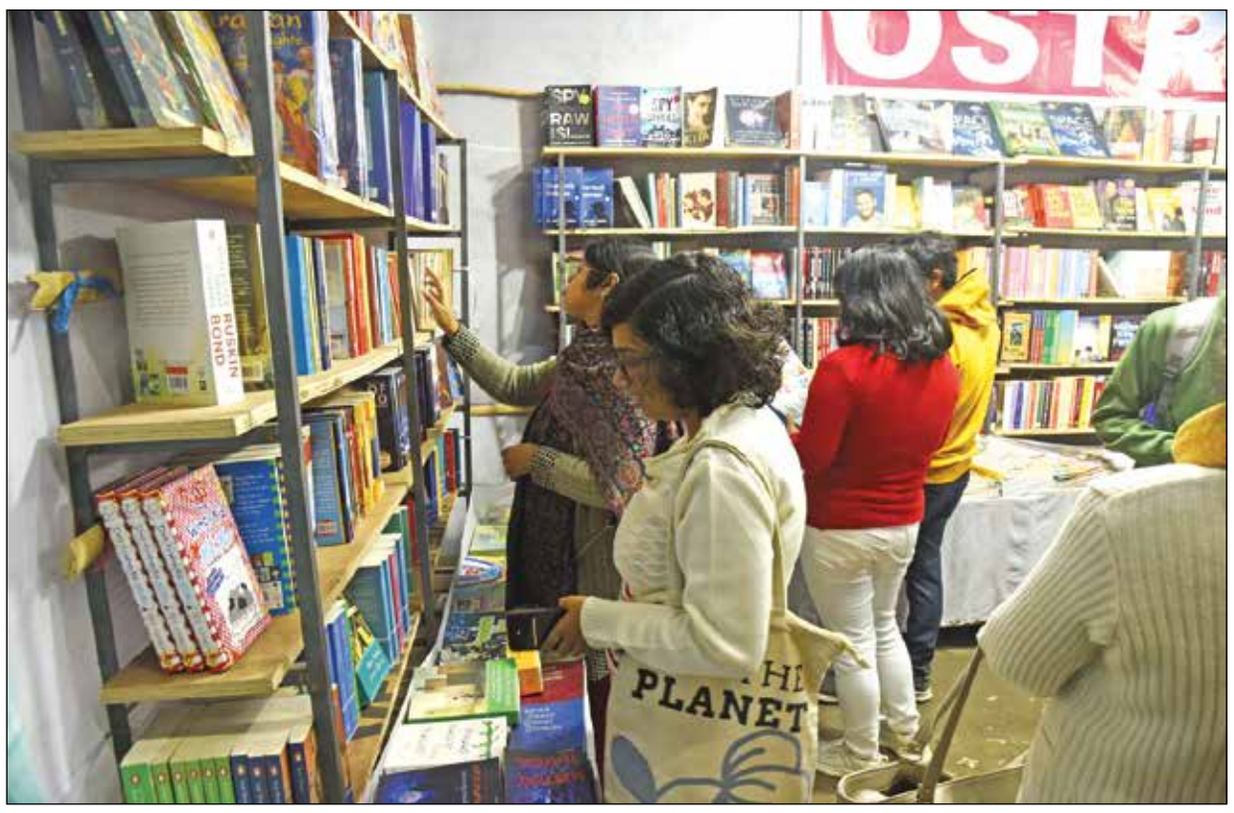

বইয়ের স্টলে অনুসন্ধানী চোখ নবীন প্রজন্মের। বৃহস্পতিবার কোচবিহার বইমেলায়। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

লিখতে পারলে ভয় কীসের?

নবীন প্রজন্মের যারা লেখালেখি ভালোবাসো ও লেখালেখি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাও, তাদের উদ্দেশে বলব, তোমার মধ্যে লেখার দক্ষতা থাকলে তোমার বই প্রকাশের সুযোগ আসবেই। সে যত দেরিতেই হোক না কেন। প্রথমে বড় কোনও প্রকাশনী সুযোগ না দিলেও ছোট সংস্থাগুলির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে, লিখেছেন কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রী পায়েল সরকার

বইমেলা

নতুন লেখকদের কাছে প্রথম বই প্রকাশ করা একটি স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন সত্যি করাটা কতটা চ্যালেঞ্জের তা একমাত্র লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাই জানেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলো নবীন লেখক-লেখিকাদের বই প্রকাশ করতে গিয়ে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। তার অবশ্য কারণও রয়েছে। অন্যতম কারণ হল, নবীন লেখক-লেখিকাদের বই প্রথম অবস্থায় কতটা বিক্রি হবে তা নিয়ে একটি সংশয় থাকে। সেজন্য অনেক সময়ই প্রকাশকরা লেখকদের বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। কখনও লেখক-প্রকাশক যৌথ উদ্যোগে অথবা কখনও শুধুমাত্র লেখকের উদ্যোগে (বলা ভালো খরচে) বই প্রকাশের প্রস্তাব পাওয়া যায়। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে অনেক লেখক-লেখিকাই পিছিয়ে যান।

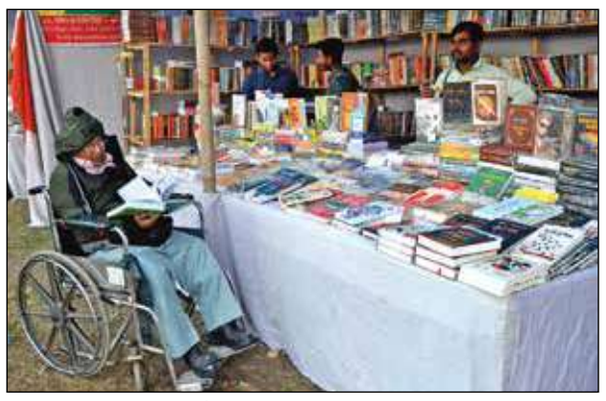

হুইলচেয়ারে মগ্ন পাঠক। কোচবিহার বইমেলায়। ছবি : জয়দেব দাস

সাধারণত ছাত্রছাত্রী থাকাকালীনই অধিকাংশ মানুষ লেখালেখি শুরু করেন। সেই নবীন লেখক-লেখিকারা কোনও চাকরি বা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ফলে তাঁদের পক্ষে বই প্রকাশের খরচ বহন সম্ভব হয় না। তাই ভালো লিখলেও তা প্রকাশ না পাওয়ায় আগ্রহ কমে যায়। লেখালেখি চালিয়ে গেলেও পরবর্তীতেও বই প্রকাশ নিয়েও একটা সংশয় বা ভয় থাকে। এটা একজন লেখকের কাছে প্রতিকূল বার্তা নিয়ে আসে। তবে যে লেখকরা বই প্রকাশের আশায় না থেকে নিজের মতো করে নিয়মিত লেখালেখি চালিয়ে যান ভবিষ্যতে তাঁরাই ভালো লেখক হতে পারেন বলে আমি মনে করি।

> যে লেখকরা বই প্রকাশের আশায় না থেকে নিজের মতো করে নিয়মিত লেখালেখি চালিয়ে যান, ভবিষ্যতে তাঁরাই ভালো লেখক হতে পারেন বলে আমি মনে করি।
>
> **–পায়েল সরকার**

আমার প্রথম একক বই প্রকাশ হয় ২০২২ সালে। 'নেট ফড়িং' প্রকাশনা সংস্থা ও তার প্রকাশক বিক্রম শীল আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন। নবীন প্রজন্মের যারা লেখালেখি ভালোবাসো ও লেখালেখি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাও, তাদের উদ্দেশে বলব, তোমার মধ্যে লেখার দক্ষতা থাকলে তোমার বই প্রকাশের সুযোগ আসবেই। সে যত দেরিতেই হোক না কেন। প্রথমে বড় কোনও প্রকাশনী সুযোগ না দিলেও ছোট সংস্থাগুলির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। ছোট প্রকাশনীর হাত ধরেও বড় মঞ্চে পৌঁছে যাওয়া যায় এবং সেইসঙ্গে ছোট প্রকাশনীটাও একদিন এভাবেই বড় প্রকাশনীর রূপ নেয়।

শেষে একটাই কথা। নবীন লেখকদের বই প্রকাশ যতই চ্যালেঞ্জের হোক না কেন, প্রতিকূলতা দেখে মোটেই পিছিয়ে গেলে চলবে না। লেখার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।

ধুঁকছে প্রাচীন পুঁথি, নয়া কেনার হিড়িক

প্রায় লক্ষাধিক বই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে দুশো থেকে চারশো বছরের পুরোনো প্রায় ১৬ হাজার বই রয়েছে। রয়েছে সোনার জলে মোড়ানো দুষ্পাপ্য বাইবেল, ২২৮টি প্রাচীন পুঁথি, রামায়ণ, মহাভারত। এর মধ্যে প্রচুর বই ও পুঁথি রয়েছে যেগুলি হাতে লেখা, এসব বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ নেই, শুধু প্রকাশক ও বিক্রেতাদের চাপে নতুন বই কেনার হিড়িক চলছে। আলোকপাত করলেন দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : বেহাল পরিস্থিতিতে ধুঁকছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। বর্তমানে যে ঘরে বসে জেলার মেধাবী ছাত্রধারীরা ডব্লিউবিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়, সে ঘরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ঘরে বসে এদিন দুপুরেও পড়ছিলেন বেশ কিছু পড়ুয়া। দেখা গেল, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গোটা ঘরের কঙ্কালসার অবস্থা। পড়ুয়াদের মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ফলস সিলিং। যে কোনও সময় সেটি খুলে ছাত্রছাত্রীদের মাথায় পড়তে পারে। এখানেই শেষ নয়, ওপরতলায় কোথাও পলেস্তারা খসে ছাদের রড বেরিয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার মেঝের টাইলসের নড়বড়ে অবস্থা। ভেবে পা ফেলতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

সাগরদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। উপরতলায় রয়েছে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর। বছর কয়েক আগে গ্রন্থাগার ভবনটির সংস্কার করা হয়েছিল। সংস্কারের কয়েক বছরের মধ্যে ফের বেহাল হয়ে পড়ে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরির এমন বেহাল দশা মেনে নিতে পারছেন না অনেক শহরবাসী। বইপ্রেমী সৌরভ দত্তের ক্ষোভ, 'গ্রন্থাগারের এই পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থাগারটির অবিলম্বে সংস্কার করা উচিত।'

১৮৭০ সালে কোচবিহার রাজদরবারের লাইব্রেরি ছিল বিমানবন্দর সংলগ্ন নীলকুঠি এলাকায়। এরপর ১৮৮৯ সালে লাইব্রেরিটিকে সাগরদিঘির পাড়ে রেকর্ড রুমে নিয়ে আসা হয়। তখনও এটা রাজাদের লাইব্রেরি-ই ছিল। পরে ১৮৯৫ সালে লাইব্রেরিটিকে সেখান থেকে সাগরদিঘির পাড়ে ল্যান্সডাউন হলে নিয়ে আসা হয়। তখন সেটির নাম পরিবর্তন হয়ে হয় 'স্টেট লাইব্রেরি।' রাজ আমলের অবসানের পর ১৯৬৯ সালের ১ এপ্রিল স্টেট লাইব্রেরিটি সাগরদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন নতুন নাম হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। সে সময় স্টেট লাইব্রেরিতে যে সমস্ত বইপত্র ছিল সেগুলিও এখানে নিয়ে আসা হয়।

বছরকয়েক ধরে লাইব্রেরির ওপরতলায় কেরিয়ার গাইডেন্সের ক্লাস শুরু হয়েছে। জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরাও মাঝেমধ্যে সেখানে এসে ক্লাস নিয়ে যান। ক্লাসের পাশাপাশি বহু পড়ুয়াও উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারে এসে পড়াশোনা করেন।

বর্তমানে প্রায় লক্ষাধিক বই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে দুশো থেকে চারশো বছরের পুরোনো প্রায় ১৬ হাজার বই রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সোনার জলে মোড়ানো দুষ্পাপ্য বাইবেল, ২২৮টি প্রাচীন পুঁথি, রামায়ণ, মহাভারত। এছাড়াও রাজপরিবারের সমস্ত গেজেট, ভেষজ রং দিয়ে হাতে আঁকা চিত্র সহ মূল্যবান বিভিন্ন বই রয়েছে সেখানে। এর মধ্যে প্রচুর বই ও পুঁথি রয়েছে যেগুলি হাতে লেখা।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে বেহাল পাঠকক্ষ। –সংবাদচিত্র

> সরকারি একটা প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন হয়ে গেলেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।
>
> **–পার্থপ্রতিম রায়** *সদস্য, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি*

সংস্কার প্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলেন, 'কয়েক বছর আগে গ্রন্থাগারটি সংস্কার করা হয়েছিল। আবার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। ফের সংস্কারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়ের আশ্বাস, 'সরকারি একটা প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন হয়ে গেলেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

আবর্জনায় কড়া

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : রাস্তায় আবর্জনা ফেলেছিলেন এক ব্যক্তি। তাকে দিয়েই আবর্জনা তোলালেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহরের কাছাড়ি মোড় এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে চেয়ারম্যান সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, 'শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা হরদম চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে কিছু মানুষের অসচেতনতার কারণে তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আজকে যে হোটেল থেকে এই আবর্জনা ফেলা হয়েছে, আমরা সেই হোটেলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

প্রস্তুতি সভা

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আইএনটিটিইউসির জেলা সম্মেলন উপলক্ষে পুরসভার কমিউনিটি হলঘরে প্রস্তুতি সভা হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন, সভার আহ্বায়ক সঞ্জয় দাস সহ অনেকেই। সঞ্জয় বলেন, 'শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি, বোনাস ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা সম্মেলন হবে।'

অধরা অভিযুক্ত

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : কোচবিহারের ডাওয়াগুড়িতে বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়ের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্যকে এদিনও নাগালে আনতে পারেনি পুলিশ। সোমবার সকালে ডাওয়াগুড়িতে দুটি দেহ উদ্ধার হয়। সেদিন থেকেই প্রণব উধাও। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দুই শহিদ পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার বিজেপির ৫ নম্বর শহর মণ্ডলের তরফে ৩১৮তম বীর বাল দিবস পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক, মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, মণ্ডল সদস্য বিমল অধিকারী সহ অনেকেই।

দিঘি সাফাইয়ে হাত লাগিয়েছেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা।

ডিএমের নেতৃত্বে সাগরদিঘি সাফাই

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কোচবিহারে সাগরদিঘির সাফাই অভিযান হল। তাতে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকেও দেখা যায় লাঠি দিয়ে দিঘির জঙ্গল টেনে তুলতে। অভিযানের পাশাপাশি পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে থাকা ঘাটে মঞ্চ বেঁধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দিঘির পাড়ে বৃক্ষরোপণ হয়।

জেলা শাসক ছাড়াও এই অভিযানে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ।

পুলিশ সুপার বলেন, 'কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ করতে হলে প্লাস্টিকমুক্ত করতে হবে।' সাগরদিঘি সাফাই নিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা যদি সব পরিষ্কার করে দিই তাহলে দিঘিতে যে কচ্ছপ ও পাড়ের জঙ্গলে বেজি, ভাম ইত্যাদি রয়েছে সেগুলিকে আমরা হারাব। ফলে সবদিক বিবেচনা করেই আমাদের কাজ করতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সুরজ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীদের বলছি প্লাস্টিক ব্যবহার না করতে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অনেকে তা করছেন। সম্পাদককে সেই বিষয়গুলি দেখতে হবে।'

সুরজ বলেন, 'প্লাস্টিক বন্ধ করার ব্যাপারে আমরা পুরসভার সঙ্গে একমত। তবে প্লাস্টিক বন্ধে প্লাস্টিকের সোর্সগুলিকে বন্ধ করা উচিত।'

এদিন সাগরদিঘি সহ কয়েকটি দিঘির সৌন্দর্যায়ন করা হলেও অনেক দিঘি এখনও আবর্জনায় ভরে রয়েছে বলে জানান প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, আমরা শুধু কয়েকটি দিঘি সৌন্দর্যায়ন করছি। কিন্তু বিশ্বাসপাড়া দিঘি, চন্দনদিঘি সহ প্রচুর দিঘি রয়েছে যেগুলি আবর্জনায় ভরে রয়েছে। দখল হয়ে যাচ্ছে। সেগুলির দিকেও নজর দেওয়া উচিত।

জেলা শাসক বলেন, 'আমরা সবাই চাই সাগরদিঘি ভালো থাকুক। শুধু সাগরদিঘিই নয়, আরও অনেক দিঘি, ভবন রয়েছে। সেগুলিকে আমাদের দেখতে হবে। সাগরদিঘি থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি। ৫টি দিঘির অনুমোদন ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। সেগুলির টেন্ডার হয়েছে। সবমিলিয়ে ১৫১টি হেরিটেজ স্থাপত্য রয়েছে। ধাপে ধাপে সবকিছুরই কাজ হবে।'

এই অভিযানের সময় অনুষ্ঠানে কর্মী-আধিকারিকদের খাওয়া চায়ের কাপ সহ বিভিন্ন খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক সাগরদিঘির পাড়েই পড়ে থাকতে দেখা যায়।

দুর্ঘটনা এড়াতে তৎপর পুরসভা

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : সুনীতি রোডের অর্ধসমাপ্ত ডিভাইডারের ওপর দু'দিকে বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে আছে লোহার রড। ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন, বিশেষ করে সাইকেল আরোহীদের জন্য এটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ছিল, বহুদিন ধরে ডিভাইডারের কাজটি আটকে রয়েছে। কবে শেষ হবে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু লোহার শিকগুলো রাস্তার দিকে বেঁকে থাকায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বিপজ্জনকভাবে বেঁকে থাকা রডগুলোকে খোলা অবস্থায় না রেখে সেগুলো যেন মুড়িয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বেঁকে থাকা ওই লোহার রডগুলো পুরসভার তরফে ভেতরের দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকছে না।'

সুনীতি রোডের অর্ধসমাপ্ত ডিভাইডার।

কোচবিহারে বেশি ভিড় জমেছে পার্কেই

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : এবার বড়দিনে ভিড় যেন জনসমুদ্রের আকার নিয়েছিল নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কে। বুধবার একদিনেই মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে পার্কে। যা গতবছরের বড়দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি। গত বছরের তুলনায় টিকিটের বিক্রি বেশি হওয়ায় খুশি কর্তৃপক্ষও। এদিকে, ভালো টিকিট বিক্রি হয়েছে রাজবাড়িতেও। শহরের পাশাপাশি শহরতলি এবং আলিপুরদুয়ার থেকেও বহু মানুষ এদিন সেখানে ঘুরতে এসেছিলেন।

বুধবার নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কে টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে সর্বত্রই ছিল ভিড়ে ঠাসা। ভিড়ের জেরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পার্কের সামনে যানজট ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তাতে কি! অত্যধিক ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল অতিরিক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারও। উদ্যান ও কানন বিভাগের তরফে পার্কে পর্যটক টানতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একমাসব্যাপী সেখানে প্রতিযোগিতামূলক নানা অনুষ্ঠান ছাড়াও সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা পার্ক চত্বর।

বড়দিন উপলক্ষ্যে গোটা পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছে বিভিন্ন কার্টুন চরিত্র। বড়দিন পেরিয়ে যেতেই নতুন বছরের জন্যও নতুনভাবে প্রস্তুতি সেরেছে কর্তৃপক্ষ। পার্কের তরফে অভিজিৎ নাগ বলেন, 'বুধবার সকাল থেকেই পার্ক ছিল ভিড়ে ঠাসা। এদিন সবমিলিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। নতুন বছরকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' কোচবিহারের অন্যতম নিদর্শন রাজবাড়ি। সারা বছরের বিশেষ দিনগুলির মতোই বুধবার রাজবাড়ি এবং রাজবাড়ি উদ্যানেও ভিড় ছিল পর্যটকদের।

এনএন পার্কে নজরকাড়া ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

নতুন প্রস্তুতি

- বড়দিনে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে এনএন পার্কে
- গত বছরের তুলনায় এই অঙ্ক বেশি, ভালো টিকিট বিক্রি হয়েছে রাজবাড়িতেও
- শহর, শহরতলি এবং আলিপুরদুয়ার থেকেও মানুষ ঘুরতে এসেছিলেন
- নতুন বছরকে কেন্দ্র করেও নতুনভাবে নানা প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে দপ্তরের তরফে

এক প্রচারবিমুখ রাষ্ট্রনেতার বিদায়

প্রিয়জিৎ দাস

যখন ড. মনমোহন সিং কথা বলেন, তখন গোটা বিশ্ব মন দিয়ে শোনে। ২০১০ সালে টরন্টোয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাগুলি বলেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। শুধু তিনি একা নন, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবের মতো বিশ্বের আরও অনেক নেতা বারবার মনমোহন সিংয়ের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন। অথচ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পর প্রথমবার একটানা ১০ বছর প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে টিকে থাকার কৃতিত্ব অর্জনকারী জ্ঞানী, মৃদুভাষী, নম্র, কর্মবীর, বিরল রাজনীতিক-প্রশাসক ড.মনমোহন সিংকে বারবার উপেক্ষা এবং পরিহাসের পাত্র হয়েছেন নিজের দেশেই। বিরোধী, সমালোচনাকারীরা তো বটেই, তাঁর নিজের দল কংগ্রেসের একাংশের কাছেও তাঁকে বিভিন্ন সময় হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বারবার অভিযোগ উঠেছে, ড. মনমোহন সিং ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত একজন অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার। ১০ বছর কেন্দ্রে তাঁর নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তিনি নাকি ছিলেন ম্যাডামের ইয়েস ম্যান। যাঁর নাকি কোনও নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল না, প্রশাসনেও দখল ছিল না। সরকারি সিদ্ধান্ত ও ঘোষণায় তাঁর সই থাকত বটে। কিন্তু সেগুলি চূড়ান্ত হত সোনিয়ার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে। মনমোহন সিংকে নিন্দুকেরা মৌনমোহন বলেও নিয়মিত কটাক্ষ করতেন। কারণ, তিনি গলাবাজি করে, তিলকে তাল বানানোর মন কি বাত শোনানোয় বিশ্বাসী ছিলেন না। করতেনও না।

কিন্তু ওই যে কথায় বলে, মানুষের কাজই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-মনমোহন সিংয়ের কাজগুলিই বুঝিয়ে দিত তিনি কতটা দক্ষ এবং যোগ্য প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। মনমোহন সিং শুধু পিভি নরসিমহা রাওয়ের আর্থিক সংস্কারের পার্থসারথী ছিলেন না। একবিংশ শতাব্দীতে ভারত যাতে বিশ্বের আর পাঁচটা উন্নত দেশের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার জন্য একাধিক পদক্ষেপও করেছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে আর্থিক সংস্কার এবং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২জি, কমনওয়েলথগেমস, কয়লার মতো আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলি নিয়ে বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন তিনি। যেহেতু তাঁর সরকারের আমলে দুর্নীতিগুলির অভিযোগ উঠেছিল এবং দেশজুড়ে জনরোষ তৈরি হয়েছিল তাই তাঁকেই লোকজন নিশানা করেছিল। অথচ মনমোহনের অতিবড় শত্রুও মানেন, তাঁর মতো সত, পরিচ্ছন্ন রাজনীতিক বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে বিরল। কিন্তু তিনি দুর্নীতিগুলি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। অথচ নিয়তির পরিহাস হল, যে টুজি কেলেঙ্কারি নিয়ে এত হইচই হয়েছিল তাতে পরবর্তীকালে আদালতে কোনওপ্রকার দুর্নীতিই প্রমাণিত করা যায়নি। কমনওয়েল এবং কোলব্লক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে। শাস্তিও পেয়েছে।

অথচ তিনি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর দেশে ব্যাপম, প্রশ্নপত্র ফাঁস, রাফাল, হিন্ডেনবার্গের মতো একাধিক দুর্নীতির খবর সামনে এসেছে। কোনও তদন্ত বা সাজা হয়নি। নোটবন্দি করে কাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছিল তাও জানা যায়নি। আদানি, আম্বানিদের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ তুলে দেওয়া হলেও তা নিয়ে সরকার চুপ। মনমোহন সিং একদা বলেছিলেন, সংবাদমাধ্যমের তুলনায় ইতিহাস আমার প্রতি অনেক দয়ালু হবে। কথাগুলি আজ অন্তত অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মনমোহন সিং বহুবার সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। বিদেশসফরের সময়ও করেছেন। বিদেশসফর থেকে ফিরেও করতেন। বস্তুত তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আর কখনও কোনও খোলামেলা সাক্ষাৎকারে যোগ দিতে দেখা যায়নি। যিনি সিংহবিক্রমে দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের কিং ছিলেন তাঁকেই নিয়মিত মৌনমোহন শ্লেষ শুনতে হয়েছিল। অথচ যিনি আম কীভাবে খান, পকেটে মানিব্যাগ রাখেন কিনা ইত্যাদি চুটকি মার্কা প্রশ্নের মুখে পড়েন তাঁরই নাকি ৫৬ ইঞ্চির ছাতি। আসলে মনমোহন সিংকে নিয়ে দেশের মানুষ চিরকালই হীনমন্যতায় ভুগেছেন। কারণ তিনি জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি এমনকি পিভি নরসিমহা রাও বা অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম এবং একমাত্র টেকনোক্র্যাট প্রধানমন্ত্রী। যিনি রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝলেও সেটাকেই প্রশাসকের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি বলে মানতেন না। তাই অন্যভাবে ভাবতে পারতেন বলেই বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার মধ্যেও দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে পেরেছিলেন।

ভারতের জিডিপির হার তড়তড়িয়ে বেড়েছিল তাঁর আমলে। আবার মহাত্মা গান্ধি জাতীয় রোজগার সুনিশ্চিত আইন তৈরি করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ১০০ দিনের কাজ নামক সঞ্জীবনী সুধা দিয়েছিল মনমোহন সিংয়ের প্রথম ইউপিএ সরকার। অথচ তাঁর উত্তরসূরি ওই কর্মসূচিকে গর্ত খোঁড়ার কাজ বলে বিদ্রুপ করেছিলেন। যদিও পরে এই গর্ত খোঁড়ার কাজকেই লাগাতার উৎসাহ ও অর্থ বরাদ্দ করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি কাজকর্ম বা সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়, কী তার নেপথ্যে থাকে, কেন দিনের পর দিন সরকারি ফাইল লালফিতের ফাঁসে আটকে থাকা তার উত্তর খুঁজে পান সেজন্য তথ্য জানার অধিকার আইন তৈরি করেছিল মনমোহন সিংয়ের সরকার। আরটিআইয়ের আবেদনের ফলে বহু অজানা তথ্য সামনে আনতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। কিন্তু এখন এই আইনটিকে ক্রমশ নখদন্তহীন করে ফেলার চেষ্টা চলছে। মনমোহনের আমলে ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন গ্রামগঞ্জে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। শিক্ষার অধিকার আইন ছিল মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকারের অপর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আধার কার্ড ছাড়া এখন প্রায় কোনও সরকারি-বেসরকারি পরিষেবাই পাওয়া যায়নি। দেশবাসীর জন্য আধার কার্ড তৈরির সিদ্ধান্তও ছিল মনমোহন সরকারের। বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও মনমোহন সিংয়ের প্রশাসনিক দৃঢ়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। বামেদের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ভারত-মার্কিন সিভিল নিউক্লিয়ার ডিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। পুবে তাকাও নীতি তাঁর আমলেই ডানা মেলেছিল। পাকিস্তানকে প্রতি পদে পদে পরাজিত করেও দুই দেশের শান্তিপ্রক্রিয়ার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন মনমোহন সিং। আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হওয়া সত্ত্বেও ব্রিকস, নির্জোট আন্দোলনের মঞ্চগুলি এখনকার মতো গুরুত্বহীন হয়ে যায়নি মনমোহনের আমলে। তাঁর আমলে আমেরিকা ঘনিষ্ঠতা রাশিয়ার সঙ্গে নয়াদিল্লির বন্ধুত্বে কখনও চিড় ধরায়নি।

তবে মনমোহন সিং তো ভগবান ছিলেন না। একমেবাদ্বিতীয়ম বলে কখনও নিজের ঢাকও পেটাননি তিনি। বরং যে মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্সের কথা গত ১০ বছর ধরে শোনা গিয়েছে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ ছিল তিনি। দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে ভারতে চলে আসা মনমোহন সিংকেও গরিবির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজে পড়া মনমোহনের কাছে জ্ঞানের আলোই ছিল লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। তাঁর নরম কথাবার্তায় বারবার সেই অস্ত্রের ঝলকানি চোখে পড়ত। কিন্তু কখনও গরিব কা বেটা বলে নিজেকে ভোটপ্রচারে উজাড় করে মেলে ধরতে হয়নি তাঁকে। অধ্যাপনা থেকে দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা, রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর থেকে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী—দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ ৩৪ বছর প্রথমে অসম এবং পরে রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তিনি। জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দাঁড়াননি। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাও হয়েছিলেন। আবার সংসদের উচ্চকক্ষের ট্রেজারি বেঞ্চেরও নেতা ছিলেন। কিন্তু কখনও সংসদীয় নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখাননি তিনি। বরং তাঁর নিষ্ঠাবোধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নজির হয়ে থেকে গিয়েছে। রাজ্যসভায় ভোটাভুটির জন্য হুইলচেয়ারে করে অসুস্থ শরীরে উপস্থিত থেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাংসদ হিসেবে কর্তব্যে কতটা অবিচল তিনি। অসুস্থ অবস্থাতেও সর্বশেষ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে ভোট দিতে এসেছিলেন। মনমোহন সিং ছিলেন প্রচারের আলোর বৃত্তের বাইরে থাকা একজন ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রনেতা।

দলের কাজে পদ্ম সদস্যরা আগ্রহী নন

জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : ভূতুড়ে কর্মীর কথা শুনেছেন? মানে খাতায়-কলমে অস্তিত্ব রয়েছে, হয়তো কোনও না কোনও অ্যাকাউন্টে টাকাও ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এমন কোনও কর্মীর অস্তিত্বই নেই। বিজেপির মধ্যেও এখন এমন ভূতুড়ে সদস্য দেখা যাচ্ছে। মানে খাতায়-কলমে অস্তিত্ব রয়েছে অনেকের। অথচ কাজের বেলায় তাঁদের কারও দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।

পদ্ম শিবিরের অভ্যন্তরীণ মহলের খবর, উত্তরবঙ্গের ৯টি সাংগঠনিক জেলায় একনিষ্ঠ সক্রিয় সদস্য সংখ্যা খুব কম। ২৯,৫০০ জনকে সক্রিয় সদস্য করা হলেও বাস্তবে একনিষ্ঠ সক্রিয় সদস্য সংখ্যা মাত্র ৫,৯৩৭ জন।

দলের রিপোর্ট থেকেই জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুরে সদস্য ২,৬০০ জন হলেও বাস্তবে সক্রিয় মাত্র ১,৩৪১ জন। কোচবিহারেও ৪,৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ৯১০ জন সক্রিয়। জলপাইগুড়িতে ৩,৭০০ জনের মধ্যে ৬৭৫ জন, আলিপুরদুয়ারে ২,৪০০ জনের মধ্যে ৭৬১ জন, মালদা উত্তরে ৩,৩০০ জনের মধ্যে ৬৫৭ জন, মালদা দক্ষিণে ২,৬০০ জনের মধ্যে ৫৭৬ জন, উত্তর দিনাজপুরে ৩,৪০০ জনের মধ্যে মাত্র ৪৬০ জন, শিলিগুড়িতে ২,৫০০ জনের মধ্যে ৪৭৮ জন এবং দার্জিলিং (পার্বত্য) ৪,৭০০ জনের মধ্যে মাত্র ৭৯ জন সক্রিয় সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে কাজ করছেন।

সম্প্রতি সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচিতে নেমেছিল বিজেপি। দাবি, তাতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ নিয়েছেন ৭,৫৯,০৩৬ জন। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রথমে রয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। সেখানে প্রায় ১,৪৫,৯০০ জন সদস্য হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে কোচবিহার (১,০৫,৯২৪ জন) এবং তৃতীয় স্থানে জলপাইগুড়ি (১,০৪,৩৬৯ জন)। বিজেপির এই প্রাথমিক সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রাথমিক সদস্য হয়েছেন ৯৬,৬৯৩ জন। দার্জিলিং (সমতল) ৬৫,০১৪ জন এবং দার্জিলিং (পার্বত্য, কালিম্পং সহ) ১৪, ২০৯ জন প্রাথমিক সদস্যপদ নিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের ৯টি সাংগঠনিক জেলাতেই প্রাথমিক সদস্যপদ গড়ে ৩০ শতাংশ থেকে বেড়েছে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত। কর্মীদের প্রচেষ্টার জন্যই প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা বেড়েছে বলে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামী জানিয়েছেন।

তবে, বিজেপি গত ২০১৯ সালের লোকসভায় কোচবিহারে ভালো ফলাফল করেছিল। সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে কিন্তু কোচবিহার আসনটা তাদের হাতছাড়া হয়েছে। তেমনি জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি বিধানসভাও উপনির্বাচনে বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। সম্প্রতি উপনির্বাচনেই মাদারিহাট বিধানসভাও হাতছাড়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল থাবা বসিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন তো হবে ২০২৬ সালে। মনে রাখতে হবে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি দক্ষিণবঙ্গের বদলে উত্তরবঙ্গেই ভালো ফল করেছিল। তাই সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা এভাবে কমতে থাকাটা দলের কাছে অশনিসংকেত বলেই মনে করছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। প্রশ্ন উঠছে, এতগুলি বিধানসভা ও লোকসভায় উত্তরবঙ্গে ভালো ফলাফল করার পরেও দলের কাজ করতে সদস্যদের অনীহা কেন? এই অবস্থায় প্রাথমিক সদস্যপদ সংগ্রহের কাজ শেষ করেই বিজেপি বিধানসভা ধরে ধরে পর্যালোচনায় নামতে চলেছে বলে রাজ্য কমিটির এক নেতা জানিয়েছেন।

৮ জানুয়ারি যোগ স্থায়ী উপাচার্যের

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৬ ডিসেম্বর : সব ঠিকঠাক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পাচ্ছে। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম। আগামী ৮ জানুয়ারি অধ্যাপক সরিৎকুমার চৌধুরী এখানকার উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার নেবেন। আপাতত তিনি অরুণাচলপ্রদেশের রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

এব্যাপারে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করে দিয়েছে। সেইমতো বর্তমান কর্মস্থল রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিলিজ নেওয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী উপাচার্য। এদিকে, এই প্রথম স্থায়ী উপাচার্য পেতে চলায় এখন খুশির হাওয়া জেলার শিক্ষামহলে।

এদিন সরিৎকুমার বলেন, 'আমার বর্তমান কর্মস্থলে রিলিজ নেওয়ার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। সম্ভবত আগামী ৮ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেব। জেলার জনজাতি, চা শিল্প ও পর্যটনশিল্পকে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ করব।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি, পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া সহ জেলার শিক্ষার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করাই হবে আমার প্রথম কাজ।'

২০১৮ সালে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছিল।

> জেলার জনজাতি, চা শিল্প ও পর্যটনশিল্পকে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ করব।
>
> **সরিৎকুমার চৌধুরী**

তারপর পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে যাত্রা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রথম অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন মহেন্দ্র রায়। তাঁর মেয়াদ শেষে ফের রাজ্য সরকার তাঁকে ৩ মাসের বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছিল। ওই মেয়াদও শেষ হতেই প্রায় ৬ মাস উপাচার্যহীন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। আর বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে রয়েছেন রাজ্যপাল মনোনীত রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর রাজ্যপাল রথীনকে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেন।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী একজন নৃবিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি অরুণাচলপ্রদেশের রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করছেন। তার আগে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর তিনি মধ্যপ্রদেশ ভোপালের ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব মিউজিয়ামের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি কাজ করেছেন। বিশেষ করে দেশের নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। বলছে শিক্ষামহল। কলকাতা ইউনিভার্সিটির এই প্রাক্তনীর কিন্তু এই প্রথম আলিপুরদুয়ারে আগমন নয়। এর আগেও এখানে তাঁর পা পড়েছে।

ভিক্ষা পাওয়া টাকায় ছেলেকে স্নাতক করতে চান সুধীর

ইটাহার, ২৬ ডিসেম্বর : ভিখারির স্বপ্ন, ছেলে হবে গ্র্যাজুয়েট। পথটা কঠিন। তবু মির্জাদিঘির সুধীর রবিদাসের সংকল্প, ভিক্ষে করেই ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করবেন। বুধবার ক্রিসমাসের দিনে হঠাৎ আলাপ জমেছিল ষাট ছুঁই ছুঁই সেই প্রৌঢ়র সঙ্গে।

- বাড়িতে কে কে আছেন ?

- বৌ, ছেলেমেয়ে সবাই আছে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ছোট মেয়েকে

আইটিআইতে ভর্তি করেছি। ছেলেটা ইটাহার কলেজে বিএ ফার্স্ট ইয়ার।

- তা ভিক্ষে করছেন কেন ?

- সবই প্রভুর ইচ্ছা।

- ভিক্ষে পান? মানুষ দেয়?

- দেয়... দেয়। দেয় বলেই তো ভিখারি হয়েও ছেলেমেয়েকে কলেজে পড়াতে পারছি।

বড়দিনে বাঙার চার্চে প্রতি বছরই ভিড় হয়। নানা রংয়ের মানুষ। ক্রিসমাস টুপি মাথায় দিয়ে বাবা-মায়ের হাত ধরে শিশুরা চলেছে দলে দলে। বড়দের পোশাকেও রংয়ের মেলা। উৎসবের আঙিনাতেই রঙিন ভিড়ের মাঝে দেখা মিলল সুধীরের। একমুখ দাড়ি। গায়ে মলিন পোশাক। বস্তা পেতে বসেছেন পথের ধারে। সামনে রাখা দুটো ক্রাচ, একটা বড় বাটি। পিছনে দাঁড় করানো ট্রাইসাইকেল। প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো সান্তা ক্লজ সেজে কেউ বসে আছেন শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য। ভ্রম কাটল কাছে যেতেই। সান্তা তো দুই হাত খুলে শুধু দেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ তো হাত পেতে নিচ্ছেন!

সুধীর আগে ট্রেকার চালাতেন। গাজোল থেকে ট্রেকার চালিয়ে আসার সময় মশালদিঘিতে ঘটে দুর্ঘটনা। ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁর ট্রেকারের। তাতেই একটি পা কোমর থেকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যায়। প্রাণে বেঁচে যান সুধীর। অকেজো হয়ে যায় পা। তারপর থেকেই ট্রেকার ছেড়ে ট্রাইসাইকেল। জীবন চলছে ক্রাচে ভর করে। সুধীর বলেন, 'প্রতি বছরই এই দিনটাতে এখানে বসি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার টাকা হয়ে যায়। কী করব, বলেন ? এক বিঘা জমি আছে। কিন্তু তা দিয়ে কি সংসার চলে?'

শুধু বড়দিনে চার্চের সামনেই নয়, জালসা থেকে পুজোর মেলা সবখানেই দেখা যায় তাঁকে। কোথাও কোনও উৎসব না থাকলে সকাল থেকে ট্রাইসাইকেল ঠেলে ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। পঞ্চাশ, একশো, দুশো টাকা কিংবা ধান, চাল যেদিন যেমন জোগাড় হয়, তা নিয়েই বাড়ি ফেরেন। ভিক্ষে করতে অবশ্য দ্বিধা নেই সুধীরের। তাঁর কথায়, 'মানুষের কাছে সাহায্য চাইছি। এতে লজ্জা কীসের? চুরি তো করছি না।'

মন উজাড় করে বলেই চলেন সুধীর, 'কপালফেরে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছি। কিন্তু হেরে যাইনি। হারবও না। পণ করেছি, ভিক্ষে করেই ছেলেটাকে গ্র্যাজুয়েট বানাব। এমএ পাশও করাব। আমি চাই না, আমার মতো আমার ছেলেমেয়েরাও ভিক্ষে করুক।' সুধীরের ছেলে সুদীপ ইটাহার কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ছেন। মেয়ে প্রমিতা ইটাহার আইটিআইতে ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করছেন।

হঠাৎ সান্তা এলে কী চাইবেন?

চমক লাগে সুধীরের প্রার্থনায়। গাড়ি, বাড়ি, ধন, দৌলত নয়।

তিনি বলেন, 'কী আর চাইব? বলব, ওদের মানুষ করে দাও। ছেলে ও মেয়েটা যেন শিক্ষিত হয়ে মাথা উঁচু করে সৎ পথে রোজগার করতে পারে।'

জমি দখল

প্রথম পাতার পর

হয়েছে অথচ সেই বিষয়ে কিছুই জানেন না ওয়ার্ড কাউন্সিলার।

তিনি বলেন, 'একটি ক্লাবের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছে। তাদের পাশে থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু সরকারি জায়গায় ঘর বানিয়েছে বা সরকারি জায়গা ব্যবহার করছে এমন কিছুই জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।' বেশ কয়েকদিন ধরেই জোরকদমে চলছিল ফাঁকা ওই মাঠকে সাজিয়ে তোলার কাজ। তবে উত্তম চক্রবর্তীর দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কাজ থমকে গিয়েছে। স্থানীয়রা জানান, জায়গাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। রাতের অন্ধকারে অসামাজিক কাজকর্ম চলত এখানে। মাঝেমধ্যে পুরসভার কর্মীরা এখানে এসে আবর্জনা ফেলে যেত। তাই মাঠটি পরিষ্কার হওয়ায় তাদের সুবিধা হয়েছে। তবে সরকারি জায়গায় কেন ক্লাব গড়ে তোলা হল? এ বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি ক্লাবের সঙ্গে জড়িত থাকা কেউই। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'খোঁজখবর পেয়েছি তবে কোনও অভিযোগ পাইনি। ভূমি দপ্তর বন্ধ রয়েছে। অফিস খুললে সেখানে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

দুদিন ধরে

প্রথম পাতার পর

বিরোধীদের আশঙ্কা, কোথাও গিয়ে তদন্ত আবার মাঝপথে বন্ধ না হয়ে যায়। সিপিমের নেতা প্রবীর পালের কথায়, 'উত্তমের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে যে প্রভাবশালীর হাত রয়েছে তা স্পষ্ট। তাই পুলিশ এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত করলেই সেসব নাম সামনে আসবে। নয়তো শুধুমাত্র একজনকে বলির পাঁঠা করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।' যদিও তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর বলেন, 'আমাদের কাউন্সিলারই প্রথম এই দুর্নীতি সামনে এনেছিলেন। তাই আমাদের দল অন্তত দুর্নীতির সঙ্গে কোনওরকম আপস করতে রাজি নয়। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি তদন্তের মধ্যে রয়েছে তাই এবিষয়ে আর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না।'

ট্রাফিক পোস্টের কার্যকারিতায় প্রশ্ন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : বছরপাঁচেক আগে দিনহাটা পাঁচমাথার মোড় সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে লাগানো হয়েছিল ট্রাফিক লাইটপোস্ট। শহরবাসীরা আশা করেছিলেন, এবার হয়তো যানজট সমস্যা মিটবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। শহরবাসীর মধ্যে ট্রাফিক আইন মান্য করার কোনও লক্ষণই দেখা যায়নি। পথচারী ও চালকদের ট্রাফিক নিয়ম মানতে বাধ্য করার জন্য পুলিশ বা পরিবহণ দপ্তর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এভাবেই কেটে গিয়েছে পাঁচ-পাঁচটা বছর।

শহরের নানা জায়গায় পুরোনো ট্রাফিক লাইটপোস্টগুলি কোথাও ঝুলে পড়েছিল, কোথাও-বা ভেঙে নীচে পড়েছিল। হঠাৎই পুজোর আগে জেলা পুলিশ ও দিনহাটা পুরসভার উদ্যোগে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্রাফিক লাইট পোস্ট ও বালব লাগানো হয়। কিন্তু এখনও সেই লাইট কার্যকর হয়নি বলে পথচারী ও চালকদের দাবি। এনিয়েই প্রশ্ন উঠছে। এবারও কি মানা হবে না ট্রাফিক বিধি?

উল্লেখ্য, দিনহাটা শহরে গত কয়েক বছরে অনিয়ন্ত্রিত টোটোর দাপটে যানজট সমস্যা বেড়েছে। ফলে, বারবার ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবি উঠছিল। অবশেষে পোস্ট বসানোর মাধ্যমে সেই দাবিতে যেন সিলমোহর পড়ে। তবে, আগের মতো ট্রাফিক লাইটপোস্টগুলি শুধুমাত্র নামে নয়, কাজে সক্রিয় করে তোলার দাবি উঠছে। দিনহাটা ট্রাফিকের ওসি কল্যাণচন্দ্র রায়ের কথায়, 'ট্রাফিক লাইটের বিষয়ে এখনও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি। এলে সেইমতো ব্যবস্থা নেওযা হবে।' নয়া ব্যবস্থায় যানজট সমস্যার কি আদৌ সমাধান হবে? এ প্রশ্নের জবাবে কল্যাণের বক্তব্য, 'শহরে যেভাবে টোটো বাড়ছে তা নিয়ন্ত্রণেই প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ারকে ব্যবহার করতে হয়। নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করতে লোকবল আরও বাড়ানো প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করছি, লোকবল বাড়লে নয়া ব্যবস্থা কার্যকর করতে অসুবিধে হবে না।'

দিনহাটা শহরের বাসিন্দা পার্থ কুণ্ডুর কথায়, 'আগেও ট্রাফিক লাইট লাগানো হয়েছিল। কিন্তু ভিনরাজ্যের ট্রাক ছাড়া কেউই ট্রাফিক বিধি মানত না। এমনকি, পুলিশও কঠোরভাবে বিধি মানতে তেমন উদ্যোগ নেয়নি। তবুও নতুন ট্রাফিক পোস্ট লাগানো ভালো খবর। কিন্তু এটি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হয় সেটিও পুলিশ প্রশাসনকে দেখতে হবে।'

শীতের আমেজে প্রকৃতি পাঠের আসরে পড়ুয়ারা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : শীত পড়েছে। স্কুলগুলিতেও শুরু হয়েছে শীতের ছুটি। আর এরমধ্যেই শহুরে ভিড় ও কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির মাঝে পৌঁছেছে একদল ছেলেমেয়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিরিবিলি পরিবেশে শুরু হল প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি (ন্যাস)-র প্রকৃতি পাঠ শিবিরের ২৪তম বর্ষ। দু'পাশে সবুজে ঘেরা উঁচু পাহাড়। তার মাঝখান দিয়ে শীর্ণভাবে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ লিস নদী। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মুরলিগঞ্জ, ওদলাবাড়ি, মালবাজার ইত্যাদি জায়গা ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকেও অনেকে এবার শিবিরে অংশ নিতে এসেছেন।

৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি মোট ১২০ জন ছাত্রছাত্রী মাকুমে আয়োজিত এই শিবিরে যোগদান করেছে। ক্যাম্প কমান্ডান্ট জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, 'তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ডায়না প্রভৃতি নামের মোট ২০টি তাঁবু করা হয়েছে। আগামী পাঁচদিন সেখানেই থাকবে ছাত্রছাত্রীরা। চেনা পরিবেশের বাইরে শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রকৃতিকে রক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরাই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য।' এছাড়া গাছপালা, পশুপাখি চেনানো সহ রক ক্লাইম্বিং ও খরস্রোতা নদী পারাপারের কৌশল ইত্যাদি একাধিক বিষয়েও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ওই শিবিরে।

মেহেকো খাতুন, আদিত্য রায়ের মতো অনেকেই এবার প্রথম শিবিরে যোগ দিয়েছে। মেহেকো বলে, 'স্কুলে শীতের ছুটি শুরু হতেই এধরনের শিবিরে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। পড়াশোনার বাইরে আগামী কয়েকদিন একটু অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে ফিরব।' এদিন সকালে বিধানপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ২৪তম বর্ষের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রীপ্রাপক করিমুল হক সহ অন্য অতিথিরা। মাকুমের শিবিরে পতাকা উত্তোলন করেন বন দপ্তরের চেল রেঞ্জ আধিকারিক সন্তোষ সারকি। অন্যদিকে, এদিনই ওদলাবাড়ির অন্য আরেকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান ইকোলজি কনজারভেশন ফাউন্ডেশন (এইচইসিএফ)-এর অষ্টম বর্ষের প্রকৃতি পাঠ শিবির শুরু হয়েছে লিস নদীর বুকে চুনাভাটিতে। মোট ১৪০ জন সেই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন বলে সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ বর্ধন জানিয়েছেন।

মাকুম বস্তিতে প্রকৃতি পাঠ শিবিরে মধ্যাহ্নভোজে ছাত্রছাত্রীরা।

'ইন্ডিয়া'য় নয়

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে আপ-কংগ্রেস দ্বৈরথ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। মমতা শুধু বলেন, 'আমি এখন সরকারি জায়গায় বসে কথা বলছি। এখান থেকে রাজনৈতিক মন্তব্য করব না। আমি সব রাজনৈতিক দলকেই সম্মান করি। আমি কামনা করি নতুন বছর সবার ভালো যাক।'

এদিকে, কংগ্রেস সুর নরম করতে নারাজ। দলের নেতা অভিষেক দত্ত বলেন, 'কেজরিওয়াল দিল্লিকে লুট করেছেন। কারণ ছাড়াই তিনি সন্দীপ দীক্ষিতকে গালিগালাজ করছেন। কেজরিওয়াল জানেন যে, তিনি ভোটে হেরে যাবেন।' যুব কংগ্রেসের অভিযোগ, দিল্লিতে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা' সরকারিভাবে চালু না হলেও প্রকল্পটিতে নাম নথিভুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে আপের বিধায়ক, পুর প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভোটার পরিচয়পত্র, ফোন নম্বরের মতো স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহ করছেন।

নিরাশার বালুচরে দার্জিলিংয়ের

প্রথম পাতার পর

নইলে আবার নতুন রাজ্য গড়ার ডাক কেন?

অনীত থাপা সেভাবে বলছেন না, বিমল গুরুংও বলছেন না। বিনয় তামাং কার্যত অদৃশ্য। আগে মাঝে মাঝেই একটা দৃশ্য দেখা যেত কলকাতায়--পাহাড়ের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলে প্রেস মিট করছেন, ক্ষোভ জানাচ্ছেন। সে সব আজ বন্ধ। তৃণমূলের অস্তিত্ব নেই পাহাড়ে, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় ইস্যু অনেক ভালো সামলাচ্ছেন। পাহাড়ে জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মিলে যতবার এসেছেন তার থেকে বেশি গিয়েছেন মমতা। পাহাড়ে আর এমন স্থানীয় নেতা নেই, যাঁর মুঠোয় পুরো দার্জিলিং-কালিম্পং। এই পরিস্থিতিতে গ্লেনারিজ মালিকের রাজ্যভাগের দাবিতে অন্য অঙ্কের ছোঁয়া।

এডওয়ার্ড যখন রাজনীতিতে এলেন, মনে হয়েছিল দার্জিলিংয়ে আর এক কেজরিওয়াল হাজির। রুটিন বহির্ভূত অন্য রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে। প্রথমবারেই ভোটে জেতার পর সবাই ভাবলেন, সত্যিই গড়পড়তা পাহাড়ি নেতার তুলনায় আলাদা এডওয়ার্ড। পরের ভোটেই সম্পূর্ণ পদস্খলন। ততদিনে পাহাড় ও সমতল জেনে গিয়েছে, অজয় কোনওমতেই কেজরি হতে পারছেন না। সেই ভিশন নেই। নীতি নেই। কোন পথে যাবেন, তা নিয়েও চরম বিভ্রান্তি তাঁর। কেন নিরাশার বালুচরে দার্জিলিংয়ের আশা?

গ্লেনারিজ মালিক হামরো পার্টি বানিয়েছিলেন ২০২১ সালের নভেম্বরে। দু'বছর পরের নভেম্বরে চলে গেলেন কংগ্রেসের ভারতজোড়ো যাত্রায়। মার্চের শেষদিকে হামরো পার্টি ছেড়ে নাম লেখালেন কংগ্রেসে। তখন নরেন্দ্র মোদির কড়া সমালোচনা করে বলতে শোনা গেল, 'দার্জিলিংয়ের জন্য বিজেপি কিছুই করেনি। পাঁচ বছর আগে মোদি এসে বলেছিলেন, গোর্খাদের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন। কিছুই করেনি।'

এডওয়ার্ডের ঘনঘন পার্টি বদল পোশাক বদলেরই মতো। অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে যায়, রাজনীতিতে কুশলী নন, ক্যাজুয়াল। হামরো পার্টি বানানোর সময় খেয়ালই করেননি, নামটা ইতিমধ্যে নথিবদ্ধ সিকিমে। বাইচুং ভুটিয়ার সৌজন্যে। মজা নম্বর ১ঃ রবিবার যে ভারতীয় গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট হল, তার নাম নিয়েও প্রশ্ন অনেক। মজা নম্বর ২ঃ বাইচুংয়ের পার্টি উঠেই গিয়েছে। কোনও নেতা কি ভালোভাবে খোঁজ না নিয়ে পার্টির নাম ঘোষণা করতে পারেন?

অজয় এডওয়ার্ড সেই হতভাগ্য ব্যাটারের মতো, যিনি প্রথম ইনিংসে ভালো ব্যাট করে, বাকি সব ম্যাচে পাঁচও পেরোননি। দার্জিলিং কেন্দ্রের ভোটের ফল খেয়াল করুন। দেখবেন, সেখানে বিজেপি-তৃণমূল-কংগ্রেসের পাশে কিষান মজদুর সংঘর্ষ পার্টি, আম্বেদকর পার্টি, নর্থবেঙ্গল পিপল পার্টি, কামতাপুর পিপলস পার্টি, এসইউসি, আমরা বাঙালি, গোর্খা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস লড়েছে। পাঁচ হাজারের বেশি ভোট পায়নি কেউই। নির্দলদের ভোটও এদের থেকে বেশি।

অথচ দার্জিলিং একসময় অজয়কে সান্তাক্লজ ভেবেছিল!

পাহাড়ে সর্বজনগ্রাহ্য নতুন নেতা নেই আর। যৌবনের সুবাস ঘিসিং, পুরোনো দিনের বিমল গুরুংয়ের মতো। যাঁর একটা কথায় জেগে উঠবে পাহাড়িয়া বাঁশি। এই মুহূর্তে বাংলা ভাগের ডাক দেওয়া নগেন রায়, বংশীবদন বর্মন, জীবন সিংহদের মতো রুটিন হুংকার দেওয়া শোনায়। ভোট এলেই গুরুত্ব পেতে নানা দাবি তোলেন যাঁরা। পাহাড়ে আবার আগুন জ্বললে, ইতিহাসের গ্লেনারিজের মাথায় কীভাবে ঝুলবে 'হোপ' লেখা আলো?

এডওয়ার্ডবাবু আপনি যদি ব্যাপারটা ভেবে দেখেন!

নজরে পরিসংখ্যান

১৮ জসপ্রীত বুমরাহর থেকে ১১তম ওভারে ১৮ রান নেন স্যাম কনস্টাস। এত রান বুমরাহর টেস্ট কেরিয়ারে এক ওভারে আগে কখনও দেননি।

৪৫৬২ টেস্টে বুমরাহ ৪৫৬২ বল আগে ছক্কা খেয়েছিলেন। শেষবার ২০২১ সালে বুমরাহকে ছক্কা মেরেছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। এদিন সপ্তম ওভারে সেই তালিকায় নাম তোলেন কনস্টাস। টেস্টে বুমরাহর বিরুদ্ধে মাত্র নয়বার ব্যাটাররা ছক্কা মারতে পেরেছেন।

১৯ **বছর ৮৫ দিন** সর্বকনিষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার হিসেবে টেস্ট অভিষেক হল কনস্টাসের। অজিদের সামগ্রিক সর্বকনিষ্ঠের তালিকায় কনস্টাস চতুর্থ।

৫২ অর্ধশতরান করতে কনস্টাস ৫২ বল নিয়েছেন। যা টেস্ট অভিষেকে অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে তৃতীয় দ্রুততম।

১৩.১ **ওভার** টেস্ট অভিষেকে অর্ধশতরানে পৌঁছাতে ১৩.১ ওভার নেন কনস্টাস। টপকে যান ভারতের পৃথ্বী শ-কে। তিনি ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে ১৭.৪ ওভারে ৫০-এর গণ্ডি টপকেছিলেন।

৪০০০ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে জো রুটের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ৪ হাজার রানের গণ্ডি টপকালেন মার্নাস লাবুশেন।

৪ স্টিভেন স্মিথ চতুর্থ ব্যাটার যিনি মেলবোর্নে অন্তত দশটি অর্ধশতরান করলেন। ছুঁয়ে ফেললেন গ্রেগ চ্যাপেল, ডন ব্র্যাডম্যান ও রিকি পন্টিংকে।

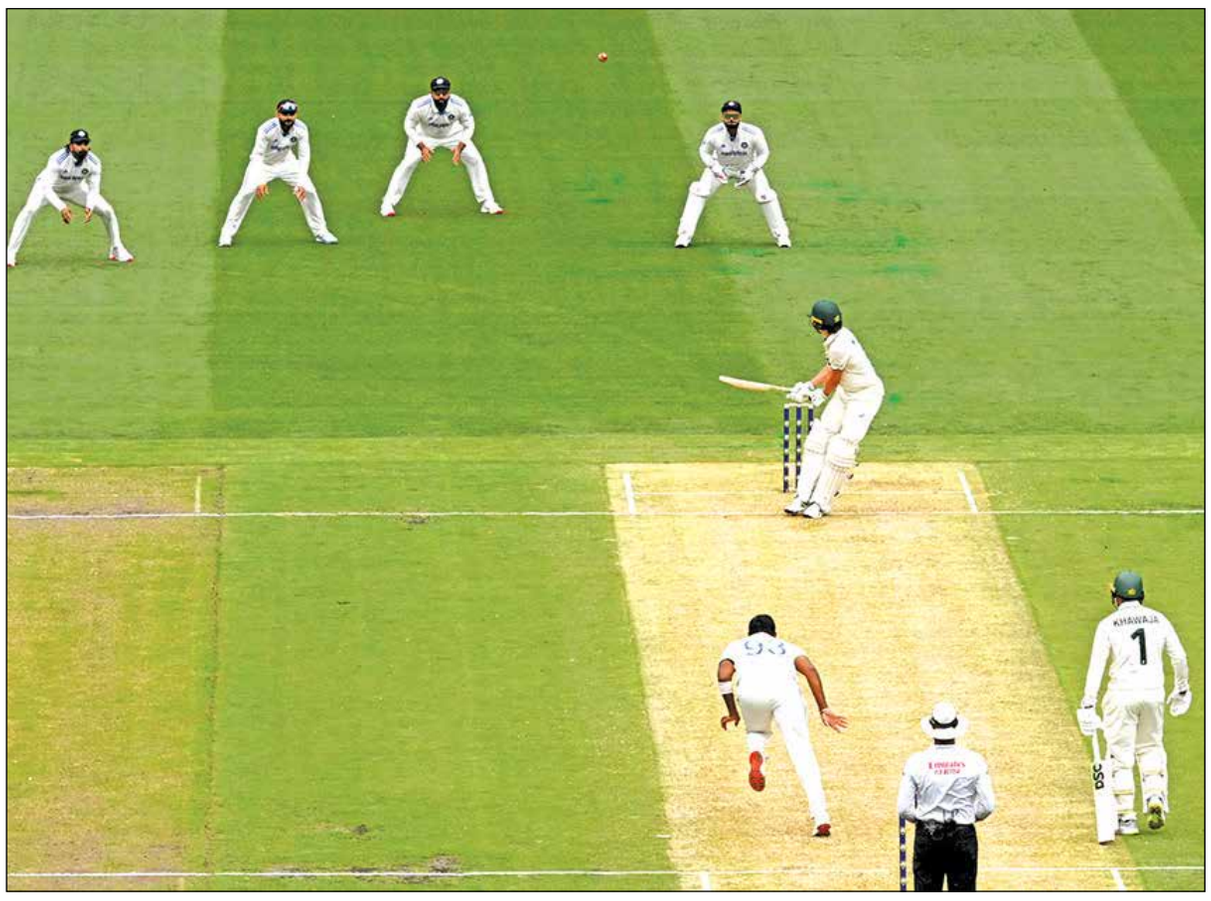

সপ্তম ওভারে জসপ্রীত বুমরাহর বলে রিভার্স স্কুপে ছক্কা হাঁকিয়ে চমকে দিলেন স্যাম কনস্টাস। বৃহস্পতিবারই তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়।

সমালোচনায় মুখর সানি-শাস্ত্রীরাও

কনস্টাসকে ধাক্কা, জরিমানা বিরাটের

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : চলতি সফরে ব্যাট হাতে বাইশ গজে কিছুটা নিষ্প্রভ। প্রিয় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও চেনা মেজাজে একেবারেই নেই। যদিও ব্যাট না চললেও, বিরাট কোহলির আগ্রাসি মেজাজে ভাটার লক্ষণ নেই। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনেই বিরাটের যে আগ্রাসন নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট বিশ্ব।

আইসিসি-র আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি প্রাক্তনদের প্রবল সমালোচনার মুখে কিং কোহলি। অভিষেককারী বছর উনিশের অজি ওপেনার স্যাম কনস্টাসকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা মারার অভিযোগ। প্রথমবার টেস্ট আঙিনায় পা রেখে প্রথম সেশন মাতিয়ে রাখেন বাহারি শটে। রেয়াত করেননি জসপ্রীত বুমরাহকেও।

চাপ বাড়ছিল ভারতীয় শিবির, খেলোয়াড়দের মাঝে। প্রতিফলন বিরাটের লাগামহীন আচরণে। দশম ওভারের শেষের ঘটনা। প্রান্ত বদলের সময় হাঁটুর বয়সি গ্লাভস খুলতে ব্যস্ত কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারেন বিরাট। পালটা কিছু বলতে দেখা যায় তরুণ অজি ওপেনারকেও। শেষপর্যন্ত অপর ওপেনার উসমান খোয়াজা এবং আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি তখন মিটলেও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাননি বিরাট।

আম্পায়ারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিরাটের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। একইসঙ্গে বিরাটের শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিনারি রেকর্ডে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করা হয়। কোহলি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে আইসিসি-র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। গত ২৪ মাসে প্রথমবার আচরণবিধি ভাঙায় শুধু জরিমানাতেই রেহাই। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে নির্বাসনও হতে পারে বিরাটের।

অল্পেতে পরিত্রাণ পেলেও ঘরে-বাইরে সমালোচনার ঝড় বইছে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, ইরফান পাঠানরা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, ক্রিকেট বডি কনট্যাক্ট গেম নয়। এই ধরনের আচরণ কখনও শোভা পায় না দরকার ছিল না। আমি নিশ্চিত বিরাটও পরে তা অনুভব করবে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ও যে পর্যায়ের ক্রিকেটার, তার সঙ্গে এই আচরণ মানায় না। উত্তেজনার বশে হয়তো করে ফেলেছে। তবে অপ্রয়োজনীয় আচরণ। সীমারেখাটা কখনও অতিক্রম করা উচিত নয়।'

স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মারার পর বচসাতেও জড়ালেন বিরাট কোহলি।

> বিরাট কোথা দিয়ে হাঁটছিল দেখুন। পুরো সময় ও ডানদিক দিয়ে গেল ধাক্কা মারার জন্য। এই নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।
>
> **-রবি শাস্ত্রী**

স্বভাবতই সুর চড়িয়েছেন প্রাক্তন অজি তারকারা। রিকি পন্টিংয়ের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবেই ধাক্কা মেরেছেন। কমেন্ট্রির সময় বলেছেন, 'বিরাট কোথা দিয়ে হাঁটছিল দেখুন। পুরো সময় ও ডানদিক দিয়ে গেল ধাক্কা মারার জন্য। এই নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।' মাইকেল ভন বলেন, 'কনস্টাস নিজের জায়গাতেই ছিল। বিরাটকে দেখুন। ওই দিক বদলেছে। ও সর্বকালের সেরা। অভিজ্ঞ। কেন এটা করল, এই প্রশ্নটা পরে ওর মনেও উঁকি মারবে। ম্যাচ রেফারিরা রয়েছেন। ওঁরাই পদক্ষেপ করবেন।'

বিরাটের মতো ক্রিকেটারের থেকে। সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'স্লেজিং, মৌখিক যুদ্ধ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু ধাক্কাধাক্কি গ্রহণযোগ্য নয়।'

রবি শাস্ত্রীর কথায়, 'এর কোনও

বুমরাহর পাশে ফের ফিকে সিরাজ

স্যামের হুংকার থামিয়ে লড়াই

তিন উইকেট নিয়ে ভারতে ম্যাচে রাখলেন জসপ্রীত বুমরাহ।

অস্ট্রেলিয়া-৩১১/৬

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : তীব্র গরমে অতিষ্ঠ মেলবোর্ন।

পারদ চল্লিশ পার। আবহাওয়ার আস্ফালন যদিও হার মানল বাইশ গজের দ্বৈরথের সামনে। ক্রিসমাস, কেক, পেস্টির আবহে সকাল থেকে গরমের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে প্রায় উৎসবের মেজাজে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড।

নব্বই হাজার ছুঁইছুঁই দর্শক ফিরলেন ব্যাট-বলের সঙ্গে মৌখিক, শারীরিক যুদ্ধের উত্তাপ নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া সর্বকনিষ্ঠ ওপেনার হিসেবে টেস্ট অভিষেককারী স্যাম কনস্টাসের ব্যাটের দৌলতে দেখা গেল জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে তুলোধোনার বিরল দৃশ্য।

উনিশ বছরের তরুণ তুর্কির যে 'ভয়ডরহীন' ব্যাটিংয়ে বুমরাহকে বাধ্য করল চেনা লাইন-লেংথে বদল আনতে। মার্ক টেলরের হাত থেকে ব্যাগি গ্রিন টুপি নেওয়ার পর আবেগে ভেসেছিলেন। বাইশ গজে যদিও আবেগ নয়, তারুণ্যের তেজ, দুঃসাহসী ব্যাটিংয়ের ককটেল।

কনস্টাসের যে সাহসী ব্যাটিংয়ের (৬৫ বলে ৬০) দৌলতে ঝলমলে অজি টপ অর্ডার। উসমান খোয়াজা (৫৭), মার্নাস লাবুশেন (৭২), কনস্টাসের (৬৫) পর, স্টিভেন স্মিথের (অপরাজিত ৬৮) নামের পাশেও হাফ সেঞ্চুরি। যদিও একবাল্লা অজি দাপট নয়, শেষবেলায় বুমরাহদের ম্যাচের ফেরার তাগিদ আকর্ষণীয় দ্বৈরথের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে।

নিটফল, ২৩৭/২ সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৩১১/৬। শেষ ৭৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে অজিদের রান-এভারেস্টে চড়ার প্রয়াসে ধাক্কা ভারতের। সুনীল গাভাসকারদের মতে, অস্ট্রেলিয়ার ৫০০-৫৫০ রানের সম্ভাবনায় ব্রেক লাগানো গিয়েছে। আগামীকাল দ্রুত ইনিংস গুটিয়ে দিতে হবে। ভরসা সেই বুমরাহ (৭৫/৩)। চিন্তার জায়গা মহম্মদ সিরাজ। নতুন কিংবা পুরোনো বল, বুমরাহর পাশে আবারও বেমানান। ম্যাচের শুরু থেকেই বিতর্কের আঁচ। প্রথম এগারোয় শুভমান গিলকে না দেখে অবাক অনেকেই। আরও অবাক করার মতো ঘটনা, পরিবর্ত স্পিন-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর! টসে জিতে প্যাট কামিন্স ব্যাটিং নেওয়ার পর মেলবোর্ন অবশ্য মজে নিউ সাউথ ওয়েলসের তরুণ তুর্কিকে নিয়ে। ঘরোয়া ক্রিকেটে তুখোর ফর্মে। প্রথম টেস্ট ইনিংসে বুমরাহকে সামলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কনস্টাস।

বুমরাহর এক ওভারে ১৮, শেষ কবে টেস্টে ঘটেছে, মনে করতে পারলেন না অনেকেই। শেষ ছক্কা তাও আজ থেকে তিন বছর আগে সিডনিতে মেরেছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। বুমরাহর স্টাম্পের বলেও অনায়াসে স্কুপ করছিলেন, যার একটা সোজা বাউন্ডারি পার!

অবাক গোটা মাঠ। অবাক বুমরাহ, বিরাট কোহলিরাও। কিছুটা অসহায়ও। যার প্রতিফলন কনস্টাসকে বিরাটের ধাক্কা মারা, সিরাজের একটানা স্লেজিং। শেষপর্যন্ত কনস্টাস-শোয়ে ইতি রক্ষণাত্মক শটে রবীন্দ্র জাদেজার বল মিস করে লেগবিফোর। ৮৯ রানের ওপেনিং জুটির মধ্যে কনস্টাসের একারই ৬০। ৫২ বলে হাফ সেঞ্চুরি, কে বলবে প্রথম টেস্ট!

তরুণ সতীর্থের তৈরি যে মোমেন্টাম কাজে লাগান খোয়াজা-লাবুশেনরাও। লাঞ্চে ১১২/১। চা পানের বিরতিতে ১৭৬/২। রানের গতিতে ব্রেক লাগলেও বুমরাহর দৌলতে প্রাপ্তি শুধু খোয়াজা। তার আগে সিরাজের চেনা বেল বদলের কুসংস্কার! অন্তিম সেশনে রং বদল। মেঘলা মেলবোর্নে বুমরাহ-শো। টেস্টসুলভ ব্যাটিংয়ে ক্রিজে জাঁকিয়ে বসা লাবুশেন ফেরেন সুন্দরকে ক্রিজ ছেড়ে মারতে গিয়ে। মিডঅফে নেওয়া ক্যাচে কৃতিত্ব প্রাপ্য বিরাটেরও। এরপর বুমরাহর জোড়া ধাক্কা।

মিচেল মার্শ (৪) ক্যাচ দিয়ে বসেন ঋষভ পন্থের হাতে। তার আগে পথের কাঁটা ট্রাভিস হেডের উইকেট ছিটকে যায়। গত দুই ম্যাচে শতরানকারী হেড খাতা খোলার সুযোগ পাননি। জাজমেন্ট দিয়ে ছাড়তে গিয়ে বোল্ড। ভেবেছিলেন বল উইকেটের উপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু ড্রপ ইন পিচ, ৬৭ ওভারের পুরোনো বলের হিসেবনিকেশে ভুলচুক।

রোহিত শর্মারও প্রশংসা প্রাপ্য। হেড ক্রিজে আসতেই আক্রমণে বুমরাহকে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ আগেই স্পেল শেষ করেছেন। কিছুটা ক্লান্ত। কিন্তু জাঁকিয়ে বসার আগে হেডকে ফেরানোর ভাবনায় বুমরাহকে ফেরানো। সুফল হাতেনাতে। আকাশ দীপের ঝোলায় মারমুখী অ্যালেক্স ক্যারি (৩১)।

দিনের শেষে স্মিথের সঙ্গে কামিন্স। ব্রিসবেনের পর ফের সেঞ্চুরির গন্ধ পাচ্ছেন ১০ হাজার রানের মাইস্টোনের লক্ষ্যে এগোনো স্মিথ। আগামীকাল দ্রুত যা থামানোই লক্ষ্য বুমরাহদের। উলটোটা হলে শেষ সেশনে প্রচেষ্টায় জল পড়বে। ম্যাচে ফেরার রাস্তা আরও কঠিন হবে।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টেস্টে অর্ধশতরান

বয়স	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৭ বছর ২৪০ দিন	ইয়ান ক্রেগ	দক্ষিণ আফ্রিকা	মেলবোর্ন	১৯৫৩
১৯ বছর ৮৫ দিন	স্যাম কনস্টাস	ভারত	মেলবোর্ন	২০২৪
১৯ বছর ১২১ দিন	নিল হার্ভে	ভারত	মেলবোর্ন	১৯৪৮
১৯ বছর ১৫০ দিন	আর্চি জ্যাকসন	ইংল্যান্ড	অ্যাডিলেড	১৯২৯

বুমরাহর চাপ কাটাতেই পালটা মার স্যামের

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।

স্যাম কনস্টাসের টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম দিনটা অনেকটা সেরকমই। ৬৫ বলের ইনিংসে ভরসা জোগালেন ডেভিড ওয়ার্নারের জুতোয় পা গলিয়ে প্রাক্তনের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠার। উসকে দিলেন ওয়ার্নার-উত্তর পর্বে ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে অজিদের চিন্তা দূর করার সম্ভাবনা।

৬টি চার, ২টি ছক্কা। জসপ্রীত বুমরাহর এক ওভারে ১৮ রান। ৪৫৬২ বল পর টেস্ট আঙিনায় বুমরাহর বিরুদ্ধে কোনও ব্যাটারের ছক্কা হাঁকানোর সাহস! তাও আবার রিভার্স স্কুপে! তারুণ্যের তেজ। উনিশের হুংকার। ৬০ রানের ঝলমকে ইনিংস শেষে ২০তম ওভারে সাজঘরে যখন ফিরছেন-ঐতিহাসিক মেলবোর্নে নতুন এক তারকা উদয়ের হাতছানি।

কিছুটা সুর কাটল বিরাট কোহলির সঙ্গে ধাক্কার ঘটনায়। যদিও টেস্ট অভিষেকের আবেগ, হাফ সেঞ্চুরি দিয়ে অভিষেকের সামনে যে ঘটনাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ তরুণ তুর্কি কনস্টাস। নিজের আইডল বিরাটের ধাক্কা নিয়ে সাফ জবাব-খেলার মাঝে এরকম হয়ে থাকে! গ্লাভস ঠিক করার দিকে নজর ছিল। বিরাটকে দেখেননি। আর এরকম ঘটনায় তিনি মোটেই হতাশ নন। বরং সেরাটা বের করে আনার রসদ জোগায়।

প্রতিফলন রিভার্স স্কুপে বুমরাহকে মারা ছক্কা দিনভর চর্চায়। দুঃসাহসী যে শট প্রসঙ্গে কনস্টাসের যুক্তি, 'প্রচুর প্র্যাকটিস করেছি ওই শটটা নিয়ে। রিভার্স স্কুপ আমার জন্য অত্যন্ত নিরাপদ শটও। ওভাবে মারতে গিয়ে যদি আউট হতাম, তাহলেই বরং খুব খারাপ লাগত। বোলারদের শুরু থেকে চাপে রাখার লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলাম। লাইন-লেংথ বিগড়ে দিতেই রিভার্স স্কুপকে ব্যবহার করেছি। ভালো লাগছে আজ কিছু রান পেয়ে।'

বুমরাহকে প্রথমবার খেলার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কনস্টাসের সংযোজন, 'প্রথমবার ওর মুখোমুখি

অর্ধশতরানের পর স্যাম কনস্টাস।

হলাম। ওর অ্যাকশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চ্যালেঞ্জ ছিল। বেশ কিছু বলে আমাকে পরাস্তও করেছে। কিছু ক্ষেত্রে আমি ভাগ্যবানও। ওর মতো কিংবদন্তির সঙ্গে টক্কর উপভোগ করেছি। নিজের সেরাটা বের করে আনতে যা সাহায্যও করেছে আমাকে।'

প্রথম স্পেল প্রত্যাশিত না হলেও প্রত্যাঘাতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন বুমরাহর। যার সুবাদে দিনের শেষে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনা। নবাগত কনস্টাসের মুখেও ভারতীয় স্পিডস্টারের যে প্রচেষ্টার কথা। মেনে নেন, তিন উইকেট নিয়ে মোমেন্টাম ফের বদলে দিয়েছে বুমরাহ। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে বিচ্ছেদ বোপান্নার

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হতে চলেছে সামনের বছর ১২ জানুয়ারি। তার আগে বড় ধাক্কা খেলেন গতবারের পুরুষ ডাবলস চ্যাম্পিয়ন ভারতের রোহন বোপান্না। যে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জুটি ভেঙে গেল বোপান্নার। এই বিচ্ছেদে খোদ বোপান্নাও অবাক, 'আমার কোচ ও আমার কাছে এই ঘটনা আকস্মিক। আমার মনে হয় না আমরা কেউই এটা আশা করেছিলাম।'

বোপান্না চলতি বছরের শুরুতে এবডেনকে সঙ্গী করে প্রথম পুরুষদের ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেন। সেই সঙ্গে বয়স্কতম প্রতিযোগী হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির গড়েন। তবে সেই সাফল্য মরশুমের পরের দিকে ধরে রাখতে পারেননি বোপান্না-এবডেন। সেই কারণেই হয়তো এই বিচ্ছেদ।

কলম্বিয়ার নিকোলাস বারিএন্তোসের সঙ্গে জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামবেন বোপান্না। তাঁর কথায়, 'এখন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। সবাই নিজের নিজের সঙ্গী বেছে নিয়েছে। একমাত্র নিকোলাসই খালি ছিল। তবে ওকে সঙ্গে নিলে বাছাই হওয়ার সুযোগ থাকবে।'

তবে এই জুটির স্থায়িত্ব হতে চলেছে পরবর্তী দুটি প্রতিযোগিতা। এই বিষয়ে বোপান্না বলেছেন, 'সবকিছুই নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর আমাদের র‍্যাংকিং কেমন হয় সেটার ওপর। যদি আমাদের র‍্যাংক কমে যায়, তাহলে এটিপি মাস্টার্স বা ৫০০ সিরিজেও সুযোগ পাব না।'

ত্রিপুরার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ বাংলার

হায়দরাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচেই ধাক্কা খেল বাংলা দল। দুর্বল ত্রিপুরার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করেই ফিরতে হল তাদের। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলা দল ২৫ ওভারে ২০২ রান তাড়া করতে নেমে ৬.২ ওভারে ৪২/২ হয়ে গিয়েছিল। এরপরই বৃষ্টি নামে। শেষপর্যন্ত দুই দলকে ২ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'ই'-তে বাংলা দুই নম্বরে থাকল।

শুরুতেই ৩৫ রানে ত্রিপুরার ৩ উইকেট তুলে নেওয়ার পরও বাংলাকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তনী মনদীপ সিং (৫৬ বলে ৯৪)। হাফ ডজন ছক্কা ও সাতটি বাউন্ডারিতে সাজানো মনদীপের ইনিংসের পাশে সমান উজ্জ্বল ছিলেন ওপেনার জীবনজ্যোৎ সিংও (৪৯ বলে ৫৯)। মুকেশ কুমার (২৪/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেও বাংলা দলের বাকি বোলারদের তাঁরা চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। লোয়ার অর্ডারে ত্রিপুরার বাকি ব্যাটাররা সেই মঞ্চ কাজে লাগাতে না পারায় ম্যাচে ফেরত আসার সুযোগ পেয়েছিল বাংলা। যদিও চতুর্থ ওভারেই আগের ম্যাচেই ধুন্ধুমার ব্যাটিং করা অভিষেক পোড়েল (১৩ বলে ১৭) ফিরে যাওয়ায় জোরদার ধাক্কা খায়। বড় রান পাননি অধিনায়ক সুদীপ ঘরামিও (১১)। শনিবার বাংলার পরের ম্যাচ বরোদার সঙ্গে।

অভিষেক টেস্টে প্রথম বলেই উইকেট বশের

সেঞ্চুরিয়ান, ২৬ ডিসেম্বর : অভিষেক টেস্ট খেলতে নেমে ১৫ নম্বর ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন করবিন বশ। তাঁর অফস্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে গালিতে মার্কো জানসেনের হাতে ক্যাচ দেন পাকিস্তানের শান মাসুদ (১৭)। ২৫ তম ক্রিকেটার হিসেবে তিনি এই কীর্তি গড়লেন। ২০২৪ সাল ধরলে শামার জোসেফ ও শেপো মোরেকির পর বশ প্রথম টেস্টের প্রথম বলে উইকেট নিলেন। প্রথম ইনিংস থেকে বশের প্রাপ্তি ৬৩ রানে ৪ উইকেট। কাগিসো রাবাদা (৩৫/০) উইকেটহীন থাকলেও ডেন প্যাটারসনকে (৬১/৫) পাকিস্তানকে ৫৭.৩ ওভারে ২১১ রানে অল আউট করে দেন। কামরান গুলাম ৫৪ রান করেন। টেস্ট প্রত্যাবর্তনে বাবর আজম ফিরলেন ৪ রানে। মহম্মদ রিজওয়ানের সংগ্রহ ২৭ রান। জবাবে প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৮২ রান তুলেছে। ক্রিজে আইডেন মার্করাম (৪৭) ও টেম্বা বাভুমা (৪)। খুররম শাহজাদ জোড়া উইকেট নিয়েছেন।

রোহিতদের সিদ্ধান্তে অবাক প্রাক্তনরা

গিলের বাদ নিয়ে ঢোক গিললেন নায়ার

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ।

পালা বদলের পর্বে আগামীর ভাবনা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্তম্ভ ধরা হচ্ছে যে ত্রয়ীকে। বক্সিং ডে টেস্টে আজ সেই ত্রয়ীর অন্যতম শুভমান ছাঁটাই প্রথম এগারো থেকেই! চলতি সফরে চেনা ছন্দে নেই তরুণ ব্যাটার। যদিও শুভমান বসিয়ে স্পিন-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে অন্তর্ভুক্তির যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ।

টসের পর রোহিত শর্মা প্রথম একাদশ ঘোষণার পর থেকে শুভমান-ইস্যুতে সরগরম ক্রিকেটমহল। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে যে প্রশ্নের মুখে গিলকে বাদ দেওয়া নিয়ে 'ঢোক গিলতে' দেখা গেল সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকেও। বাদ নয়, টিম কম্বিনেশনকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা গম্ভীরের সহকারীর।

অভিষেক নায়ার বলেছেন, 'পিচ দেখার পর মনে হয়েছিল, স্পিন বিভাগে রবীন্দ্র জাদেজাকে সাহায্য করার জন্য ওয়াশিংটন এখানে কার্যকর হবে। শুভমানের জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু দলের প্রয়োজন ও নিজেও বুঝতে পারছে। বাদ বলব না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত। যে কারণে একাদশে জায়গা হয়নি শুভমানের।'

৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া ৩১১। টপ অর্ডারের চারজনেরই হাফ সেঞ্চুরি পার। স্টিভেন স্মিথ এখনও ক্রিজে। আগামীকাল দ্রুত প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে পালটা জবাবের পালা ভারতীয় ব্যাটারদের। টপ অর্ডারে ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া রোহিত শর্মা, ছন্দ হাতড়ে বেড়ানো বিরাট কোহলির দিকে চোখ থাকবে। দুই তারকাকে নিয়ে অভিষেক বলেছেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে। মূল কথা নিজের শক্তির ওপর ভরসা রাখা। রোহিত, বিরাট এমন ধরনের ক্রিকেটার, যাদের সেট হতে ২৫-৩০টা বল দরকার লাগে। আমার বিশ্বাস, সেট হয়ে গেলে দুইজনকেই স্বমেজাজে দেখতে পারব। বিরাট-রোহিতই শুধু নয়, শুরুর চ্যালেঞ্জে উতরে যাওয়া জরুরি বাকি ব্যাটারদের ক্ষেত্রেও।'

এদিকে, ভারতীয় থিংকট্যাংকের যে যুক্তি যদিও মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা। সঞ্জয় মঞ্জরেকার যেমন বলেছেন, 'অদ্ভুত প্রথম একাদশ। টার্নিং পিচ মোটেই নয়। সেখানে এই পরিবর্তন! না ব্যাটিং শক্তিশালী হল, না বোলিং। শুভমানকে বাদ দেওয়া খুব খারাপ সিদ্ধান্ত।' ইরফান পাঠানের মতে, তিনি যদি ভারতীয় থিংকট্যাংকের অঙ্গ হতেন, তাহলে কোনও পরিস্থিতিতেই শুভমানকে বাদ দিতেন না।

রোহিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেছেন, 'শুভমানের খেলায় আমি অন্তত ভুল কিছু দেখছি না। লোকেশ রাহুলের পর সবথেকে ভালো স্ট্রাইক রেট ওর। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে দুর্দান্ত খেলেছে। ব্রিসবেনের একাদশই ধরে রাখা উচিত ছিল। আমি থিংকট্যাংকের অংশ হলে গৌতম গম্ভীরকে বলতাম, শুভমানকে রেখেই দল নামাতে।'

আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতীয় পেসাররা

বোলার	উইকেটের সংখ্যা
কপিল দেব	৬৮৭
জাহির খান	৫৯৭
জাভাগল শ্রীনাথ	৫৫১
মহম্মদ সামি	৪৪৮
জসপ্রীত বুমরাহ	৪৩৫
ইশান্ত শর্মা	৪৩৪

অফস্টাম্প ফাঁদে পা, স্বীকার বিরাটের

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : অবশেষে ভুল স্বীকার বিরাট কোহলির।

মানছেন অফস্টাম্পের বাইরের বলে খেলার সময় আরও সংযমী হওয়ার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগে বিরাটের অকপট স্বীকারোক্তি, যেভাবে খেলতে চাইছেন, গত কয়েক ইনিংসে তা হচ্ছে না। ক্রিজে নেমে যে ধৈর্য দেখানোর ক্ষেত্রে ভুলচুক হচ্ছে।

পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত শতরান। যদিও ছন্দটা ধরে রাখতে পারেননি গত তিন ইনিংসে (৭, ১১, ৩ রান)। ব্যর্থতা মেনে নিয়ে বিরাট বলেছেন, 'যেভাবে চাইছি গত ২-৩টি ইনিংসে তা হচ্ছে না। ধৈর্য ধরে খেলা উচিত ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। টেস্ট ক্রিকেট এরকমই। আলাদা টেম্পারামেন্ট দরকার। ক্রিজে নেমে চোখ সেট হতে কিছুটা সময় দরকার। আর তা করতে হবে পিচ, পরিবেশকে সম্মান দিয়েই।'

> যেভাবে চাইছি গত ২-৩টি ইনিংসে তা হচ্ছে না। ধৈর্য ধরে খেলা উচিত ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। টেস্ট ক্রিকেট এরকমই। আলাদা টেম্পারামেন্ট দরকার। ক্রিজে নেমে চোখ সেট হতে কিছুটা সময় দরকার। আর তা করতে হবে পিচ, পরিবেশকে সম্মান দিয়েই।
>
> **-বিরাট কোহলি**

মেলবোর্নের চলতি টেস্টে কি ভুলটা শুধরোতে পারবেন কোহলি?

ক্রিজে সেট হতে আরও ধৈর্য ধরতে হবে

বিরাট অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। বলেছেন, 'প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে মেলবোর্ন আমার পয়া মাঠ। বক্সিং ডে টেস্টের গুরুত্বও বুঝি। গতবার এখানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ২০১৪-'১৫ সালের সফরে সেঞ্চুরি করেছিলাম। বিভিন্ন ফর্ম্যাটে একঝাঁক স্মৃতি জড়িয়ে মেলবোর্নের সঙ্গে।'

ওপেনিং জুটি এখনও পর্যন্ত সফরে সাফল্য পায়নি। শুরুতে দ্রুত উইকেট পড়ার ফলে নতুন বল সামলাতে হচ্ছে বিরাটকে। প্রাক্তনদের অনেকের দাবি, নতুন বল সামলানোর মতো মানসিকতার অভাবও পথের কাঁটা বিরাটের। তারই প্রস্তুতি প্রসঙ্গে বিরাটের যুক্তি, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। থাকছে প্ল্যান 'বি', 'সি'-ও। পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে প্রয়োগ করবেন। নতুন বল হোক বা পুরোনো বল, যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। দল কী চাইছে, সেটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আশাবাদী, সেই চাহিদা বাকি সিরিজে মেটাতে সক্ষম হবেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সুদীপ সাহা :** শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি অসংখ্য সাফল্য অর্জন কর ও সুস্থতা বজায় রেখে জীবনে এগিয়ে চল। - **পিসো, পিসি, দাদা ও বৌদি। আদরপাড়া, জল।**

জয়ে ফিরে বছর শেষ বাগানের

পাঞ্জাব এফসি-১ (রিকি)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(আলবার্তো-২ ও জেমি-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সদ্যই আইএসএল থেকে এবারের হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচের পয়েন্ট তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অ্যাওয়ে পয়েন্টকে খুব পিছিয়ে রাখা যাবে না হোমের থেকে।

তবে, এদিন পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে ভাগ্যের সহায়তা না পেলে হয়তো এবারের অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারত না তারা। যে ম্যাচ থেকে প্রথমার্ধে খেলা দেখে এক পয়েন্ট পাওয়াতেও সংশয় ছিল, সেটাই হয়তো বেরিয়ে গেল ধারেভারের হেভিওয়েট দল হওয়ায়। ৩-১ গোলে জয়ের ফলে ভালোভাবেই বছর শেষ সবুজ-মেরুনের। যদিও ক্লিনশিট হল না।

মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে শুরু করলেন জেসন কামিংস। দুইজনকেই শুরুতে বেশ সাদামাটা লেগেছে। তিনি বা কামিংস কেউই খেলা তৈরি করতে পারেন না। তবে বিরতির পর ফিরে কামিংস ও লিস্টন কোলাসো বাড়তি তাগিদ দেখাতে খেলা ঘুরেছে। মেলরয় মেলউইন আসিসির নেতৃত্বে প্রথমার্ধে দুর্দান্ত পাঞ্জাব। এসবের জন্যই এই অর্ধে মোহনবাগানের একটাও নিশ্চিত সুযোগ নেই। গত ম্যাচ থেকেই মোহনবাগানের দুই ডানা মনবীর সিং ও লিস্টনকে খানিকটা অফ ফর্মে লাগছে। এর মধ্যে মনবীরের চোট আছে বলে শোনা গেলেও তিনি এদিন পুরো ম্যাচটাই খেললেন। ৪৮ মিনিটে আলবার্তো রডরিগেজের সমতা ফেরানোর গোলের জন্য খানিকটা হলেও গোলরক্ষক রবি কুমার দায়ী। কামিংসের কর্নারে সবচেয়ে লম্বা এবং সঠিক জায়গায় দাঁড়ানো আলবার্তো যে মাথা ছোঁয়াবেন সেটা না বোঝা বোকামি। রবি বুঝতে দেরি করায় বলের ফ্লাইট মিস করে গোলটা খেলেন। এই গোলের পরই নাটকীয়ভাবে লাল কার্ড দেখে ১০ জন হয়ে যায় পাঞ্জাব। লিস্টনকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখে হাততালি দিয়ে রেফারিকে ব্যঙ্গ করার অপরাধে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড এক মিনিটের মধ্যে দেখেন এজেকুয়েল ভিদাল। দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের মতো বড় মাঠে ১০ জন হয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা কঠিন। তবু ৬৩ মিনিটে রেফারি রাহুলকুমার গুপ্তা যে পেনাল্টি দিলেন মোহনবাগানের পক্ষে সেটা নিয়েও বিতর্ক থাকবে। মেলরয় আসিসির বিপক্ষে পেনাল্টি দেওয়া হলেও টেলিভিশন রিপ্লে বলছে, অনিরুদ্ধ থাপাই ডাইভ দেন। পেনাল্টি থেকে গোল ম্যাকলারেনের। ৬৯ মিনিটে মোহনবাগানের তিন নম্বর গোলও সেট পিস থেকে। লিস্টনের ছোট কর্নার বক্সে তোলেন থাপা। হেডে ফের গোল আলবার্তোর।

কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ থেকে গোল খাওয়া শুরু হয়েছে মোহনবাগানের। মাত্র ২ মিনিটে নিখিল প্রভুর দূরপাল্লার শট ক্রসপিসে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে না গেলে তখনই পিছিয়ে যায় মোহনবাগান। গোলের জন্য বেশিক্ষণ পাঞ্জাবকে অপেক্ষা করতে হয়নি। টানা আট ম্যাচ অপরাজিত থাকা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল মাত্র ১২ মিনিটে গোলটা খায় শিক্ষানবীশের মতো। আসমির সুলজিকের বাড়ানো বল একাই টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁদিক থেকে ডানপায়ের মাটিঘেঁষা শটে গোল করেন রিকি সাবং। ডিফেন্সে একজনও কেন তাঁকে ক্লোজ করলেন না, সেটাই আশ্চর্যের। তবে কথায় বলে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। একটা লাল কার্ড পাঞ্জাবের আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিতেই জয়ের সরণিতে বাগান। ১৩ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থেকে গেল মোলিনার দল।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া (অভিষেক), থাপা, লিস্টন, কামিংস ও ম্যাকলারেন (সাহাল)।

গোলের পর উচ্ছ্বাস জেমি ম্যাকলারেনের।

গোল করাটা এখন যেন আলবার্তো রডরিগেজের কাছে নেহাতই জলভাত। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে সমতা ফিরিয়ে মোহনবাগানের ডিফেন্ডার।

দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে শেষ চারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফিতে শেষ কয়েক বছরের ব্যর্থতা কাটিয়ে এবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলা। ৩৩তম খেতাব থেকে আর মাত্র দুই ধাপ দূরে সঞ্জয় সেনের দল। বৃহস্পতিবার পড়শি রাজ্য ওডিশাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল বঙ্গ ব্রিগেড।

এদিন অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে শুরুটা মোটেই ভালো করেননি সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। রক্ষণ আর মাঝমাঠের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব চোখে পড়ছিল। তারই ফলস্বরূপ ২৪ মিনিটে এগিয়ে যায় ওডিশা। এর পরও এগিয়ে যেতে পারত পড়শি রাজ্যের দলটি। একাধিক সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু কিছুটা ভাগ্যও সঙ্গ দিল বাংলাকে। তাদের শট পোস্টে প্রতিহত না হলে বাংলার কাজটা আরও কঠিন হয়ে যেত। এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতে আধঘণ্টার মধ্যেই অমরনাথ বাস্কেকে তুলে ইসরাফিল দেওয়ানকে নামান সঞ্জয় সেন। এরপরই খেলার গতি প্রকৃতি বদলায়।

প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ই নরহরি শ্রেষ্ঠার অনবদ্য গোলে সমতা ফেরায় বাংলা। দ্বিতীয় গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৭৭ মিনিট পর্যন্ত। দৃষ্টিনন্দন গোলে বাংলাকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে মনতোষ মাঝি ওড়িশার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন।

শেষপর্যন্ত ৩-১ গোলে জিতে সন্তোষের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সঞ্জয়ের বাংলা দল। সামনের দুইটি কঠিন লড়াইয়ের জন্য দলকে সতর্কই রাখছেন কোচ সঞ্জয়।

জয়ের পর উচ্ছ্বাস রবি হাঁসদা ও নরহরি শ্রেষ্ঠার। বৃহস্পতিবার।

নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন হিমা

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় ২০২৩ সালের ২২ জুলাই ১৬ মাসের জন্য নিবাসিত করা হয় হিমা দাসকে। কিন্তু এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দৌড়বিদ নভেম্বরে নির্বাসন ওঠার আগে থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন। তাই নিয়েই শুরু নতুন বিতর্ক।

গত জুন মাসে বেঙ্গালুরুতে এবং পাঁচকুলায় জাতীয় রাজ্যভিত্তিক মিটে নেমেছিলেন হিমা। এদিকে ভারতের অ্যাথলেটিক্স সংস্থা, এএফআই-এর তরফে জানানো হয়েছে যে, হিমার নির্বাসন ছিল নভেম্বর পর্যন্ত। তা হলে তিনি কী করে জুন মাসে প্রতিযোগিতায় নামলেন তাই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। তবে ডোপিং বিরোধী সংস্থার পক্ষ থেকে আবার জানানো হয়েছে যে, সব নিয়ম মেনে শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে হিমার। এই বছরের মার্চে একটি শুনানি হয়। সেখানে অ্যান্টি ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল হিমাকে ক্লিনচিট দেয় বলে দাবি। তার পরেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে শুরু করেন হিমা। যদিও এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ভারতীয় অ্যাথলিট নিজে।

নতুন বছরে এমবাপের শপথ

মাদ্রিদ, ২৬ ডিসেম্বর : সামনেই নতুন বছর। তার আগে পুরোনো বছরের খারাপ ফর্ম পিছনে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা কিলিয়ান এমবাপে। বলে দিলেন, 'আমাকে সই করা নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদে কারও কোনও খেদ থাকবে না।'

রিয়াল মাদ্রিদ জার্সিতে শেষ কয়েকটি ম্যাচে ফরাসি তারকা এমবাপেকে চেনা ফর্মে পাওয়া যায়নি। চলতি মাসের শুরুতে অ্যাথলেটিক বিলবাও ম্যাচে তিনি পেনাল্টিও মিস করেন। সেই ম্যাচে ১-২ গোলে হারে লস ব্লাঙ্কোসরা। তারপরই এমবাপে ঠিক করেন নিজের চেনা ফর্মে ফিরে আসবেন। তাঁর কথায়, 'বিলবাও ম্যাচে পেনাল্টি মিস করি। তারপরই সিদ্ধান্ত নিই নিজের স্বাভাবিক খেলাই খেলতে হবে। রিয়ালের সাদা জার্সিতে নিজের সর্বস্ব দিতে হবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিলবাও ম্যাচে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল।' তারপরের ৫ ম্যাচে ৪টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করেন ফরাসি তারকা।

স্প্যানিশ সংবাদপত্র মার্কার রিপোর্ট অনুযায়ী খারাপ ফর্ম চলাকালীন এমবাপে দেখা করেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্টিনো পেরেজের সঙ্গে। পেরেজের সম্পূর্ণ আস্থা এমবাপের ফিরে আসার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এমবাপের মন্তব্য, 'আমার আরও গোল করার ক্ষমতা রয়েছে। আরও ভালো খেলতে পারি আমি।' একই সঙ্গে নতুন বছরে ক্লাব ও সমর্থকদের সাফল্য কামনা করে এমবাপে বলেছেন, 'ফুটবলার হিসেবে চাই নতুন বছরে আরও ভালো খেলি, আরও খেতাব জিতি এবং চাই মাদ্রিদ সমর্থকদের জীবন আরও খুশির হোক।'

'আমাকে নিয়ে কারও খেদ থাকবে না'

পেনাল্টি নষ্টের পর মাথায় হাত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। বৃহস্পতিবার।

বলের নিয়ন্ত্রণ রেখেই জিততে চান চেরনিশভ

লজ্জা এড়াতে কোনওমতে পয়েন্ট চাইছে মহমেডান

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আইএসএলে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লজ্জা এড়াতে ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে কোনওমতে পয়েন্ট পেতে মরিয়া আন্দ্রেই চেরনিশভ।

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম ওডিশা এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

টানা পাঁচ ম্যাচে হেরে বেশ বেকায়দায় সাদা-কালো ব্রিগেড। আইএসএল লিগ টেবিলে অবস্থান সবার নীচে। ১২ ম্যাচ খেলে ঝুলিতে মাত্র ৫ পয়েন্ট। দলের আত্মবিশ্বাসও একেবারে তলানিতে। উলটোদিকে ওডিশা আইএসএলে শুরুর দিকে পয়েন্ট নষ্ট করলেও এখন বেশ ভালো জায়গায়। সের্জিও লোবেরার দল যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম সেরা, তা খুব ভালো করেই জানেন চেরনিশভ। তবে ঘরের মাঠে লিগের শুরুর দিকে তাঁর দলের ছেলেরা যেরকম খেলেছে, সেই পারফরমেন্স দেখাতে পারলে ওডিশাকে যে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া সম্ভব, তা মানছেন সাদা-কালো কোচ। শুক্রবার সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি। ওরা বলের নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগ সময়ই নিজেদের হাতে রাখে।' তাই ওডিশার বিরুদ্ধে বল ধরে আক্রমণের ছক কষছেন চেরনিশভ। বলেছেন, 'আমরাও বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই। আমাদের লড়াই করতে হবে, অনেক দৌড়াতে হবে, নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।'

এই ম্যাচেও যে গৌরব বোরাকে পাচ্ছে না মহমেডান। গোলরক্ষক ভাস্কর রায়ও চোটের কবলে। ফলে গোলের নীচে ফিরছেন পদম ছেত্রী। তবে দলের বিদেশিদের অফফর্ম নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে মহমেডান কোচকে। তবুও দলের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত সমান তীব্রতা ও মনঃসংযোগ নিয়ে খেলতে হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার মহমেডান অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মহিতোষ রায়। যদিও এখনও আইএসএলে তাঁর রেজিস্ট্রেশন হয়নি। পাশাপাশি জানুয়ারির উইন্ডোতে মেলরয় মেলউইন আসিসি, ভিগনেশ দক্ষিণামূর্তি, গুরকিরাত সিং সহ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করাচ্ছে সাদা-কালো। তালিকায় রয়েছেন চার্চিল ব্রাদার্সের এক আফ্রিকান বিদেশিও।

অনুশীলনের মাঝে সহকারীর সঙ্গে আলোচনায় কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ।

দাদা ক্রুণাল পাণ্ডিয়া ও ছেলে-ভাইপোর সঙ্গে বড়দিনের উৎসবে হার্দিক।

প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার খুদে অনীশের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পেল বাংলার তিন বছরের দাবাড়ু অনীশ সরকার। শিল্প-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং ক্রীড়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে সব মিলিয়ে ১৭ জনকে এবার 'প্রধানমন্ত্রী বাল' পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ১০ জন মেয়ে ও ৭ জন ছেলে। মাত্র ৩ বছর ৮ মাস বয়সেই গত নভেম্বরে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছে উত্তর ২৪ পরগনার খুদে দাবাড়ু অনীশ। কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসাবে ফিডে রেটিং পেয়েছে। সেই সুবাদেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার পেল অনীশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলছে ৩ বছরের অনীশ সরকার।

হাল্যান্ডের পেনাল্টি মিস, ড্র ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে ফুটবল, অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ- তারপরও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সাম্প্রতিক অধঃপতন থামল না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। এর আগে টানা ৭টি ২৬ ডিসেম্বরের ম্যাচে তারা জয় পেয়েছিল। বৃহস্পতিবার এভার্টনের বিরুদ্ধে অবশ্য এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ড্র করল সিটি। এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে তারা টানা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচের ১২টিতেই তাদের জয় হাতছাড়া হল। ১৪ মিনিটে বার্নার্ডো সিলভা এগিয়ে দেন সিটিজেন্সদের। ৩৬ মিনিটে সমতা ফেরান ইলিমান এনদিয়ায়ে। ৫১ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল সিটি। কিন্তু আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের বাঁ পায়ের দুর্বল শট সেভ করে দেন এভার্টন গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। এদিন ড্র করে ১৮ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে সিটি ছয় থেকে সাত নম্বরে নেমে গেল।

ঘরের মাঠে ফুলহামের বিরুদ্ধে

হার চেলসির

১-২ গোলে হেরে গেল চেলসিও। তারা লিগটপার লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হাতছাড়া করল। ১৬ মিনিটে কোল পামার এগিয়ে দেন চেলসিকে। ৮২ মিনিটে সমতা ফেরান হ্যারি উইলসন। অন্তিম লগ্নে রডরিগো মুনিজের গোলে ফুলহাম জয় তুলে নেয়। ১৮ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি দুই নম্বরে থাকল। দুই ম্যাচ কম খেলে তাদের লিভারপুল এগিয়ে ৪ পয়েন্টে।

সেমিফাইনালে জাগরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের ন্যাশনাল ডে-নাইট গোল্ড কাপ ৯ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল আয়োজকরা। মঙ্গলবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১০০ রানে ভদ্রেশ্বরের ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। সূর্যনগর মাঠে প্রথমে জাগরণী ২৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে। সৈকত দাস ৪৫ ও সাব্বির রহমান ৪৩ রান করে। দিগ্বিজয় লাল ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট।

জবাবে ইউনাইটেড ৬৮ রানে অল আউট হয়। প্রীতীশ পাল ১৮ রান করে। কৌশিক ১০ ও ম্যাচের সেরা সাব্বির ১৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ভাঙ্গর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ও নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

সুযোগ পেয়ে অস্কারকে ধন্যবাদ ডেভিডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সমস্যা অনেক। তবুও তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে। নিজাম শহরে হায়দরাবাদ এফসি-র মুখোমুখি হওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গল শিবিরের পরিস্থিতিটা এমনই। ছেলেদের যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি রাখছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

হায়দরাবাদে এখন প্রায়শই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই খেলতে যাতে সমস্যা না হয় তারজন্য বৃহস্পতিবার মাঠ অতিরিক্ত ভিজিয়ে অনুশীলন করালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। এদিকে, বুধবার প্রস্তুতিতে না থাকলেও এদিন মূল দলের সঙ্গেই গা ঘামালেন পিভি বিষ্ণু, নন্দকুমার শেখর ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। যদিও বিষ্ণুকে পুরো সময়টাই ডান পায়ে স্ট্র্যাপ বেঁধে অনুশীলন করলেন। এছাড়া পুরো ফিট না হলেও নন্দ বা দিয়ামান্তাকোসের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যদিও গ্রিক স্ট্রাইকার এখনও ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় নেই। ফলে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে হায়দরাবাদ ম্যাচেও সম্ভবত পরিবর্ত হিসাবে খেলাবেন অস্কার।

ডেভিড এবারই প্রথম আইএসএলে খেলছেন। শুরুর দিকটায় তেমন সুযোগ না পেলেও,

পায়ে স্ট্র্যাপ বেঁধে অনুশীলন বিষ্ণুর

দুই বিদেশির ছিটকে যাওয়া তাঁর কাছে যেন সাপে বর হয়েছে। তবে সুযোগ পাওয়ার জন্য মণিপুরি স্ট্রাইকার ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কোচ অস্কারকে। বলেছেন, 'কোচ আমার উপর আস্থা রেখেছেন। গেমটাইম দিচ্ছেন আমাকে। আমি কৃতজ্ঞ।' একই সঙ্গে অস্কার যেভাবে দলকে উদ্বুদ্ধ করেন, ফুটবলারদের পাশে থাকেন তা ভালো খেলতে সাহায্য করে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ডেভিড বললেন, হায়দরাবাদ ম্যাচেও গোল করতে চান।

এদিকে, মাদিহ তালালের পরিবর্ত ফুটবলার দ্রুত চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে চেনা মুখের ওপরই আস্থা রাখা হতে পারে। অস্কারও বলেছেন, 'সপ্তাহখানেক এর মধ্যেই নতুন ফুটবলার নেওয়ার ব্যাপারটা আমরা চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছি।' যদিও ভারতে খেলে যাওয়া একাধিক ফুটবলারের পাশাপাশি লাল-হলুদের র‍্যাডারে রয়েছেন এক ইংলিশ ফুটবলারও।

> কোচ আমার উপর আস্থা রেখেছেন। গেমটাইম দিচ্ছেন আমাকে। আমি কৃতজ্ঞ।
>
> **ডেভিড লালহালানসাঙ্গা**

হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।